ষষ্ঠ অধ্যায়

(উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণসম্পন্ন লোককথাগুলি অবিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।)

আশুর্ব্বাদ

পৈল পথম আষাঢ় মাস। নয়া দেওয়া নয়াবশ্‌শন। নয়ালি বোন জঙ্গল ঘাটাপথ ঢাকি ফেলাইচ্ছে। গছ বিরু উম্‌চি উম্‌চি বাড়ির ধরিছে। রস জনি গাছ বিরিখ জীব জন্তু পকি পয়াল মানুষ জন সব্বারে ভিতর দিয়া উত্তুলি উত্তুলি উষি পড়ির ধরিছে।

চাইরোদিয়া জল, মধ্যতে ডাঙ্গা, চেঙ্গরা গুলা গরু চড়ায়। কাঞো গরু হাকায় গাছের ছায়াত বসি কাঞো মোগল মোগল পাঠান খেলায়, কাঞো বা বার পাইতা খেলায়, কাঞো কাঞো বা হুড়াহুড়ি করে। আর এক্‌না চেঙ্গরা চৌকোন রসেয়া চৌকোন ঝোরেয়া বাইশ্‌শালি গাওয়া ঠাকুর কানাইর গান গবার ধরিছে ঃ–

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে
জলে পড়ি কোড়া ডাকে – (কা-না-ই-রে–)
ঠাকুর কানাই–
কোড়ার ডাক মোর
না সয় পরাণে-রে।

"এ ধউলি হাকাঙ্‌ক্ষী হছিস্‌, ঘাস নাই ধান খাবার গেছিস, এলাহাতে উক্‌টাঞ" নালকাল হয়া। গাইলাইতে গাইলাতে একটা গাইক পিট্টাইতে পিট্টাইতে পালত আনি থুইল্‌। আর অমনি ঠাকুর কানাইর গান কাণত সোন্দাইল। গান শুনি থাক্কা খাইলে, বেলার ভিতি দেখিল কানি ছাড়িচে মুখখান ঝান্ধাৎ করি আন্দার হইল। উঃ, হায় হায় রে বুড়ি দুপরী ওদোদ ধান কোন্‌ কালে খর হৈচে। মনে মনে ধিক্কার খায়া ধড়পড় করি নদীর পাড় বুলি তরবরে গেইল। যায়া দেখে নদীর পার শূন্‌ শূন্‌ শূন্‌–খালি শূন্‌। ঘাটত নামিল, সেটেও দেখে শূনশূন, শূন্‌–খালি শূন আছে–খালি একটা কালা পিঠি কালা ঘাড় কাণি-বগিলা, জলেরা ছলত টোক্‌ টোক্‌ করি মাছ ধরিবার বাদে। চেঙ্গরার দেহাত খানিক জিউ আসিল্‌। সম্বাদ পাবার আশায় তুতি মিন্‌তি করি পুছিলে ঃ–

ফক্‌ ফক্‌ পাখিলা,
টোক্‌ টোক্‌ বগিলা,
ধিয়ানে দিয়াছেন মন,
এদি আসিল ভর যুবতী
গেল কতক্ষণ ?।।–

আপনার বাড়ানি শুনি কাণি বগিলা তুষ্ট হৈল। পুছাইয়াক সন্তোষ করি উত্তর দিলে ঃ–

কল্‌সি উবর, কল্‌সি ভাবর
কলসি না হয় তল।
হাসিয়া আসিল চন্দ্রমুখী
কান্দিয়া গেল ঘর।।

কথা শুনি চেঙ্গরার আশাও হৈল, ধিক্কারও বেশী করি নাগিল। তর্‌বরে ঘাটের উপর উঠিল, আর তেক্ষণে কাণত পটিল। ঝুরা ঝুরা সুরের গাওয়া সেই চেঙ্গরার ঠাকুর কানাইর গানের আর একটা অন্তরা ঃ–

পদের উপরে পদ থুইয়া
কদমে হিলানি দিয়া–(কানাইরে)
ঠাকুর কানাই
আইজ নিশি পোহাইলাঞো কান্দিয়ারে–

ঘাটো অঘাটা না মানি চেঙ্গরা দৌড়াইল। কতদূর যায়া দেখে জঙ্গলী ঘাটাত এ্যাকটা কাঞে বা খাড়া হয়া। কাইঠা যায়া দেখে তাঞে–তাঞে–উয়ারে তাঞে নাটার কাটা চুলির খোপা আটকে রাখিছে। আর দোনোরে ঝরি ঝাপটা সৌগ দূর গেইল; শতচন্দ্রের উদয় হইল্‌। সোনোয় কাটা হাতে চুল খসায় আর উচ্চাই আনন্দে নাটাক আশুর্ব্বাদ দেয়,–

নাটারে নাটা,–
সোনাদি বান্দো তোর কাটা,
মাণিক দি বান্দি তোর ডাল !
না হবার কাজ ঘটেয়া দিলু
তোর নাঞো কঁরো বা কতএ কাল্‌।।

বাহা সে বান্ধব

রাজা ভাইক বড়এ ছেন্‌হ করে। দালান কোটা বাড়ী দিছে; চৌদি তার ফুলের বাগান; দাসী বান্দী দিছে, টাকা কড়ি দিছে, পৈরণ পরিচ্ছদ হাত্তী ঘোড়া ভৈস গরু কতএ দিছে। রাজার ভাই রাজার কুঙর; খায় বেড়ায় মহা সুক্কে থাকে। কুঙর জদ্ধাও বড়; জদ্ধে লাগিলে কাঞোএ উয়ার সথে না পারে। কিন্তু কেছুতে কুঙরের মন নাঞি। ভাই ছেন্‌হ করে, সৌগ

দেয়; কেছুর ভাবনা নাই; যেদিন যেটে খুশি সেদিন সেটে যায়; হাসিখেলি করি থাকে; আর শিকারের কথা শুনিলে'ত মহাআনন্দ। সাত কাম ফেলে থুইয়া শিকারত যায়; তিন দিন ভোক্ সয়া শিকার করে তেঞো না হাউপ্সায় ।

বৈশাখ মাসিয়া খরতাপী দিন। ঠাঞি ঠাঞি মাটি ফাটি চৌচির হৈচে। বোন জঙ্গল শুক্কি গেইচে। কোনটে পোড়া গেইচে; কোনটে খানিক তাজা আছে। বোনলা জন্তু গুলাও এলা বড় চালাক, দেখা পাওয়ায় দুষ্কর। তাবদ্দিন ঘুরি কুঙর একটা শিকারও নাই পায়। পশ্চিয়া বাতাস, তুফান চড়ি গেইচে। তিস্সায় কুঙরের ধাতু উড়ি গেইচে। বেলাও ডুবোঁ ডুবোঁ, তেঞো ঠান্ডা না হয়। ঘোড়াও ঘামি গেইচে। দোনো-এ অচল। কুঙর একটা দিঘী পাইলে। জল তার ফটিকের কওয়াঁ। কুঙরের মন তুষ্ট হৈল। ঘোড়া হাতে নামিল। একটা গছত ঘোড়া বান্ধিল। সাজু থুইয়া ঘাসের উপরত বসিল। ঝসে তেঞো প্রাণ যায়। দিঘীত নামি ছিন্নান করিল। উপরত উঠি ভিজা বস্তর ছাড়ি শুকনা বস্তর পিন্ধিল। ইদি চানও উঠিছে। উপালি জোনাকে বাড়ী ঘর, গছবীরু, ঝাড় জঙ্গল ঝক্ মক্ করি তুলিছে, সির্সিরা বাতাসে নড়াচড়া ভালত্ ভাল জঙ্গলি ফুলের উপর পড়ি জনি জঙ্গল খানক হাসেয়া তুলিচে। কুঙরের নিজ বাড়ীর দুই জায়পুতে বেরা ফুলের বাউক্চাতো অধিক শোভা। বাতাস লাগি কুঙরের সর্ব্বাঙ্গ হিলহিলা হৈল। মনের উল্লাসে কুঙরের মুখ দিয়া সুরধরা ছিল্কা বিরাইল।

'দিগ্ঘী সে সরোবর, চন্দ্রে সে দীপ।
ভাই সে বান্ধব আর তিরি সে রসিক।।'

মনত খোয়া ছিল্কা এ্যাকবার কয়, দুইবার কয়, তিনবার কয়; বারে বারে কয় তেঞো হাউসে না মিটে; কিজানি এক অপূরুব বস্তু।

ওপারে এ্যাকজন গিরির বেটী দিঘী হাতে কলসী কলসী জল তুলি পাহাড়ের নামাত রোয়া শেমাস দুধকুসি কৈল্যার গছত ছ্যাকির নাগ্ছিল। ছিল্কাটা বারে বারে শুনি তার আর সহ্যে না হৈল। কোর্দ্দ করি কয়া উঠিল-

"কোন্ বা বরবরে কয়;
চাইর্টা কথার এ্যাকটাও নোঞায়।

কথা শুনি কুঙর তম্ভিত খাইল। মুখ ফিরি দেখে ওপারে এ্যাক কন্যা তার ধুলপুশুরী গাওদি রূপের ছাটা ফুটিয়া পড়িছে। থতমত খায়া কুঙর কন্যাক পুছ করিল—যদি চাইরোটা নোঞায় কথা, হয় কথা তে কি ? গিরির বেটী উত্তর দিলে ঃ—

"মেগ্ঘে সে সরোবর, আঙ্খি সে দীপ।
বাহা সে বান্ধব, অন্নে সে রসিক।।"

কুঙর কৈলে তাঞে কেমন, —গিরির বেটী পরি উত্তর দিলে, ঃ—

এই আছে দিঘী, কয়জনাক ঠান্ডা করে ? যাঞে আসি উয়াত গাও ধোয়, যাঞে আসি উয়ার জল খায়, যাঞে আসি উয়ার জল নেয়। উপরের বিরিখও উয়ার জল না পায়। আর উয়ার জল আইসে কোটে হাতে ? মেঘ হাতে। দেওয়া মেঘ নাগাইল, জীবজন্তু শীতল হৈল। মেঘে বস্‌সিল, বস্‌মিতা ঠান্ডা হৈল। খাল, খন্দক, ডারা নদী ভর্ত্তি হৈল। গছ-বিরূ চিয়া চিয়া উঠিল। জায় জিরাইত শাক পিতাইর মেঘ বাড়নে বাড়িয়া উটিল। মানুষ-পকী-পশু সব্বারে জিউ আসিল। সমস্ত যাঞে জল দেয়, সবাকে যাঞে শীতল করে, তাঞ সে সরোবর।

মেঘের যাঞে মেঘ, আর মেঘক যাঞে মেঘ করিছে, মেঘত যাঞে সব্বারে জীউ থুইছে, তাঞে সে সরোবর।

তিরি রসিয়া রস দেয়, যদি থাকে তোমার রস। তোমার রস থাকে—যদি থাকে তোমার ঘরত ভাত। ঘরত না থাউক ভাত, মন্‌তো নাই সুক, জ্বালা জন্থনায় চঞ্চল চিত। রস কেনে লউদও শুকায়। সেলা কি তিরি তোমাক রসাইবে, তারে নাই রস। ঘরত থাউক ভাত, পেট তুষ্ট থাউক, হিয়া থাকিবে ঠান্ডা, রস আপনি ছঞ্চরিবে নিজিরি নিজিরি পরিবে। তিরিও সেলা রস দিবে, সংসার জুড়ি সব্বার রস বাড়িবে; সর্ব্বাঞে তোমাক রস দিবে— আনন্দ দিবে— সেই কঞো, —অন্নে সে রসিক। অন্নক যাঞে অন্ন করিছে, অন্নত যাঞে সমস্ত রস, সমস্ত আনন্দ থুইচে, অন্নের যাঞে অন্ন, তাঞ সে রসের রস; তাঞে সে রসিক, তাঞে সে আনন্দ।

অলপ্ অলপ্ নীয়রী পাতত জোনাক পড়িচে। হিলহিলা বাতাসে নড়ি চড়ি পাতারিগুলা জনি পুল্কির ধরিচে। তিন্নকুটাকোনাও দেখা যায়, এগুলা দেখে কাঞে, তোমার আঙ্খি। ফুলের মহমহ বাস পকী পয়ালের কোরহাল সোঙ্গে কাঞে ? নাক। শুনে কাঞে ? কান। দ্যাখে-শুনে-বুঝে-তোমার ইন্দ্রি, তোমার আত্‌মা পুরুষ। আঙ্খি না থাউক, ইন্দ্রি না থাউক সেলা হাজার চান উটুক, হাজার সুরুজ জ্বলুক, কিছুই না দেখাইবে, কিছুই দেখা না যাইবে, সে কঞো-আঙ্খি সে দীপ।

আঙ্খির যাঞে আঙ্খি; আঙ্খি যাঞে আঙ্খি করিচে, ইন্দ্রিক যাঞে ইন্দ্রি করিচে, ইন্দ্রির যাঞে ইন্দ্রি, তাঞে সে জগৎ হাসায়; তাঞে সে জগৎ ভাসায়, তাঞে সে জগৎ দীপায়—তাঞে সে দীপের দীপ।

তোমার ভাই তোমাক সুক্কে সামগ্রী দেয় ছেন্‌হ করি ! কতএ বা তাঞে দিবে ? আর সেই ছ্যান্‌হও কমিলে আদরও কমিল। কেনে বা সেই ছ্যান্‌হ বাড়ে আর কমে তারও নিন্নয় নাই। আর ভাই যতএ দেউক তাত কি তোমার বল ? ভাই তোমাক সেলা যাক দিবে, তাক সে সেলা তোমরা খাইবেন ! সেই কি তোমার খাওয়া ? ঘরত বান্দা গরুও অমন খায়। তোমার বাহাত বল থাউক, ছরদ চলুক, কাম কাজ করির পারেন, তোমার হাউসের সমস্ত বস্তু আপনে মিলিবে,

আপনে আসিবে; আপন বলে সৌগ জানিবেন। কতজন কত বস্তু আনি আদরি দিবে। সবাঞে সেলা বান্ধব। আপন বলে ভুঞ্জিবেন, আপন বলে পরাক ভুঞ্জাইবেন—সেই সে খাওয়া, সেই সে পৌরস। ছরদ না চলুক কাঞোএ তোমাক গণ্য না করিবে। সেই কথায় কয় ঃ—

'ছয় ছরদ ছয় ভাই, তাবৎ বান্ধব তাবৎ ভাই।
ছয় ছরদ ছয় ভাই, তাবৎ বত্তন তাবৎ খাই।।
সেই কঞো, —বাহা সে বান্ধব।'

কথা কয়া গিরির ব্যাটী বাড়ী গেইল। কথা শুনি কুঙর আপনা আপনি ধিক্কার খাইলেক।

কন্যার লাগি বড় ছদ্ধা-রতি হইল। ঘোড়াত চড়ি কন্যার বাপ পাহাড়ভাঙ্গা গিরির চাপ চেকোয়ার দি ঘিরা গুয়া নারিকেল নানান গছগাছালি-অলা বাড়ী গেইল। ঝাড় জঙ্গল ভাঙ্গি বাড়ী করিছে বলি গিরির নাঞো পাহাড়ভাঙ্গা।

চাইর্টা গোয়াই; দুইটা বড় ডারী ঘর, হ্যাটে-উপরে তামাকুতে ভর্ত্তি চাইরটা গোলাঘরের ছাইঞ্চা থাটী পাকা তামাকুতে ভরা নয়া কাটা তামুক এলা কোনটে শুকির দেওয়া যায় দুইজন কিস্সান এই কথা ভাবা-শুনা করির ধরিচে আর এককমরি কাচলি রঙ্গের পাতত সেন্দুরের ফোটার মত কোসা পরা তামাকুর থুকি চিরি শুকির দিবার ধরিচে। এমুনসবে কুঙর উপস্থিত হইল। অতিথি দ্যাখি আদর করি বসির দিলে। বাড়ীতে মাছ তরকারী, দুধ দই দিয়া পরম সন্তোষ করি খাওয়াইলে। আগুনের ভয়ে পাহারা থাকির নাগি বাহিরে চালাম পাতিচে, তার তলত বসি আল্লাপ লাগাইলে। দোনোয় দোনোরে পরিচয় পাইলে। কুঙর কন্যাক বিয়াও করির চাইলে। কুঙরের মন বুঝি পাহাড়ভাঙ্গা বিয়াও দিলে। কন্যা পাত্রক যাবার সমে তালের পাত লেখি যৌতুক দিলে-

"ছয় ছরদ্ ছয় ভাই।
ইয়াত বাড়া বান্ধব নাই।"

নাদিম পরামাণিকের পাঠা

বাওচাল্লি পরগণা, বাওকান্দা গাঙো; সেই গাঙোতে এক ঠকের বসতি; নাঙো তার নাদিম পরামাণিক!

নাদিম পরামাণিক বড়এ ঠক্, বড়এ দেওয়ানিয়া, বড়এ নিঞাইচুঙ্গি; নিঞাইর জোরে হক্টাক্ বেহক্, বেহক্টাক্ হক্ করে, সছাকে মিছা, মিছাকে সছা বানায়, মিছা সঁছায় বাওকান্দা

কাজিয়া লাগেয়া দেয়, আপনার মতলব সিদ্ধি হইলে তাক্ উড়িয়া দেয়। চৌপাশের লোক আসিয়া নাদিম পরামাণিকের ঠাঁই মামলা মোকদ্দমার পরামর্শ নেয়। পরামাণিক সছা মিছা কথা কয়া মানুষের টাকা খায়। কারো টাকা এ্যাকবার নিলে আর ফিরিয়া দেয় না। নিঞাইর জোরে উড়িয়া দেয়। সেইজন্যে তাক্ লোকে কয় নাদিম পরামাণিক।

যে ঘরত বসিয়া নাদিম পরামাণিক মামলা মোকদ্দমার পরামর্শ করে সেই ঘরত নাদিম পরামাণিকের একটা পাঠা শুতিয়া থাকে। পরামর্শ শুনে, খানিক খানিক করিয়া পাঠাটা খুব বড় হয়া উঠিল, ঘড়ের রোঞা মাটিত পড়িল, কপালের রোঞা ফুলিয়া উঠিল, চৌক পরায় ঢাকিয়া ধরিল। দাড়ি মাটি-ছেচুড়ি যাওয়া হইল। ধওলা আছিল রং; পানপাংশা হয়া গেইল। শিং দুইটা বড় বড় চোখা চোখা যেন হীরার ধার। গাওয়ের গন্ধে নিকটে তিষ্ঠা ভার, যে দিয়া যায় ঘাটার দুই পাক মহিত করিয়া যায়। পাঠার ডাকও বদলিয়া গেইল; অজানা লোকে শুনিলে বুঝিরে পারে না কিসের ডাক। দেখিতে শুনিতে পাঠাটা অদ্ভুত হইল। গাওঞালা লোকে সবাঞ বলে ওটা নাদিম পরামাণিকের পাঠা।

পাঠা এ্যাকদিন আনন্দ মনে ঘাস খাইতে খাইতে অরণ্ জঙ্গলে ঢুকিল। নরম সোয়াদি ঘাস খায়া মন মজিয়া গেইল; দিন গেইল সঞ্জা হইল, সঞ্জার পর মুখআন্দারি ঘুচিল, পাঠা তেওঁ টেরে না পায়। রাইত হইল, বেজায় আন্দার চৌদিক ঘিরিয়া ধরিল্। পাঠা আর বাহির হবার দিশা পাইলেক না, পথ চিনিলেক না। ঘুরিয়া ফিরিয়া কি একটা জন্তুর শুতি থাকা, চাইরদিগে জঙ্গলের ঘিরা, মধ্যে ঘাস মরা, ধুলিটি একটা নোটাই পাইলেক। সাতপাঁচ ভাবিয়া পাঠা সেই নোটাইটাত শুতিয়া থাকিল।

বহু রাতি গেইল; নিশারাতি । উসুম পায়া পাঠাক নিন্দে ধরিছে। কিন্তুক ভয়ে চিন্তায় পাঠা নিন্দে যাবার পারে নাই। হেনকালে সেই নোটাই ওয়ালা চিতিয়া বাঘ আহার করি ফিরি আসিল। আসি দেখে, বনেতে কি একটা অপূর্ব্ব জন্তু।

পাঠাও দেখিয়া ধুড়্ মুড়্ করিয়া উঠিল। সাটোক্ ধরি খাড়া হইল। মাথা লাড়নে, শিং চোখানিতে চউক্ দুইটা য্যান চান্সুরুজ জ্বলিবার লাগিল। গালার গরগরি,পাও দপ্দপানিতে ভৈচাল যাবার লাগিল। অজভূতাং জন্তু দেখিয়া বাঘ অন্তারাস খাইলেক। মনের ভাব গোপন করিয়া কত কষ্টে থির থাকিয়া পুছ করিলে,–

নেম্ নেম্ দাড়ী ভোক্করম দাশ ।
আজি কেন তোর অরণত্ বাস ?

পাঠা বুঝিল বাঘ তো ভয় পাইছে। উত্তর দিলে ঃ–

শুন রে শুন-

হাত্তী মার্‌নু ঘোড়া মার্‌নু আরো মার্‌নু, শেশা।
চিতিয়া পাকড়ার বাদে অরণত্ করচুঁ বাসা।

অরণত্ এটে আসিয়া
মৈষ খাচুঁ গাড়া খাচুঁ নাই মিটে মোর আশ।
চিত্তিয়া পাকড়াক্ খাবার বড়এ হাবিলাশ।

শুনিয়া বাঘের জিউ উড়িয়া গেল, নেঙ্গুর তুলিয়া দিলে দৌড়; দৌড় দৌড়, পাছ ফিরিয়া তাকায় না। দৌড়াইতে দৌড়াইতে বহুত দূর গেল, বাঘ আগ পাছ দেখিয়া একটে ঝোপের তলত বসিল। গাও ঘামিয়া গেইল, জিবা বিরাইল। হ্যাক্‌হেকানি পাঞ্জার যেন ভাঙ্গিয়া যায়। কাইন্ঠাতে আছিল ধূর্ত্তরাজ শিয়াল, বাঘের অবস্থা দেখিয়া ভাবিল, কোন্টে বা আজি বাঘ পিট্টাও খাইছে। ধীরে ধীরে বাঘের নিকট যায়া দন্ডবত দিয়া কইলে, – "ঠাকুর এত রাগ কার উপর"।

বাঘ শিয়ালের ভিতি আর চায় না, খালি কয়,–

"নেম্ নেম্ দাড়ী ভোক্‌করম দাশ"

শিয়াল আরও পুছ করিলে বাঘ আরো বেশি ব্যাস্ত হয়া সেই উত্তর করিল। শিয়াল শ্যাষে বুঝির পাইল "নেম্ নেম্ দাড়ী" নাদিম পরামাণিকের পাঠা। চিনির না পারিয়া বাঘ ভয়ে পালেয়া আসিছে। শিয়াল মনে মনে হাসিল, এ কথায় সে কথায় সাহস্ দিয়া বাঘক কিছু ঠান্ডা করিলেক। ধীরে ধীরে পুনরায় কৈলে,–ঠাকুর ওটা ছাগল-পাঠা, নাদিম পরামাণিকের পাঠা। ভয় কি, চলেন যাই, উয়াক মারিয়া খাই। বাঘ কৈলে,–তুঞি ত জানা শুনা ধূর্ত্ত। শিয়াল কৈলে–নিশ্চয় ওটা পাঠা, চলেন সঙ্গেই তো থাক্‌মো-এ। বাঘ কইল,–হুঁঃ আরো তুঞি শিয়াল ক্ষুদ্র লোক; তুঞি ত থাক্‌বু পাছত পড়িয়া। আর কাজের বেলা তোর মত লোক শিয়াল দেখিলে আগায়, বাঘ দেখিলে পাছায়। বাঘ ত সেলাও ভয়ে অস্থির। শিয়াল ত জানা শুনা ধূর্ত্ত। উয়ার কথা আর পাইতায় কঞো। বহু কইতে বুলিতে বাঘ মানিল। শিয়াল যায় আগে আগে বাঘ যায় পাছে পাছে। যাইতে যাইতে শিয়াল মনে মনে ভাবে বাঘ' ত বড় মানষি', আজি বিপদে ত পড়িছে কাজ্জ সিদ্ধির জন্যে মোর নাকান গরীবের আদর করে, কাজ্জ সিদ্ধি হৈলে কাইল ঘুরি বসিবে সেলা আর উয়ার কাইন্টা যায় কাঞো? মোর বুদ্ধিতে পাঠা মরিবে কিন্তুক পাঠা মরিলে বাঘ পাঠা নিয়া কোন্‌ঠে যায় তার ঠিকেই নাই। মোক' ত কিছুই দিবে না। হঠাৎ একখানা এলুয়াখেড়বাড়ী পাইলে; ডাসা এলুয়া খেড় দেখিয়া শিয়ালের বুদ্ধি জুটিল। ঘুরিয়া বাঘক কৈলে ঠাকুর,–চিন্তা কেনে ? হামরা তোমার চিরদিনের গোলাম। তোমার নুনপাণি খায়া এই শরীল। তেওঁ যদি বিশ্বাস না হয় একটা কাজ করেন। এলুয়াখেড় তুলি শক্ত কছুড়ি পাকাই। এক মাথা তোমার গালাত আর এক মাথা হামার কমরোত নাগাই তা হইলে ত আর হামার পালেবার উপায় না

থাকিবে।

বাঘ ভাবিল বেশ; তা হইলে শিয়াল আর পালেবার পারিবেনা। কৈলে–'আচ্ছা'। দুইজনে এলুয়াখেড় তুলিয়া দড়ি পাকাইল। এক মাথা বাঘের গালাত আর এক মাথা শিয়ালের কমরোত নাগাইলেক। শিয়াল আগে আগে বাঘ পাছে পাছে যাবার ধরিল।

কতক্ষণ পরে নোটাইর নাগাল পাইলেক। দূর হাতে পাঠা দেখিয়া বুঝিল, শিয়াল বাঘক ফিরিয়া আনিছে। পরিচয় পাইলে ত আর এবার রক্ষা নাই। শিয়াল কোন কথা কবার আগোতেই ভোক্‌রম দাশ শিং চরকার নাকান ঘুড়িবার নাগিল, পায়ের দাপানিতে ভূমি কম্পমান করিল। ক্রোদ্ধে সর্বশরীল থর থর কাপেয়া গর্জ্জিয়া উঠিল-

"ওরে পাজি ধূর্ত্ত শিয়াল, –
কাইল গণিয়া দিনু তোক হাজারটা বাঘের কড়ি।
আইজ আনুল তুঁই একেটা বাঘ গলাত দিয়া দড়ি ?"

উঃ কি ফন্দি ! শুনা মাত্র বাঘক চন্দিরা নাগিল। ঝাপ্তিতে ঝাপ্তিতে কাটা বাড়ী খোচা বাড়ী দিয়া জিউ পরাণ মারি বাঘ দৌড় দিলে শিয়াল ছ্যাচুরী খাবার নাগিল। আইলত নাগে আর শিয়াল চিক্কিরী চিক্কিরী উঠে "আইল রে আইল;"

পাছে বুঝি ভোক্‌রকম দাশ আইসে ভাবিয়া আরো জিউ পরাণ মারি দৌড়ায়। অবশ্যাষে এলুয়ার কছুড়ি ছিড়িয়া গেইল বাঘ দেশ ছাড়ি পালাইল, শিয়াল পড়িয়া রহিল।

ক্ষণেক পর শিয়াল কিছু সুস্থ হইল। মনে তাও উঠিল, উঃ নাদিম পরামাণিকের পাঠা কি চালাক রে। আচ্ছা, শিয়ালের আগত তোর এ চালাকী খাটে না এই ভাবিয়া হোয়া হোয়া শব্দ করিল। কতকগুলা শিয়াল আসিয়া জুটিল। ধূর্ত্তরাজ সবাকে পাঠার কথা কৈলে, সব শিয়ালে পাঠার ঠ্যালা জানে, সকলে জুটিয়া কৈলে, চল উয়াক এত দিনকার পত্তিফল দেই। সবাঞে পাঠাক ঘিরিয়া ধরিল। ধূর্ত্তরাজ আগেয়া যায়া কৈলে, আরে ভোক্‌করম্ দাশ এলা? এবার বাঘ নাই তামান্ শিয়াল ইম্‌রা, জানাবলা শত্রু; ইমার আগত ভয় ভরম খাটে না। এই ভাবিয়া পাঠা হাসিয়া কইলে, "ভাই সংসারের ধারায় এই–"যার জন্যে করোঁ চুরি তাঞে কয় মোক চোর।" ধূর্ত্তরাজ কইলে, সে কেমন। পাঠা কইলেক, তায় শুন, সক্কলে শুন; আজ দশদিন হৈল মোর মাও মরিবার। কাইল হৈবে তার ছারাধ্। মাও জননী এই সংসার দেখাইলে। লোকে মাও জননীর জন্যে কতএ কি করে, কতএ দান, কতএ ধিয়ান করে,কত খোয়ায়। কিন্তুক মোর কিছুই নাই। থাকির মধ্যে আছে ক্যাবল এই শরীলটা, মাওএর রক্তের দেহা মায়ের দুধ খায়া বড় হইছে। এই দেহাত কত সুখ ভোগ করনু; কি দিয়া মায়ের দুধের ধার শুধিম, ভাবিয়া ভাবিয়া ঠিক করুছুঁ মায়ের দেওয়া এই দেহাটা মায়ের জন্যে দিম। আর–তোমরা শিব ঠাকুরের ভক্ত। তোমরা এই

শরীলটা খাইলে মায়ের মোর স্বর্গ লাভ হইবে; মুঞিও কৈলাস পাইম্। এই ভাবিয়া তোমাক নিমন্ত্রণ করিবার বাদে এই জঙ্গলেত আসিয়া আছোঁ। বাঘ খাবার আসিছিল, ধুর্ত্তরাজ জানে কেমুন করিয়া তাক্ খ্যাদেয়া দিনু। তোমারে জন্যে এত ভাই, তোমারে জন্যে এত। যে হউক ভাই দয়া করি নিমন্তন ন্যাও।

ধুর্ত্তরাজ খানিক থাক্কা খাইলে, সবাঞ পরামর্শ করিয়া থির করিল; যেই কউক পাঠাক আর ছাড়িয়া দেওয়া হৈবে না ! ধুর্ত্তরাজ ভোক্করমদাশক কৈলে—যেই কহ তোক্ আর ছাড়ি দিম না। ভোককরম দাশ কইলে মুঞিও ছাড়ি দিবার না কওঁ তোমরা মোক্ ঘিরি থাক; জলের মধ্যত যায়া ক্যাবল তর্পণটা করিয়া নেওঁ। শিয়ালগুলা বল্লে ক্ষতি কি? পাঠা যায়—শিয়ালগুলাও পাঠার চৌদিকে ঘিরিয়া যায়। একটা কুড়াঁ পাইলে, ধুর্ত্তরাজ কইল, – "এইত জল।" পাঠা কয় এ জল ঘোলা তর্পণ চলে না। আর একটা জল পাইলে, এটাত পদ্ম নাই বুলিয়া পাঠা ছাড়ি গেল। এমন করিয়া ৫/৬ জল ছাড়িয়া পরে একটা কুড়াঁ পাইল্।

ধুর্ত্তরাজ কইলেক ভোক্করমদাশ এইটে তর্পণ করিস্ ত কর। হামরা আর আগামো না। ভোক্করমদাশ দেখিল শিয়ালগুলা কিছু উষ্ম হৈছে। আর অধিক ভাল নোঞায় আর আগেবার কাজ নাই। এই কুড়াত তর্পণ ভাল হইবে। কিন্তুক ভাই তর্পণের সমে হরির নাম কীর্ত্তন চাই ! তোমরা হরের ভক্ত। হরিহর এক আত্মা। তোমরা মোর চারিদিগে ঘিরিয়া হোয়া হোয়া করি হরক বা হরিক ডেকান। মুঞি মা মা বুলিয়া তর্পণ করোঁ। তর্পণ হউক তোমরা মোর এই পাপ দেহা খায়া মাওক মোর স্বর্গে, মোক কৈলাসোত পাঠান। 'আচ্ছা', কয়া শিয়াগুলা চৌপাশে ঘিরিয়া থাকিল। ভোক্করমদাশ ক্র্যামে ক্র্যামে গহিন জলত আসিল । "ম্যা ম্যা" ডাক ক্রমে বড় করিল; শিয়ালরা হোয়া হোয়া ডাক ছাড়িল। গিরি পাড়ার কুক্কুরগুলা চৌদিয়া আসিল, গাইরস্তেরা ঠেঙ্গা নিয়া আসিল। শিয়ালগুলা পালেয়া গেইল, ভোক্করমদাশ নাদিম পরামাণিকের বাড়ী গেইল।

জগন্নাথী বিলাই

ভাটী রাজ্যত্ এ্যাকটা গাঙো; নাঞো তার ধূর্পা নন্দী। কাঞো কাঞো তাক্ ধূত্তানন্দীও কয়। সেই গাঙোত আছিল এ্যাকটা ওন্দা বিলাই। বিলাইটা বড়য় নুঠারু বড়য় চাতুর। – ঢাকি থোয়া আনাজ খায়, আঁওতা মাছ শুক্টা খায়। ঝোকত তোলা দই খায়। যেটে যেখান পায়, সেটে তাক্ খায়; আর মুখ মুছি এমন সাটামসুটুম হয়া থাকে যে, উয়াক দেখি মনে না হয় উঞায়

খাইছে। বিলাইটা যুঝারুও কম নোয়াঁয়। আর একটা বিলাইক মাছ শুক্টা খাবার দেখিলে তার সাথে মহাকুরপান্ডো নাগায়, বাড়ী হাতে তাক্ খেদেয়া দেয়। ক্রেমে ক্রেমে বিলাইটার উবদারু বাড়িল। চ্যাঙ্গরাগুলা টের পাইলেক। ফান পাতি বিলাইটাক ধরিলেক, মনের তাও মিটি ডাঙ্গাইলেক; আধামরা করি তিন দিন উপাস বান্ধি রাখিলেক। তারপর দিনা একখান শুক্টার মালা কৌতক করি বিলাইটার গালাত শক্ত করি পিন্ধি দিলেক। বিলাই শুক্টা খাবার চায়, খাবার না পারে; পাঞো দি ছিড়ি ফেলেবার চায়; ছিড়ি ফেলেবারও না পারে। বিলাইর তামসা দেখি চ্যাঙ্গরালা মাটিত পড়ি পড়ি হাসে। পাছত বিলাইটাক একটা ছালাত ডুবিয়া দুইজন চ্যাঙ্গরায় উবিয়া বহুদূর নিগাইল। একটা অজানা জাগাত্ বিলাইটাক ছাড়ি দিয়া বাড়ী ফিরি গেইল।

বিলাই বড় অনদিশাত পৈল। বেদেশ-বেভুঞি; কোন্টে কি, কেছুই না জানে। চৌদিনিয়া উপাসী শরীল; প্যাটের ভোক মাথাত উটিচে; গাওতোও নাই বল। কি করে? কোটে যায় ? চাইরোদি ধানবাড়ী, মাঝে মাঝে এন্দুরের খাল। কিন্তু একে শরীল দুবলিয়া; তাতে গালাত শুক্টার মালা। ধানবাড়ীর ভিতির দিয়া যায় কেমুন করি? –আইলের গোরে গোরেও এন্দুরের খাল আছে; আইল দিয়া যাওয়াও ভাল; ভাবিচিন্তি বিলাই আইলধরি যাবার ধরিল। বিলাইক দেখি এন্দুর পালেবার লাগিল। বিলাই কিন্তু আর কারো দিগ্গে ফিরি না চায়; হ্যাট মুকে হরিনাম জপিতে জপিতে ধীরে ধীরে যায়। একটা এন্দুরের বাচ্চা মুকের আগত্ পৈল। বিলাই পাঞো দিয়া আলগোতে তাক্ সারে থুইয়া "প্রভু জগন্নাথ" – "প্রভু জগন্নাথ" জপিতে জপিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেইল। আজঘট কান্ড দেখি একটা এন্দুর অচক্ খাইলেক; দূরহাতে পুছ করিলেক।

ওরে বাগামুয়া এন্দুরের যম;–
গাও কেনে তোর হ্যালা-ঢুলা
মুক কেনে মইলান।
মুকের আগত্ ব্যাড়ায় এন্দুর
ধরিয়া না খায়েন্।।

বিলাই খাড়া হইল। খানিক ধিয়ান ধরি থাকিল। "তারান্ দেওহে দীনবন্ধু" বুলি এ্যকটা দীগ্লা নিশ্বাস ছাড়ি উত্তর দিলেক;–

ভাইরে,–
লম্প ঝম্প সৌগ্ এ্যালা এ্যালা করিছি দূর।
গালাত শুক্টার মালা না খাই এন্দুর।।

এন্দুর ফিরি পুছিলেক–ওটা আরো কি ? শুক্টার মালাখান কেনে ?

"পতিতপাবন দীনবন্ধক হে" বুলি দীগ্লা নিশ্বাস ছাড়ি, বিলাই পড়ি উত্তর দিলেক।

এন্দুর ধেন্দুর মারি বহুত করিছি পাপ।
গালাত দিয়া শুক্টা মালা চল্‌ছি জগন্নাথ।।

এন্দুর কইলেক--এন্দুর ত তোমার খাইদ্য বস্তু, তাক্ খাইলে আর পাপ কি? বিলাই কইলেক--ভাই কি আর কম। সবাঞে কৃষ্ণের জীব; হিংসাত বড়ি পাপ নাই। আগে বুঝিলে আজি আর এ দশাটা হইল না হয়। আগের কথা মনে উঠিলে অন্তরাত্মা কাম্পিয়া উঠে। আর দুঃক্‌খে বুক ভাঙ্গিয়া যায়। আর যেলা কোন চ্যাঙ্গরায় গান ধরে--

মনে বড়য় দুক্,
মোর সকিরে,--
চিতে বড়য় দুষ্ক।।
নদীরে দরঙ্গের মত,
ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক,
মোর সকিরে--
মনকে বুঝাইয়া কম কত।।--

মোর বুকের ভিতর যে কি ঘোছ্‌ড়ানি কি কড়কড়ানি কি মট্‌মটানি, তাক্ কবারে না পারোঁ। আর যদি ধিক্ বেলার সমে দরঙ্গভাঙ্গা সোতাল নদীর পারত কোন চ্যাঙ্গরাক্ মনের খেদে নোলা নোলা সুরে ঐ গানটা গবার শুনো-- সেলা যে কি হঞো। --ঘটত্‌মোর জিউ থাকে, কি না থাকে--কবারে না পাঞোঁ, ভাই কবারে না পাঞো। মোর যে সকিও নাই। উন্মীলিউন্মীলি উটা দুষ্ক কাক বা কঞো? সেই ভাই--

না বুঝি করিছি পাপ।
এ্যালা বুঝি তার মনস্তাপ।।

ভাবি চিন্তি দেখি পাপের মূল লোভা তাক দমন করিবার বাদে লোভান দব্ব্য শুক্টা দি হরিনামের মালা করিচি, সংসার ছাড়ি চলিছি। তারান দেওহে দীনবন্ধু পতিত পাবন!

বিলাইর চউকের জল টলটলা হইল; গালা গদ্‌গদা হইল;--কথা বিরায় না, চুপ হইল। এন্দুরক খেয়া নাগিল। খানিক কাইন্টা যায়া কইলেক,--হরি তোমাক তারান্ দেউক; হরি তোমার বুঝ ভাল করিছে। তোমরায় সাধু, মনের দুষ্ক কি আর হামাক্ কওয়া না যায়? বিলাই কইলে-- মনের দুষ্ক বুঝিচেন,--চিত্ ঠান্ডা করিলেন; মনের দুষ্ক কয়া কি করম? কাঞো কি পইতায়, কথায় কয়--

চোরের মন বোক্‌চাত্

আর যে এই ধিয়ান ধরা হরিনাম জপ ইয়াক দেখি মনে হইবে "মুকমোঞ্জা বিলাই এন্দুর মারির যম"--এই কথা কয়া বিলাই আর দীগ্‌লা নিশ্বাস ফেলাইল; যাবার জন্য ধীরে ধীরে পাঞো

বাড়াইল। –সাধুক আর কাঞে অমান্য করে ওকথা শুনে, এই কথা কইতে কইতে এন্দুর বিলাইর মুকের আগ গেইল। আর বিলাই তেক্ষণে "ঙো" "ঙো"–করি এন্দুরক কামড়ে ধরিল। –কাইন্টাতে আছিল এন্দুরানী। মাটিত ঢলি পড়ি হাসিতে হাসিতে কইলেক–তোমার জাইতেরে ঐ ধারা, ঐ জন্যে–মোক তোমার কাইন্টা যাবার না মনায়। এত বড় সাধু বিলাইটা আদর করিবে তাতও ঐ এন্দুর মারা "ঙো"। কথায় কয় ঃ–

মরি পুড়ি ছাই হয়।
তেঞা না ছাড়ে জাতের ক্ষোয়।।

"ঙো"–ছাড়ি "আঁ"–করিবার শক্তি নাই। " আঁ" করতো ভয় পালাউক; সব্বাঞে আসি সাধুর চরণের ধুলা নেউক। বিলাই ভাবিল,–খালি "আঁ" করা আর বহুত এন্দুর ধরা একে কথা।

বিলাই–"আঁ" করিলে,–বিলাইর মুক হাতে এন্দুর মাটীত পড়িল। তুরবুরি খাল সোন্ধাইল। এন্দুরনীক কৈলেক। সাবাস্,–এন্দুরনী সাবাস্। ভালে কছিস ; কথায় কয় ঃ–

যার যেকেনা জাতের ক্ষোয়।
জুইএ না ছোবে জলে না ধোয়।।

বুড়ির বুদ্ধি

এ্যাকেনা আছিলো বুড়ি। উয়ার বেটাপুতা নাতাগতা কাহয় নাই। উয়ায় মানষির বাড়িত বাইচাভুকিয়া খায়। এংকরিয়া বুড়িটা পেটভাত জোগায় আর কণেক কণেক জমায়। জমাইতে জমাইতে দুইতিন বোড়া চাউল জমা হইচে। ঐ টারিত আছিলো একটা নামিক্কর চোর। উয়ায় কেংকরি ভানি বোধ পাইছে যে বুড়ির ঘরত ঢ্যাল্লা চাউল গোটো হইচে। হিদি বুড়িটাও চোরের নানান আলেছালে বাড়িত আইসা দেখিয়া বোধ পাইলেক তে উয়ার ঘরত চোর সোন্দেবার পারে। ঐ তালে একদিন বুড়িটা অগলবগলের মানষিগিলাক যায়া ফাসারফুসুর করি কইল, 'বাহে, হ্যার হিতি একেনা কথা শুন্। চোরটা কিন্তুক নানান আলেছলে মোর বাড়ির বগল চাপির ধরিছে। দিনতে আসিয়া মাসি মাসি করি ডেকায় আর ঘরের না মোখাগিলা দেখিয়া যায়। মোর কিন্তুক বায় ভাল নাগির ধচ্চে না।

সগায় কইল বুড়ি তুই হাতাশে ডাইল হইস না। আমরা আছি–'তে বায় তোমরায় মোর বাপভাই। মুই যেদু চেচা-বকরা করং তা হইলে স্যাট্টাও করি নাঠি ঠেংগায় আইসেন।'

সগায় কইল, যামু তো। চিকিরিলে যামু। বুড়িটা সেলাসেনে উকাস পাইল।

বুড়িটার আছিলো একটা হৈন্না ধুদি ছাগল। একদিন ঐটায় গেইল হারেয়া। গোটায় দিনটায় হাপসিয়া অনষাইতে অনষাইতে ঝসিকসি নালকাল হয়া যেলা ধুদিটাক পাইলেকসেলা মলমল আন্ধার—মুখ-আন্ধারি। বাড়ি আসিয়া চাঙ্গেরার খুটিয়াত ছাগলটা বান্দির যায়া বুড়ি যাক দেখিল তার হাতাশে জিউ গেইল উড়িয়া। মোখাকাটা তো দূরের কথা দিনতে চোরটা চাংরার তল সোন্দেয়া কোকোরসোকোর হয়া আছে।

বুড়িটা সেলা ভাবির ধরিল কি করিম আর কি না করিম। এলায় যেদু চিকিরাচিকরি করং চোরটা কোয়ারি ভাঙ্গি পালান দিলে বুড়ির কোনয় করিবার নাই। যে দামদিরস্ত লোক। বুড়িটা চিকিরাচিকিরি না করিয়া হাতপাও ধুয়াপাখেলে কটকটকরি কোয়ারিখান দিয়া আসি শেষাখানত দেহা কড্ডে দিল। আর মোটাগালায় নিজে নিজে কবার ধরিল, 'এই একটা মড়ার ছাগল। ভগ্বানে দিচে না নাই চাইরখান ঠ্যাং দিনদুনিয়া কোনয় নাই, খালি বেড়ানি আর বেড়ানি। ইয়াক অনষাইতে অনষাইতে মোর বাপকালিয়া আক্কেল হইল। কি একটা পাপ করিচুংরে বাবা এইমতন ধুদিটা মোরেঠে আসিয়া জুটিছে। না করং আর খানদান। এই দেহা কড্ডে দিনুং ....। চাংরাখান ক্যাড়েৎ করি উঠিল। চোরটা ভাবির ধরিল বুড়িটা যোগোৎ-যাগাৎ নিন গেইলে মোক আর কায় পায়। বুড়ির কিন্তুক চখুত নিন নাই। উয়ার চিন্তায় চিন্তায় মাথার চান্দি উড়ি গেইচে। হ্যান সময়ায় বুড়ির মাথাত বুদ্ধি ভুটকাইল। বুড়ি শিতানের আগোত ঠগাৎ গছাটা থুইয়া কবার ধরিল—

—'বাতিরে বাতি, এ বাতি। বায়রে তুই আজি ক্যানে ভানি রাও এ না করিস। গোসা হচিস হেনা।' বাতি কি আর কথা কয়। চোর চাংরার তলত ভাবিল বুড়ি বোধায় বাতির নগদ নাগার গল্প করে। বাতিটা বোধায় হুকারিও দেয়। হিদি বুড়ি আরো কবার ধরিল—'বাতিরে, এই বাতি। বায় রে কথায় না কইস।' বাতি কিন্তু নিসরব।

চোর মনে মনে ভাবে এইবার যেদু বুড়ি ডেকায় তাহইলে মুইয়ে রাও করিম আর হুকারি দিম। তেই বুড়িটা যোগোতে নিন্দোত পড়িবে।

বুড়ি আরো কবার ধরিল—'বাতিরে, এ বাতি।'

তে এ্যাইবার চোরটা কইল—'কি'।

বুড়ি সেলা কয়— 'এলাসিনি কথা কলু রে।'

চোর কয়—'ক্যানে তায়।'

সেলা বুড়ি কয় একেনা গল্প কং শোনেক।

চোর কয়—'কবো তায় ক।'

সেলা বুড়িটা কবার ধরিল—'এ্যাকদিন মুই তিস্তা নদী পার হয়া নদীর ওপাখে মোর

ভাইয়ের বাড়ি গেলুং। যেদিন যাং সেদিন এক হাটুয়া জল। ফিরদিন দুপুরা খানদান করিয়া মুই বাড়ি আসিবার ধরিলুং। নদীর পারের তিতিলি গছটার তলত একটা বিড়ি ধরেয়া কনেক জিরিয়া স্যাত্তে নামিনু নদীত। তে ভাই যতয় আগাং ততয় জল বাড়ে। এক হাটুয়া থাকিয়া একগালা...সেলা একেরে নাকে মুখে জল সোন্দেবার ধরিল। মুই তো না জানং পহরিবার। ধরিলুং সেলা চেচেবার–আইস বারে মোক বাচাও, মোক বাচাও। বুড়ি সেলা মোটাগালায় কান্দিয়া কান্দিয়া চেচেবার ধরিল মোক বাচাও বারে, মোক বাচাও বারে। চোরটা সেলাও বুঝির পারে পাই বুড়িটা অত চেকেরে কেনে? উয়ায় ভাবিল বুড়িটা না গল্পয় করে। এপাখে টারিবাড়ির মানষিগিলা সগায় বুড়ির চেকরণ শুনির পাইল। সগায় দৌড়ি আসি বুড়িক পোছে–'কি হইল বারে কি হইল ? কোয়ারিখান খোলাও।' বুড়িটা কইল–মোর ঘরত চোর সোন্দাইছে। মানষিগিলা সেলা নাঠি ডিকিবার ধরিল। কোয়ারিখান খুলিয়া চোরটাক ডাঙ্গে-ঠাটে নিকিলা হইলেক। মানষিগিলা সেলা বুড়িক পুছিল–'কেং করিয়া কি হইল'? বুড়িটা সেলা তামান খুলিয়া কইল। সগায় সেলা কবার ধরিল–বুড়িরবেটি ভুকাতি হলি কি হবে বুদ্ধি আছে। আরো কাহ কাহ কবার ধরিল–উয়ার বুদ্ধি ক্যানে হবার না হয়, উয়ায় আছিলো বড় বংশের ছাওয়া।

বুধো আর বিস্তিকি

বুধো আছিলো এক আড়ির বেটি। উমার বড়য় দুখ। উমার কাহয় নাই, খালি মাও আর বেটি। বেটিটার বস হবে বারো কি তেরো। আগোত আছিলো সূতাকাটা। বাড়ী বাড়ী মাইয়ালা এন্ডি পোকা পোষে, এন্ডির ঠুলিহাতে সুতা নিকিলায় এন্ডির গিলাপ গড়ায় আর বেচায়। এংকরিয়ায় উমার দিন বিতি যায়।

একএকটা এন্ডির গিলাপ একটা মানষির জিয়ৎকাল পর্যন্ত টেকসই দেয় বাদে মানষিলা গিলাপগিলা কেনেও। আগিলা দিনের কথা। এন্ডির তেল আর এন্ডর গিলাপ আর কাহ কাহ কাটে বাংগার তুলা। বাড়ি বাড়ি বাংগার গছ। আড়ির বেটি মুধো বাংগার সুতা কাটে। একদিন অচম্‌কাতে উঠিল দখিনা বাও। বুধোর তুলাগিলাক নিয়া গেইল উড়িয়া। বুধো ধরিল কান্দিবার। বাও-এ তুলা উড়িয়া নিয়া গেইলে উমরা এলা কী করিয়া খাবে? বুধোও তুলার পাছোত দৌড়িয়া যাবার ধরিল। তুলা যায় আকাশ পথ দিয়া আর বুদো যায় ভুই পথ দিয়া। ছাওয়া মানষি

আংদাপাথালি যাবার ধরিছে। ঘাটাত একটা বটের গছ। বটের গছটা বুধোক ড্যাকেয়া কইল—বুধো, খানিক শুনিয়া যা মাগো।

বুধো পাছপাখে ফিরিয়া দেখিল বটগছটা ডেকের ধচ্ছে।

বুধো কইল—কি কইস ?

বটের গছটা কইল—দেখিস না মোর পাত পড়িয়া মোর গোড়াটা জঙ্গল হয়য়া গেইছে। হোর বান্নিটা, দে ক্যানে বেটি মোর গোড়টা কনেক সামটি।

বুধো কইল—পারিম না। মোর তুলালা চলি যাবার ধচ্ছে কোন্ঠে না কোন্ঠে। পাছত দেখায় পাওয়া যাবে না।

বটগছটা কইল—দে কেনে মা সামটি। দে, দে।

বুধো আর কি করে। বান্নিটা দিয়া ধরিলেক সামটিবার। ঠিন ঠিন করি সামটিদিয়া আরো যাবার ধরিল। যায়তে একেরে যায়কে। নদী নালা খালবিল কোনয় না বাতায়। হেনসময় একটা তুলসীর গছ বুধোক ডেকাইল—বুধো, মোর একটা কথা শুনিবো।

বুধো কইল—উহু পারিম না। দেখির না পাইস মোর তুলাগিলা উড়িয়া পালের ধচ্ছে। পাছোত মুই দেখায় পাইম না। তুলসির গছ কইল—শুনেক শুনেক কণেকএ শুনেক। দেখিছিস তো মোর গোড়টা পাতদিয়া বোঝাই হয়য়া গেইছে। কণেকে সামটি দে। কয়া তুলসিগছটা ধরিলেক কাবেরেবার। আরো কইল—বড়মানষির কথা শুনিলে ভাল হয়। বুধো কইল—ভাল আর টাল ফেলা। আমরা আজি কি খামু তায় নাই। তুলালা দৌড়ি যাবার ধচ্ছে মুই এলায় কতখন যাইম। কয়া ধরিলেক সামটিবার। সামটি দিয়া চলি গেইলেক। যায়-যায়-যায়। ঘাটাত দেখা পাইল একটা কলার গছের। গছের পীড়িখান এমন বড্ড হইছে গধীল পীড়ের ভারৎ গছটা ভাংগি পড়ে বোল। কলার গছটা এলা ধরিলেক কাবেরেবার। উয়ায় বুধোক কইল, দে ক্যানে মা মোক একটা হোমকা নাগেয়া। মোর কমরটা ভাংগি পড়ে বোল। বুধো একেরে বিরক্ত হয়া গেইল। উয়ায় মনে মনে কয়, মোর যাবার ঘাটাত এতয় কাচাল তে। ইয়ায় নাতেন উয়ায় খালি ডেকায় আর ডেকায়। ধ্যেৎ মোক আর ভালে নাগির ধচ্ছে না—কয়া ওঠেকার একটা বাশের গোড়ালি দিয়া একটা হোমকা নাগে দিলেক। বুধো যায়-যায়-যায় আর তুলাগিলা বাতাসোত মোচড় খায়া একটা ঘরত সোন্দাইল। বুধোও ঘরত সোন্দাইল। বাড়িটাত আর কাহয় নাই। খালি ঘর আর ঘর। ঘরত সোন্দে দ্যাখে একটা মানষি তানা গড়ের ধচ্ছে। খালি শব্দ হবার ধচ্ছে টিক্ টাক্ টিক্ টাক্। বুধো দেখিল মানষিটা কোনো আওবাও না কাড়ে। খালি তানায় গড়ায়। বুধো ভাবিল ইয়াক কিছু কবারে নাগিবে। বুধো কইল—মোর তুলালা দ্যাও। মোর তুলালা তোমার এঠে সোন্দাইলেক। মানষিটা মাথা অঠেয়া দেখিলেক। কইল—বুধো তুই-এ। তোক তুলা

দিম। তুই আগোত ঐ ডোবাটাত যায়া একটা ডুব দিয়া আইসেক। বুধো ডোবাত যায়া একটা ডুব দিলেক। ডুব দিয়া দ্যাখে উয়ার দেহাটা আঙ্গাচক্‌চক্‌ কাচা হলদির নাকান হইছে। উয়ার মনটা বেউলালি হয়া গেইল। ঘর সোন্দেয়া লোকটার কইল মোক তুলালা দে।

মানষিটা কইল - তুই কি খায়া আচ্চিস ?

বুধো মাথা নটপটাইল।

–তে খায়া আইসেক কয়া লোকটা রান্দন ঘর দ্যাখে দিল। বুধো হুটা ঘর সোন্দে দেখিলেক মেলা খাবার দই, খাউদা, মিঠাই, ক্ষীর, আলোয়াভাত, শাক কি খাবো খা। বুধো কণেক ক্ষীর খাইল। মানষিটারঠে আরো আসিয়া কইল–মোক তুলালা দে ।

মানষিটা কইল - উহুঁ, তুলা দেওয়া যাবার না হয়। দেখির ধচ্ছিস না মুই কাপড়বানের ধচ্চুং। এইলা ঠাকুরের কাপড়। এইলা তুলা মোক নাগিবে। তুই তুলার বদল দোসরা জিনিস ধরিয়া যা। বুধো কইল কি দিবো তে দে ঘিস করি। বাড়ি যাইম। মোর তানে মোর মাও তান্না নাগি আছে। মানষিটা একটা ডেকসো দ্যাখে দিলেক। কইলেক–ওইটা ধরি যা।

বুধো মাথাত ডেকসোটা নিয়া বাড়ির পাখে ঘাটা ধরিল। যাইতে যাইতে যায়। হেন সমায় কলা গছটা কইল –বুধো, কণেক শুনিয়া যা।

'বুধো বগল যায়া কইল কি কবার চাইস ক।'

কলার গছটা দেহাঝকেয়া এ্যাকখান কলার ঝুকি উয়ার হাতোত দিল। কইল–হোমকাখান নাগে দিলো এ্যাক ঝুকি কলা নিয়া যা। বুধো কলার ঝুকিখান ডেকসোত ঢুকি নিল। যাইতে যাইতে তুলসীর নগদ দেখা। উয়ায় কইল–বুধো তুই মোক সামটি দিয়া গেলো, তুই মোরঠে থাকি কোনো এ্যাকখান জিনিষ না নিগালে মোর দুখ বাড়িবে কয়া এ্যাকটা বোটোলোই দিলেক। বোটোলোই মানে পিতলের টুকুনি। তাক নিয়া বুধো চলিল বাড়ির ভিতি।

অনেকক্ষণ হাতে বেটি নাই দেখিয়া উয়ার মাও কান্দিকাটি নাইনুল। হাজার হউক পাতাগাবুর বেটি। অচঙ্কাতে বেটিক পায়া উয়ার মাও উয়াক জাবরাবান্দি ধরি কইল–বেটি তুই কোঠে গেইছিস। মুই হারাউদিশ করিয়া বেড়ের ধচ্চুং। বুধো কইল–হ্যার দেখছিস কি আনিচুং, কয়া ডেকসোকোনা খুলিয়া ফেলাইল। খুলিয়া দেখে বাটোলোই, মালা কলার ঝুকিখানও সোনার হইছে। দোনো মায়-বেটি তো খুব খুশি। উমার দুখ কাটিয়া গেইল। উমরা সুতা কাটা কাপড় বানা বন্ধ করিল।

বুধোর বাড়ির বগলত এ্যাকটা পাইকারের বাড়ি আছিলো। ঝিনচাক দোতলা বাড়ি। খানদানের লোক নাই, খালি বাপ আর বেটি, বেটিটার নাম বিস্তিকি। বিস্তিকি উয়ার বাপক

এ্যাকদিন কয়--ও বা--উমরা ক্যানে এ্যালা কাপড় না গড়ায়।

সেইতো সেই তো বেটি--কয়া পাইকার উয়ার কাজত চলি গেইল। বাপ তো চলিয়া গেইল কিন্তুক বেটির মনত সুখ নাই। উয়ায় ইমার প্যাটের কথা নিকিলির বাদে নাগার বাড়ি আসিয়া বুধোর নগদ ন্যাপেরচ্যাপের নাগাইল। সখি করি ডেকের ধরিল। বুধো তো থেভেলভেলি চেংড়ি। কথায় কথায় একদিন তামান কথা কয়া ফেলাইল। বিস্তিকি ভাবিল তাহইলে মোকো যাবার নাগিবে। ঢ্যাংপাড়ী চেংড়ির নাকান মেল্লা তুলা নিয়া ঠ্যাংব্যাদেরে উয়ায়ও সুতা কাটিবার ধরিল। তুলাগিলা শুকির দিলেক। ঐ নাকানে দখিনাবাও ওঠাইল। উয়ায়ও বুধোর নাকান করি তুলার পাছে পাছে দৌড়িয়া যাবার ধরিল। যাবার সময়ায় বট, তুলসী, কলার গছ হায়দো হায়দো করি বিস্তিকিক ডেকেয়া কইল, মাই কণেক শুনি যা। উয়ার উঠিছে ডাহন। উয়াক নাগে ডেকসো। উয়ায় কাহরো কথা না শুনিয়া আন্ধাধুন তুলাগিলার পাছে পাছে দৌড়িয়া গেইল। দৌড়ি যায় আর কয় মুই কাহরো কথা শুনির না পারিম বাপো। যায়া তুলালা ঘর সোন্দাইল। উয়ায়ও সোন্দাইল ঘর। ঘরত যায়া মানষিটাক কথাবাত্রা কোনয় নাই, কবার ধরিলেক--মোক ডেকসো দে। মানষিটা তো তঞ্চকিৎ পড়ি গেইল। উয়ায় এই মতন আকাশ-নাইটা-চেংড়ি আগোত দেখে নাই। কথাবাত্রার গোড়আগাল কোনয় নাই। তাও বেশ করি কইল--ঐ ডোবাটা হাতে গাও ধুইয়া আইসেক।

চেংড়িটা হাউকদাউক করি যায়া নাক চিপি ধরি ডুব দিলেক। পাইকারের একনা বেটি। কোনোকালেও ডোবাত গাও ধোয় নাই। একটা ডুব দিতে কালে দেহাটা হলদির নাকান চকচকা হইল। উয়ায় ভাবিল আরো একটা ডুব দেং, আরো দেহাটা গোরা হবে, আর একটা ডুব দিলেক তে দেহাটা কালাকচুর নাকান কুচকুচা কালা হইল। উয়ায় দেহটা এমন কালা হইল তে তুলুনা করিলে কুহুলিও ফেল পড়ি যায়। মানষিটাক যায়া এক্কে মোকায় কইল--কেমুন রে তোর পোকানাগা ডোরা। একটা ডুব বেশি দিলুং তায় এ-খে-রে.....

মানষিটা কইল--তোক দুইটা ডুব কায় দিবার কইল। ঐটা ডোবার জহুরায় ঐ নাকান।

উপায় নাই দেখিয়া বিস্তিকি কইল--এলা কি হবে ?

--কি আর হবে চাইরটা খায়া আইসেক। বিস্তিকি গেইলেক রান্দন ঘর। যায়া কোনটা খায় আর কোনটা না খায়। খাবারগিলা দেখি উয়ায় চামুরিচাক। খাকাস খাকাস করি তামানলায় খাবার ধরিলেক। খাইতে খাইতে মুখখান আমচি গেইল। তাহ খাবার ধরিলেক। খায় আর কয় এই মতন খোরাক বাপজন্মে খাং নাই। আর হিত্তি হুত্তি যাউক থাউক খোরাকছাড়া না যায়। খাইতে খাইতে উয়ার গালাটা পেচার মতন হইল। তাও খায়া উঠি মানষিটাক কইল--কেমন রে মরা, তোর খোরাক পাতি খালুং তায় গালাটায় পাল্টি গেইল।

মানষিটা থাতিবি দিলেক বাড়ি যাইতে যাইতে আগের মতন হবে। বিস্তিকি কইল—দে মোক ডেকসো ঘিস করি। মানষিটা এ্যাকটা চকচকা ডেকসো দ্যাখে দিল। বিস্তিকি এ্যালা ভাবির ধরিল মুই মজামাতএ করি দিছুং। বুধোঘরের ডেকসোটা তো অনাচার দেখিতে। মাথাত ডেকসোটা নিয়া উয়ায় মরণ জিয়ন বাড়ির পাখে আতেলে আসির ধরিল। আসির ধচ্ছে আর ভাবির ধচ্ছে ইয়ার ভিতিরাতকি-বা আছে। হেন সময় আসিবার ঘাটাত কলার পীড়খান উয়ার কমরত ভাঙিয়া পড়িল। 'ও বাপো' কয়া চিকিরি উঠিল বিস্তিকি। উয়ার নিড্ডারু ভাঙ্গি গেইছে। কলার গছটাক কবার ধরিল—তুই আলুবাড়ি কচুবাড়ির জন্মা। তোর বাপের ঠিক নাই। এইবাদে মোর ভাল তুই দেখির পাইস নাই। কমর হ্যাকেরে আসিতে আসিতে বটগছের তলত যেলায় আসিলেক এ্যাকটা ডাইধরা ঠাল ধুপ করি উয়ার মাথাত পইল। উয়াকও বাপমাও তুলিয়া গাইল দিবার ধরিল। কইলেক, এইবাদে তোক সগায় চোটায়। গাইলোতে গাইলাইতে বিস্তিকি আইসে হুসজ্ঞান কোনয় নাই। আলির মাথাত খাইলেক একটা উষ্টা। উঠিয়া দ্যাখে তুলসির গছটা উয়াক দেখি মুখ মোচড়াইল। উয়ায় এলা কইল, এমনে কিতায় খালি তোক কুকুরে মুতি দেয়। এইনাকান কথা কইতে কইতে উয়ায় চলি আসিল বাড়ি। উয়ার বাপতো উয়াক টারিবাড়ি সববটেখুনা অনষাইছে তাও পায় নাই দেখিয়া উয়াক কইল, এই মতন ক্যানে হচিস বেটি? কোটে হাতে আসিলো? ক্যানে গেছিস কুত্তি গেছিসে? উয়ার বেটি উয়ার বাপের কথা না শুনিয়া কইল—ওলা কথা থো। হ্যার দ্যাখেক মুই কি আনিচুং। এঠে মেল্লা সোনাদানা হীরা মাণিক আছে। এই কয়া উয়ায় ডেকসোর ঢাকনাখান খোলেয়া ফেলাইল। ফোস করি বিরি আসিল বিরাট একটা গোমা সাপ। সাপটা বাইর হয়া এই যে বাপে বেটিক পিট্টির ধরিল আর যায় কোটে। দোনো বাপবেটি আলি দোয়ালি দৌড়িয়াও তাল না পায়.....

কাগা - টুনির কিচ্চা

বিজয় বোনত্ বার-য় মাস বসন্ত। তারে এক বগলত ভাসা বান্দি রয় কাগা আর টুনি। সকাল-পত্তি গিরির বাড়ি যায় কাগা; দানাপানি খায় আর টুনি খায় খুদি-গুড়া। এই নানে গিরির বাড়ির দানা-পানি খুদি-গুড়া খায়া কাগা-টুনির দিন বীতি যায়।

একদিন কাগা গেইল্ গিরির বাড়ি। স্যালাও ভর-নিন্দত। পৈল্-সাকালত্ কাউয়ার কাত্-কাতি শুনিয়া গাইরস্তের বেটির মন ব্যাজার হৈল্। গিরির মনুষ কাউয়াক খ্যাদেয়া দিলেক। খানেক বাদে গিরির বাড়ি গেইলেক টুনি। টুনির গান শুনিয়া গাইরস্তর ছোটো কইন্যা-ছাওয়াকুনা খড়কি

ম্যালে দিলেক। টুনি খড়কি দিয়া ফুরুত করি ঘর সোন্দাইল্। খুদি গুড়া খায়্যা তদ্ঘরি ঘুরি আসিল্।

ইদিয়া কাউয়ার তো প্যাটোত ভোখ। টুনির গান শুনিয়া কাউয়া মনত কু-বুদ্ধি ঠাওরাইল। কাউয়া টুনির বগল চাপি টুনিক কয়–'টুনির বাঈ হে, মোক খু-উ-ব ভোখ নাগিচে। গিরির বনুষটা আজি মোক খ্যাদে দিচে। তোর ভাসাত-না চারি-গুটি ডিমা দেখং; তায় ডিমাগুটি দে মুই খাঙ। টুনি কাউয়ার কাথা শুনি খানেক ঝিৎ করি রয়্যা পাছোত কয়–মোর ভাসাত চাইর-গুটি ডিমা তায় তোকে দিম না মুই খাইম? তা তুই খাবার চাইস্ খা, তার আগত মুখ আকলে আয় যায়্যা।

ফাগুন মাস। নদী নালা শুকান। বগলত একনা চুঙা। চুঙার বগল যায়্যা কাউয়া দ্যাখে চুঙাত দড়ি আচে কিন্তুক ঘটি নাই।

কাগা স্যালা চুঙাক কয়–

হে চুঙা, দে পানি
আক্লাউ ওঁট
খাঙ টুনির ডিমা গোট।

চুঙা কয়–পানি না আচে, তুই কুমারের ঠাঞি যায়্যা ঘটি আনেক।

কাগা গেইলেক কুমারের বাড়ি। কুমারের বাড়ি যায়্যা কুমারক কয়–

রে কুমার, দে ঘটি
তোলঙ পানি আক্লাঙ ওঁট
খাঙ টুনির ডিমা গোট।

কুমার কয়–কাগা, ঘটি না মুই এ্যালায় গড়ে দিবার পাঙ। মোরটে মাটি নাই। তুই মাটি আনি দে। কাগা গেইল্ মাটির ঠাঞি। মাটির ঢিপিত চড়ি মাটিক কয়–

রে মাটি, দে মাটি
দেঙ কুমারক গড়াউক ঘটি
তোলঙ পানি আকলাঙ ওঁট
খাঙ টুনির ডিমা গোট

মাটি এ্যালা কাগার কাথা শুনিয়া কয়–কাগা রে, মাটি না আচে, তুই ভইষার ঠাঞি যায়্যা শিঙা আনি মাটি খুঁড়ি নিয়া যা।

কাগা গেইলেক ভইষ্যার ঠাঞি। ভইষাক কয়–

রে ভইষা, দে শিঙা খোড়ঙ মাটি

দেঙ কুমারক গড়াউক ঘটি
তোলঙ পানি আকলাঙ ওঁট
খাঙ টুনির ডিমা গোট।

ভইষা কাউয়ার কাথা শুনিয়া কয়—সউগে ঠিক। কিন্তুক মুই বত্তায় থাকিতে ক্যাঙ করি তোক মুই শিঙা দেঙ? তুই কুত্তার ঠাঞি যা। কুত্তাক আনিয়া আগত মোক মারেক, তার পাছোত শিঙা নিয়া যা।

কাউয়া তদঘরি কুত্তার ঠাঞি গেইলেক।

কুত্তার বগল চাপি কয়—

রে কুত্তা, মারেক ভইষা
নেঙ শিঙা খোড়ঙা মাটি
দেঙ কুমারক গড়াউক ঘটি
তোলঙ পানি আকলাঙ ওঁট
খাঙ টুনির ডিমা গোট।

কাউয়ার কাথা শুনিয়া কুত্তা কয়—মোর দেহা দেখিচিস, নাড়া দশা হইচে। তুই গাই-এর ওইটে যা। টুপাক খাউদা আনেক। মুই আগত খাঙ। তার পাছোত ভইষা মারঙ।

কাউয়া উড়াল কারাইল। যায়্যা গাই-এর পিঠিত পড়ি কাত্-কাতে কয়—

রে গাই, মাড়েয়ার আঙ্গ
খাউদা দে কুত্তার দেহা হাঁই-পাঁই
খাউদ খায়্যা হউক বল
মারুক ভইষা নেঙ শিঙা।
খোরঙ মাটি
দেঙ কুমারক গড়াউক ঘটি
তোলঙ পানি আকলাঙ ওঁট
খাঙ টুনির ডিমা গোট।

গাই কয়—ঘাস নাই। খাউদা মুই তোক দিম ক্যাঙকরি? তুই ডাবিরি যায়্যা ঘাস আনেক যায়্যা। তার পাছোত্ মুই তোক খাউদা দ্যাঙ।

কাউয়া গেইলেক ডাবিরি বুলি। ডাবিরি যায়্যা দ্যাখে শুন ডাবিরিত এক বগলত বাউলি ঘাস মসমসা। ঘাসক কয়—

হে ঘাস, দে ঘাস
দেঙ গাইওক হউক ক্ষীর
খাউক কুত্তা হউক বীর

মারুক ভইষা নেঙ শিঙা
খোড়ঙ মাটি
দেঙ কুমারক গড়াউক ঘটি
তোলঙ পানি আকলাঙ ওঁট
খাঙ টুনির ডিমা গোট

ঘাস কয়–এই কাথা। তুই কামারের বাড়ি যা। কাঁচি আনিয়া ঘাস কাটি নিয়া যা। কাউয়া গেইলেক কামারের বাড়ি।

কামারক কয়–

কামার ভাই, দে কাঁচি কাটঙ ঘাস
খাউক গাই হউক ক্ষীর
খাউক কুত্তা হউক বীর
মারুক ভইষা নেঙ শিঙা
খোড়ঙ মাটি
দেঙ কুমারক গড়াউক ঘটি
তোলঙ পানি আকলাঙ ওঁট
খাঙ টুনির ডিমা গোট।

কামার শুনিয়া কয়–কাঁচি না মুই এ্যালায় গড়ে দিবার পাঙ, মোর ঠাঞি সউগে আচে কিন্তুক জুই নাই। তুই বুড়ির বাড়ি যা। বুড়ির ঠাঞি জুই আনেক যায়্যা।

কাউয়্যা গেইলেক বাড়ি।

বুড়ি আঈ, আগুনি দে
দেঙ কামারক গড়াউক কাঁচি
কাটঙ ঘাস
দেঙ গাইওক হউক ক্ষীর
খাউক কুত্তা হউক বীর
মারুক ভইষা নেঙ শিঙা
খোরঙ মাটি
দেঙ কামারক গড়াউক ঘটি
তোলঙ পানি আকলাঙ ওঁট
খাঙ টুনির ডিমা গোট।

বুড়ি কয় – মুড়িয়া ভুতির জুই, নিয়া যাবু ক্যাঙ করি। কাউয়া তদঘরি কয় – দে মোর দাপেনাত বান্দি দে। বুড়ি তদ্‌ঘরি কাউয়ার পাখনাত গালা ভাঙে মুড়িয়া ভুতি বান্দি দিলেক। পাছোত কাউয়া যতয় উড়ায়ভুতির জুই জলি ওঠে ভাল্লাউ করি। পাখনা ছোবা যায়। আরও খনেক উড়াইতে কালে মুড়িয়া ভুতি বাও পায়্যা জ্বলি ওঠে। তাতে কাউয়ার ড্যানা দাপনা পোড়া যায়া কাউয়া ধুপ করি মাটিত পড়িল। টুনির ডিমা খাওয়া আর হৈলেক না। দুষ্টা কাউয়ার মরণ হৈল।

গোপাল রাজার গল্প

একটা রাজা আইচ্ছলো। রাজার নাম কৃপাধন। রাজটা খুব কিরপণ আইচ্ছলো। দ্যাশের পরজাগুলোর ঠেনা আখচ করে খাজান আদায় করত। ভিখারী সাধুসন্ত রাজদরবারৎ আসিলে ভিখা ত দূরের কথা দুটা ভাল কথা কহিত না। যদি কেহ একেনা নেহারা করে তাহ কথা শুনিবি না। আরো কহিবি কি, যি ভিখা টিকা কিসের? ইনা কেহ ভিখা পাবি না। বেশি ভিখা দাও, ভিখা দাও করলে ধরে বাইন্ধে থুয়ে দিমু।

ইংকেরে হেনে থাকতে থাকতে রাজার অত্যাচারের ঠেলায় দ্যাশের মানুষজন ছিনিবিনি হয়ে গিছে। তারপর আছে খাজানার টাকা—যাকে কহে 'মররার পর খাড়ার ঘাও'। গরীব পরজাগুলা কহচে, আর বুঝি এই দ্যাশৎ থাকা যাবি না। শেষে এমন হলি যি, কেহ পেটের জ্বালায় বেটাবেটিক কাহাকো বন্ধক দেছে, কেহ বাড়ি ছাইড়ে বনৎ যাছে, কেহ ভিক্ষা করে খাছে। এনতন করে ত খাচেই কিন্তু কেহ ফের ভকের জ্বালা সহ্য করিবা না পাইরে - আর এদিকি ভিখা চাহিলে ত কেহ দিবা চাহেনা তখন আর কি কর'ব, কেহ চুরি কেহ ঘাটা ছেকেছে। এনতন করে দ্যাশের মেলায় মানুষ বাড়ি ছাড়া হয়ে গেল। দ্যাশৎ যি এরকম বিজোখলা হচ্ছে রাজা কিন্তু তাহো কানমুখে নাড়ে না, আরো বেশি করে অহো বাইরে যাচ্ছে।

ভগবান রাজার কান্ড কারখানা দেখে ভাবনা চিন্তা করছে যি অয় যদি এনতন করে অবোলা পরজাগুলার উপর অত্যাচার করতেই থাকে তাইহিলে দ্যাশৎ আর মানুষজন থাকিবি না। যদি মানুষজন না থাকে তাইহিলে দ্যাশটা তো শসান হয়ে যাবি। তেখন ভগবান মনে মনে ঠিক কল্‌লি কোনো ব্যবস্থা না কইল্‌লে দ্যাশ থামবি না। রাজাক ভাল করে না শিক্ষা দিলে হবি না - খুব বাইরে গিছে।

একদিন ভগবান সাধুর বেশে রাজসভার ধরম দুয়ারৎ একখান চিঠি ফেলে দিয়ে চলে গিছে। এমন করে ফেলে গিছে যাতে রাজার কোনো মানুষজন অক দেখা না পায়। চিঠিটা ফেলে দিয়ে যায় সাইঞ্জবেলা। পরের দিন রাজা দেখছে দরম দুয়ারৎ একটা চিঠি পড়ে আছে। রাজা চিঠিটাক টপ্ করে উঠে নিলি। নিয়ে যেমন অবাক হলি তার থেকে ভাইববা ধলি বেশি যদি কোনো ঠেনা থেকে চিঠি আসে তাইহিলে মোর লোকজনের হাতত্ দিবি। কেন দুয়ারৎ ফেলে দিবি পিয়ন নিশ্চয়, কাহারো কাম হচে। রাজা চিঠিটা পড়ে হেনে দেখিলি যি 'সাত দিনের মধ্যে ছয় বেটাক অন্য দ্যাশৎ বণিজ করিবা পেঠাবা হবি, না পেঠালে দ্যাশের খুব ক্ষতি হবি'। রাজার

কিন্তু সাতটা বেটা। ছোট বেটার নাম গোপাল। রাজা ভাইব্‌বে হেনে দেখিলি যদি বণিজ করিবা না পেঠাও পাছা করে যদি কোনো কিছু ক্ষতি হয় তাইহিলে কি হবি ! তেখন সাতটা ভাইব্‌বে চিন্তে রাজা ছটা বেটাক বণিজ করিবা পাইঠে দিলি।

পাইঠে দেওয়ার পর একদিন-দু'দিন করে একমাস হয়ে গেল তাহো কাহারো পাত্তা নাহি। রাণী অর ছ'টা বেটার তহনে খুব ভাছে। কোনো চিঠিপত্রও পাওয়া যায় না। মহা মুশকিল। রাজা-বাড়ির কাঞ্চিপাততা দিয়ে একটা নদী বহে গিছে। সবায় নদীতে ডুপপারে। নদীর জল খুব ঝক্‌ঝক্ কাউয়ার চোখের মতন। ঘাটের কাথিত একটা বড্ড বটের গাছ। গরমের সময় ঘাটাবহা মানুষ বসে জিরায়। ওটা ঘাটের কাথিত রাজার ঘাট আছে। একদিন রাণী ডুপ পরিবা গিছে। ঝক্‌ঝক্ ঘাটত যায়ে হেনে মনে পড়ে গিছে যি মোর ছাওয়ালেরা এখান দিয়ে ডিঙ্গি নাও নিয়ে বণিজ করিবা গিছে। এতোদিন হয়ে গেল তাহো ছাওয়ালের ঘরে পাত্তা পাহি। কি যি হচ্ছে না হচ্ছে। নানানটা ভাবতে ভাবতে মায়ের মন তেখন চোখের জল পরিবা ধরছে। ইংকেরে হেনে নদীর ঘাটত বসে কান্দিবা ধইছে। কান্দিতে কান্দিতে কহছে –

বারো ডিঙ্গা ছুয়ো পুত্র
ভেসে গেল মোর খাঙার দহ
খবর করো হে গঙ্গা মা
খবর করো মোরে।

কেহ কোনো জাগাত বসে কান্দলে মন গলে যায়। তা বলে সবার নহে। কাহারো মন মানুষের কান্দন দেখে কান্দুক বা না কান্দুক বেটি মানুষের মন একেনা কান্দিবি। ওমার মন থামিবি না। ওতুকুনাতেই গলে যাবি। সেনতন রাণীর কান্দন শুনে গঙ্গামার মনও কাইন্দে উঠিছে। শেষে থাকিবা না পাইরে তেখন জল থেকে কহছে -

এক পাঞ্জর খোলা মোরা রাঙা হে মাটি
এক পাঞ্জর খোলা মোর গাঙ্গে
শুকাবেন উঠিয়া রাণী মা গাবগাহিনী করো মোরে
কেন্দ না কেন্দ না রাণী মা
তোমার ছেলের খবর করবো হে আমি।

তেখন রাণী কাইন্দে কাইটে হেনে জলত নামিছে ডুপপরিবার তহনে। নাইম্‌মে নেহে ডুপ দিবি আর হেন সময়েতে একটা নৌকা পাওৎ ঠেকা পরিছে। রাণী তো যেমন তেমন সিনান করি বাহিত চলে আলিস। আইসেহেনে রাজাক কহিলি, মহারাজ, আপনার কি কোন জিনিষ জলের মধ্যে আছে ? তখন মহারাজার পূর্বকথা মনে পড়ে গেছে। সত্যি তো, বাল্যকালের আমার একটা নৌকা জলের ভিতর আছে। তখন রাজা পাইট-চাকপর নিয়ে জলের ঘাটত গেল। যায়ে তো নামিলি, নৌকার সঙ্গে খুব চারাচারি করলি, তাহো উঠা তো দূরের কথা নৌকাটাক নড়াবা

পালতি না। তখন রাজার বাড়ি বড়ো দু'টা হাতিক গিয়ে আনিল। আইনে হেনে মোটা সোটা দু'টা দড়ি নৌকাত বান্ধিলি আর একদিকি হাতির গালাত বান্ধিলি। বাইন্ধে হেনে হাতিক দিয়ে টানা করালি। কিন্তু হাতিও নৌকাক টাইনে উঠাবা পাল্‌লি না। রাজা কহছে, ভারি মুশকিল, কি ব্যাপার রে, উঠা যাবি কি না তে ? তেখন রাজা এক ঝনাক ডাইকে কহিলি, যাতরে কনকদার মাঝিক ডাইকে নিয়ে আয়। রাজার ডাক শুনে মাঝি তাড়াতাড়ি আসলি। কনকদার মাঝি নৌকাটাক ধরতেই শুকানত উঠে গেল। সাতদিনের মধ্যেই নৌকা সাজা ঠিক হয়ে গেল। তারপর তো এখন যাবা হবি। তখন রাজা আর কনকদার মাঝি মনে মনে ঠিক কল্‌লি যে, দু'জনায় রাজকুমার গুলাক খুঁজবা যাবা হোবে। কিন্তু রাজার ছোট বেটা গোপাল একবারে ব্যস্ত হয়ে গেল। বাবা আমিও যাবো, আমিও যাবো, আমাকে না নিয়ে গেলে আমি নদীর জলে ঝাঁপ দিব। রাজা তখন চিন্তাতে পড়ে গেলে। কি করা যাবি রে ভাই। না যদি নিয়ে যাঁও যদি মরে যায়, এতবড় রাজ্যটাকে কে চালবি। চিন্তা করে তখন সঙ্গে নিয়ে নিলি। নিয়ে হেনে নৌকা ছাড়ে দিলি।

নৌকাত সবায় যাতে যাতে এমন সময় দেখছে মেলায় পাখি নদীর চরত্ সাইরা করে বসে আছে। পাখিগুলা দেখতে সুন্দর। বেলা তেখন ভাটিবেলা। এক টুক্‌রো ম্যাগ সূর্যটাকে ঢাইকে দিছে। পাখিগুলা বসে আছে তে ওটা চরত্ ছেওয়া পরে গিছে। পূর্বদিকার বাতাইস বহছে তার তহনে নদীর জলে ছোটো ছোটো ঢেউ উঠছে। আর ঢেউগুলা ঘাটত নাগছে। তেমন ছপাৎ ছপাৎ শব্দ করছে। দেখতে কত ভাল লাগছে। গোপাল কেমন করে পাখিগুলাক দেখা পায় গিছে। এখন একটা নিবি ছাড়বি না কিছুতেই। তেখন গোপাল কান্দিবা ধললি, মোক দিবেন তে দেও না হইলে মুই জলত ঝাঁপ নিয়ে মরে যাম। তেখন অমরা কহচে, ভারি মুশকিল। রাজা কনকদার মাঝিক কহিলি। দেখতো একেনা পিছা করে পাখি ধরা যায় কি না। তেখন কনকদার মাঝি চিন্তা কললি যি, কি করা যায়। তখন বাপু জাল একাটা পাইতে দিলি, পাইতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা পাখি জালত পড়ে গেল। পাখিটাক তেখন ধললি।

ইদিকে রাজার ছ'টা বেটা যে বণিজ করিবা গিছোলো সবায় নৌকা ডুবে মরে গিছে। এই খবর কিন্তু কেহ্ জানে না। দিন যায়, মাস যায়। রাজা ছ'টা বেটার কোনো খবর পালি না। যেতে যেতে একদিন দেখলি, বারোটা ডিঙা বারো ঠেনা ভাসছে। তেখন ত দেখে শুনে রাজার মন একেবারে পাগল হয়ে গেল। দেখে শুনে নৌকা ঘুরে দিলি। পাখিটাক নিয়ে সবাই বাড়িত চলে আসিল। গোপাল পাখিটাক সোনার পেঞ্জেরাত থুইছে। নানারকমের জিনিষ খাবা দ্যাছে পাখি কিন্তু কোনোটায় খায় না। গোপাল মনে মনে কহচে, পাখিটা বুঝিইলা খাবি না। অক ক্ষীর, মাখন খাবা দিবা হবি। তাইহিলে ক্যানে যদি যায়। তে ওলাও দিলি। তাহো যায় না। ইংকরে এদিন চলে গেল।। গোপাল কহছে কাইলকা তে পাখিটা ধরা গিছে আর আগে বুঝি

কিছু পোকা মাকড় বা অইন্য কিছু খাইছে ঐ তহনে বুজি কিছু খাইল না। দেখা যাউক আইজকা পাছে কি না। নিয়ে পাখিক কহচে কিন্তু পাখি খায় না। কিছুতেই খায় না। ভারি মুশকিল। গোপাল কহচে, পাখিটা ত আচ্ছা মোজারে, রাজবাড়ির সব থেকে ভালো ভালো খাবারগুলা আনিচু, তাহো খাবা চাহে না। কি ব্যাপার ? ফের আদর করে খিলাবা চাহাচো - তাহো খায় না। তেখন গোপাল মনে মনে রাইগে গিছে। তখন কহচে, শালার পাখি এলা খাবু না তে কি খাবু ? এলা যখন খাবু না - তুই আর ফের কিছুও কহিস না। তক্ মুইগুনা খিলাল ছাড়বো না। না হইলে তুই কিছু কহিবু না। রাগে গোপাল গু আনিবা চলে গেল। এদিকে পাখি ভাবছে যি, গোপাল তো মোক এবার খিলাবি। তাইহিলে মোক এবার মুখ খুলাবা হবি। গোপাল হেন সময় গু নিয়ে আলি। আর আসতেই পাখি কহচে, গোপাল শুন এনা মুই রাজভোগ টাউভোগ কিছু খাম না। মোর খাওয়ার তু জোগার করিবা পারিবু ? গোপাল কহছে তে তুই কি খাইস ? তেখন অয় কহচে, মুই খাও বছরে একটা সোনা মানিক। গোপাল একথা শুনে মনে মনে কহচে, একটা মানিক সাত রাজার ধন। হামার বাড়িৎ একটা সোনার মানিক নাহি। গোপাল কহিলি, পাখি তোক মুই তাইহিলে কিংকারে মানিক খিলাম ? এনা তো নাহি মানিক। তেখন পাখি কহচে, মোর তহনে, তোক আর ভাবিবা হবি না। অয় কহচে, ক্যানে ? পাখি কহচে, হামার দ্যাশ সোনার মানিক আছে। তেখন গোপাল কহচে, কোনা বা তোমার দ্যাশ আর কিংকারে বা মানিক জোগাড় করিম? পাখি কহচে, তুই মোক এনা খুলে বাঁচাবা পাবু না। হামার দ্যাশত না গেলে খাওয়ার ব্যবস্থা হবি না। ঐ তহনে তুই যদি মোর সঙ্গে যাইস, তাইহিলে যাবা পারিস। গোপাল ভাইব্বে দেখিলি যি, চলে যাম। তেখন পাখি গোপালক কহচে, তুমি যখন হামার দ্যাশত যাবু তে একটা কাম করেক। চল্লিশ হাতের কাপুড় দিয়ে চোখ বান্ধিবা হবি - না হইলে যাবা পাবু না। গোপাল কহিলি, ঠিক আছে। গোপাল ঐন্তনে করলি। চোখে কাপুড়ের পটি বাইন্ধে পাখির পিঠিত চড়ে ওমার দ্যাশত উড়ে চলে গেল। যায়ে হেনে চোখের পটি খুলালি। গোপাল দেখিল, অবাক দেশ, সোনা, হীরা, মানিক, মুক্তা কাঞ্চন সব একবারে পরিপূর্ণ। তারপর পাখির দ্যাশত ধান চাল নাহি।

পাখিটার নাম কুন্ডল পাখি। অইন্য পাখিগুলা কহচে কুন্ডল পাখিক, তুই যি এ্যাক নিয়ে আনলু তে এখন কি খিলাবু, হামরা তো একবার একটা মানিক খামো তে এক বছর আর খামো না। এ্যার তহনে কি করবু এখন ? কুন্ডল পাখি কহিলি, গোপালক একটা মানিক দিবা হবি ! আর ঐটা বেচে হেনে দোকান থেকে খাওয়ার জিনিস কিনে আনবি। তেখন কুন্ডল পাখি গোপালক একটা সোনার মানিক দিয়ে কহিলি, এটা নিয়ে বাজার যা, যায়ে হেনে মানিকটা বেচে তোর যা যা খাবার লাগবি সব কিনে নিয়ে আয়। গোপাল ঐন্তনে করিল। এরকম করে থাকতে থাকতে মেলায় দিন থাকিলি। একদিন গোপাল কহচে, কুন্ডল পাখি, মোর তো ইনা মেলায় থাকা

হয়ে গেল। মোক বাড়িৎ যাবা মোনাছে। অনেকদিন হয়ে গেল। বাড়ির দিকি মোর তহনে বুঝি খুব চিন্তা ভাবনা করছে। কুন্ডল পাখি কহিলি, আর ক'দিন থাকেক, তারপর চল।

ফের চোখৎ পটি বাইন্ধে গোপাল বাড়ির দিকি চলে আওচে। তেখন কুন্ডল পাখি কহচে আজ উড়ে যাইতে এত ভালো লাগছে তে কি কহিবু। আসমান পাতল পাতল ম্যাগে ঢাকা আছে। রোদ খুব একটা করে না। পুরা বাতাস বহছে আস্তে আস্তে। নদীর জল বাতাইসে চকচক করচে। পুখরগুলাৎ ধলো, নীল পদ্ম তো ফুটিছে তারপরে ধলো শালুক, লাল শালুকের ফুল ফুটে চাইর দিকি শোভা করে আছে। এনতন করে যাইতে যাইতে পাখির দ্যাশ থেকে অন্য দ্যাশের উপর দিয়ে উড়ে যাছে। কিছুদূর যাওয়ার পর পাখি তো বাপু খুব খাইস্তে গিছে। তখন পাখি একটা ফুলের বাগানত পড়ে গেল। তখন একবারে মরা ফুলের বাগান জিন্দা হয়ে গেল। বাগানটা ছিল এক মাইলানি বুড়ির।

মাইলানি বুড়ির বাগানটা আইছিলো বড়ো। আগে বাগানটাৎ কি যি হইছলো গাছগুলাৎ ফুলে গোপাল বিহানে মুখটুক ধুয়ে পাখি খিলাবার তহনে নানা রকম ভালো জিনিস ধরতো না। পাতাগলাও তো আইচ্ছলো না। এই দু'দিন পার হতে হতেই কিংক্যারে আপনেই ফুল ধরিবা ধচ্ছে। হঠাৎ হারে পরিবর্তন। তেখন যায় বুড়িক দেখা পায় তাহে কহে মাইলানি মাসি তোর বাগানত খুব ফুল ফুটিছে। তেখনক বুড়ি কহচে, হেই বাপু তোমরা ওলা মোর ঠেনা ইলাচি করিবা আসেন না। বাগানত ফুল হইচ্ছলো সে সবায় হারে মোর খবরাখবর নিতেন। আর এখন হয় না তে কাহারো মুখ দেখা যায় ? ওরকম কথা মোক কহেন না। মুই ভক্কে থাকলেও কেহ তো এক মুট ভাত দিবেন না। তেখন ওমরা কহচে, না না মাসি, যদি হামার কথা মিছা হয় তে তুমি ভাটিবেলা যায়ে হেনে দেখিস বাগানত ফুল ফুটিছে কিনা। বুড়ি তেখন মনে মনে চিন্তা করছে যি ক্যানে হঠাৎ ফুল পাতায় ভরে গিছে। বুড়ির মনে খুব সন্দ হইছে। কেহ এনা আইচে না হলে পরী হয়তো আইচে।

তারপরের দিন মাইলানি বুড়ি বিহানে বাড়িঘরের কাম করে ডুপ পাইরে আইচে। ভাল কাপুড় পিন্ধে হেনে ধুপ, বাতি নিয়ে বাগানত গিছে। যায়ে হেনে ধুপ আর বাতি জ্বাইলে জোড় হাত করে কহচে, বাবা কে আছেন, দয়া করে দেখা দাও, ইংকারে হেনে কহচে, তেখন গোপাল কথাগুলা শুনা পাইছে। এদিকতোও ভক্কে প্যাট জ্বলছে। তেখন গোপাল মাসি মাসি করে ডাকতে ডাকতে মাইলানি বুড়ির ঠেনা আলি। বুড়ি তেখন কহছে, একুনা তো ঘাটা বাপু, বাড়িত যাইলে হোত। গোপাল কহছে, হাগে মাসি এনা আইচু। এনা আইসে তোমার বাড়িৎ যি যাম তার আর ঘাটা ঢুরে পাও না। তেখন কি করিম এনাই থাককে গেনু। শুনে মাইলানি মাসি কহচে, হাইবাবা বহিন বেটা, তাইহিলে তুই তো কাইল থেকে ভকে আছি। অয় কহচে, হ্যাঁ। চল চল বহিন বেটা, এইতু হামার বাড়িটা। আর একেনা ওকারে গিলেই তো বাড়িটা দেখা

পাইতু। বুড়ি তো গোপালক দেখে আর চোখ নড়াবা পারে না। এতো সুন্দর ছাওয়াল জীবনে দেখেনি। বুড়ি মনে মনে কহচে, চ্যাংরা দেখতে একবারে পুতুলার মতন। মনে হচ্ছে ভগবানের নামী কালিগর ছাওয়ালটাকে গড়াছে। যেমন নাম্বা চেওড়া তেমন দেখতে সুন্দর। কাহারো সঙ্গে মিল করা যায় না। দেখলেই ভোগ তিয়া পাইলে যাচ্ছে। হাইরে ছাওয়াল হাতগড়া, মানুষ হারে দেখে যাউক।

তেখন বুড়ি কহচে গোপালক, চল চল বহিন বেটা তোক খুব ভোগ নাগিছে। বুড়ি বাড়িৎ নিজে হেনে গোপালক টপ করে খাবা দিলি। গোপাল যি পাখির পিঠিত চড়ে আইছে বুড়ি এটা জানে না। অয় বুড়িক কহিনি। ইংক্যারে গোপাল মাইলানি মাসির বাড়িত খায় আর থাকে। বুড়ি প্রতিদিন ফুলের মালা গাঁইথে রাজাবাড়িত নিজেয় যায়। একদিন গোপাল কহচে, মাসি তুই তো সুতা দিয়ে মালা গাঁইথে নিয়ে যাছিস। কাইলকা তোক মুই বিনা সুতার মালা গাঁইথে দিম। আমার ওই ঐ মালাটা নিয়ে যাইস। আইচ্ছা মাসি ? তেখন মাইলানি মাসি কহচে, না বহিন বেটা, তোক মালা গাঁথিবা হবি না। মুহে গাঁইথে নিম। তোক নাহি কাম করিবা হবি। গোপাল কহচে কিসের ফের কাম। বসে বসে গাঁইথে দিম। বেশি দেরি লাগবি না, দেখিস তুই। হুরজুতি করে গোপাল ভালোভালো ফুল দিয়ে একটা সুন্দর মালা গাঁইথে দিল।

ঐদিনটা ফুলের ডালি ভইরে গেল। একটা মালা বেশি তাহে। চলে গেল মাইলানি রাজার বাড়ি। ঐদিনটা রাজার বেটি ফুল নেছে। বিনা সুতার মালাটা দেখেই কহচে, মাইলানি দাদি এই মালাটা কি তুই গড়াইছি ? ফুলের মালাটা দেখেই ওক ধান্ধা লাইগে গেল। রাজার বেটি ফের কহচে, মোর মনে হয় না, কেহু তোকে গাঁইথে দিছে। মাইলানি বুড়ি কহচে, না না রাজকুমারী মুহে গাঁথিচু, আর ফের কে গাঁথিবি ? রাজার বেটি হাইস্তে হাইস্তে কহচে, উঃহু মাইলানি দাদি কহেক তো সত্যি করে কে গাঁথিচে ? রাজার বেটি একেবারে শুনিবার তহনে নাইগে পরিছে। মাইলানি দাদি মনে মনে বিরক্ত হয়ে কহচে, হেই বাপু তহো একেবারে মোর সঙ্গে নাইগে পরছিস। মুহে তো ভাই মালাটা গাঁথিচু। তাহে মোর সঙ্গে নাইগে পরছি। তেখন রাজার বেটি দুলবা কন্যা আরো হাইস্তে হাইস্তে বুড়ির পিটটা নাইরে চাইরে কহচে, কহেক না নাদি তোক মুই নেহারা করো, কে গাঁথিচে ? বুড়ি রাগ কহচে, হেইগে যেটা তুই ধরবু না শুনলে ছাড়িবু না। বুড়ি পাছা করে ভাবছে যদি কহে দেও তারপর কোন কিছু হয়ে যায় ? তাইহিলে ফুল বেচাও বন্ধ হয়ে যাবি আর মোক ভক্কে মরিবা হবি। মোর কেহ নাহি যি অইন্য ঠেনা থেকে কাম করে খিলাবি। এ্যায় মোর ফুল বেচা বন্ধ করবি আর অইন্য কিছু নহে। ফের মনে মনে কহচে, দুলবা কইন্যা যেখন এতো করে কহচে, তে শুনে দেও, পরে কিছু হবি তে আর কি করা যাবি। মোরে কষ্ট হোক, আমারে ভালো হোক।

তেখন মাইলানি দাদি মনে মনে রাগে দুঃখে কহচে, শুনেক দুলবা কন্যা, তুই যেখন

শুনিবুই, তে শুনেক - মোর বাড়িত একটা বহিন বেটি আইচে অহে মালাটা গড়ে দিছে। রাজকইন্যা শুনে খুব খুশি, হাইবাব, একুনায় কথাটা কহিবা চাহি না দাদি। তে মাইলানি দাদি, তোর বহিনবেটিক হামার বাড়িত বেড়াবা নিয়ে আসিস। তেখন বুড়ি কহচে, হেই গে তোহো হারে একটা হলে তো আর একটা কহছি। রাজকন্যা কহচে, এনা আনলে কি হবি সেই ? মুই একেনা দেখিম। বুড়ি কহচে, নানা, তোমারবাড়িত বেড়াবা আসিবা পাবি ? হামারা গরীব মানুষ, তারপরে ভালো কাপুড়চুপর নাহি, দেখতেও খদ্দর, না, না বাপু হবি না আনা। মোর এখান ভালো কাপুরধুতি নাহি, দুটা গহনা পিন্ধিবার সাদ তাহো নাহি। দুলবাড় কইন্যা কহচে, দাদি ওলা কথা ছাইড়ে দি। ফের ওয় কহচে, থাম একেনা মাইলানি দাদি। বাড়িতে যায়ে হেনে ভালো ভালো সোনার গহনা আইনে হেনে কহচে, এলা নিয়ে যা, আর এদে শাড়ি ব্লাউজ এলা তোর বহিনবেটিক পিন্ধে পিন্ধে হেনে কালকা নিয়ে আসিস। তেখন বুড়ি কহচে, হাগে তুই যি ওলা মোকে দিলু তোর মাও গাইল দিবি না ? রাজকইন্যা কহচে, নানা তোক ওলা ভাবিবা হবি না। ও দিনকা বেশি করে চাউল ডাইল দিছে বুড়ি বাড়িত আওচে আর চিন্তা করছে, মুই বহিনবেটা না কহে বহিনবেটি কহিনু তাহো জঞ্জালত পড়ে গেনু। মনে করেছিনু বহিনবেটি কহিলে বুজি এতেটা মনে কবিবা না ! তে আরও বেশি করে মনে করলি। হাইবাব, বহিন বেটাক কিংকারে বেটি সজায় - ভারি মুশকিল ! গোপাল মাইলানি মাসিক দেখে হেনে দূর থেকেই কহচে, মাসি তো দেরি করলু হারে। মোক খুব ভোগ নাগিছে। বুড়ি মনে মনে রাগ করে ফের হাসিমুখ করে কহচে, দেরি হয়ে গেল। চাউল ডাউল দিবি তেসিনা তো আসিম? গোপাল কহচে, মাসি তাড়াতাড়ি করে ডুপ পাইরে হেতে ভাত আন্ধেক। তেখন বুড়ি কহচে, ঘরত টিনোত মুড়ি আছে তারপরে কাইচের বোমোত গোলাপজাম নাড়ু আছে, ক্যানে খাইসনি? তাড়াতাড়ি করে মাসি গোপালক খাবা দিয়ে ডুপ পাইরে আসিলি। আইসে হেনে ভাতের আখা ধইরে দিলি। দুপহিরার ভাত খাওয়া দাওয়া করে হেন দু'ঝনায় একঠেনা আরাম করছে। মাইলানি মাসির মনে কথাটা সব সময় খুত খুত করছে। কিংক্যারে কহিম কথাগুলা। ইংক্যারে হেনে থাকতে থাকতে মনে মনে করলি কথাটা না কহিলে হবি না। যদি না কহো কাইলকা রাজকইন্যা ফের তো জঞ্জাল করবি। না না হবি না, মোক কহিবায় হবি। এতে ভাইগ্যে যাই আছে তায় হবি।

তেখন বুড়ি কহচে, বহিনবেটা, একটা কথা শুনছিস? গোপাল কইচে, কি কথা? বুড়ি কহচে, তোক বাপু এতো করে কহিনু যি মালা গাঁথিবা হবি না। তাহো তুই বুঝিবু না। গোপাল কহচে, কি হইছে তে? বুড়ি কহচে ভালোই হইচে। রাজকইন্যা তোর মালা দেখে খুব খুশি হইছে। রাজকইন্যা মোক কহিচে, কে মালাটা গাঁথিচে? মুই কহিম না, কহিম না - তাহো শুনিবি, ছাড়িবি না। তেখন কহে দিনু। কহিনু কি যি মোর একটা বহিন বেটি আইচে, তে অহে

মালাটা গঁতিচে। আর তেখন কহিচে, তোক দেখিবি। ঐ তহনে তোক নিয়ে মোক যাবা কহিচে কাইলকা, ঐতহনে হারে, তোর তহনে জামা শাড়ি গহনা দিছে। ওলা পিন্ধে হেনে যাবা হবি। মুই ছল করিবা তহনে কত বুদ্ধি করিনু তাহো পারনু না। এখন বহিনবেটা তুই কি করিবু করেক। মোর আর বুদ্ধি নাহি। গোপাল কহচে, মাসি তুই নককরে থাক। তোক কোন চিন্তা করিবা হবি না। যাবা তো কহিছে, ঠিক আছে।

পরের দিন মাসি আর বহিনবেটি সাইজে রাজার বাড়ি গিচে। গোপাল হছে রাজার বেটা আর দেখতেও খুব সুন্দর। তারপরে রাজকন্যা সাজিছে আরো দেখতে সুন্দর নাগছে। মুখটা কি দেখতে সুন্দর। লক্ষ্মীর মতন একবার অর দিকি দেখলে আর চোখ ঘুরা যায় না। মনে হছে যানে অর দিকি দেখে থাকি।

রাজার বেটি মাইলানি মাসির বহিনবেটিক দেখে হেনে বুড়িক কহচে, মাইলানি দাদি, তোর বহিনবেটি বোলে দেখতে ভালো নেহে? মোর থেকে তো বেশি সুন্দরী। দাদি, তুই হারে মোক খুব মিথ্যা কথা কহচি। তেখন মাইলানি বুড়ি কহচে, দুলবা কইন্যা তুই হামাক টপ করে বিদায় দি। দেখলু তো। অইন্য দিন ফের নিয়ে আসিম। তেখন না হয় অনেকক্ষণ গল্প করেন। বহিন বেটিক রাজার বেটি ওমার ঘরগুলো দেখাছে আর কতরকমের জিনিস দেখে নিয়ে বেড়াছে। বুড়ি মনে মনে কহচে, কি জঞ্জালে পড়িনু। এখান থেকে তাড়াতাড়ি বাড়িত যাবা পাললেও বাঁচো। সব কিছু দেখে আইনে কহচে, মাইলানি দাদি তোর বহিন বেটি আইজকা হামার বাড়িত থাকিবি। তেখন মাইলানি বুড়ি কহচে, হাইবাব, হাইবাব, না গে কি কথা কহচি। ওলা কথা হবি না। আইজকা নহে অইন্য দিন থাকিবি। মনে মনে বুড়ি কহচে হলি মোজা। যেটা মনে ভাবিছিনু সেটাই হলো। বুড়ি কহচে, থাকা হবি না। ওয় কোন দিন বাহিরে থাকিনি। তে থাকিবি না। রাজার বেটি জোরজবস্তি করে থুয়ে দিলে। আইজকা মুই তোর বহিন বেটিক যাবায় দিম না।

এরকম করে তো বুড়ি চলে যাছে বাড়িত আর চিন্তা করছে, কি করিনু; এই বহিন বেটার পাল্লাত পড়ে মালাটা যদি না গড়ায় - তাই হিলে এই জঞ্জাল হয় না। মাইলানি বুড়ি তখন ভয়ে থরথরাবা ধরছে, মুই যি মিথ্যা কথা কহিচ্ছ, মরো বুঝি বেবসা যাবি। কিছু হবি আর মোর খালি প্যাটের ভাত মারলি।

রাতে ওরা এক ঠেনায় শুতিছে। রাতের বেলায় তখন দুইজনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। রাজকন্যা তখন বুঝে নিলি এটা মাগি মানুষ নহে, পুরষ তখন বাপু দু'জনাকে একটা ভাব জমে গেল। এইভাবে থাকতে থাকতে রাজকন্যা অসতী হয়ে গেল। এখবর রাজা রাণী কেহ জানে না। মাইলানি বুড়ি আগে ফুল দিবা যাইত তো ফুলের সঙ্গে রাজকইন্যার ওজন করতো। ফুল

আর রাজকইন্যার ওজন সমান সমান হইতো। গোপাল ওনা যাওয়ার পর থেকেই দিনের পর দিন রাজকইন্যার ওজন ফুলের ওজন থেকে একেনা একেনা করে বাড়িবা ধললি। বুড়ি মনে মনে কহচে, ফুলের ওজন কমে যাচ্ছে ক্যান? এনতন করে থাকতে থাকতে চাইর পাঁচ মাস হয়ে গেল। রাজকইন্যা চাইর-পাঁচ মাসের গর্ভবতী হয়ে গেল। মাইলানি মাসি প্রতিদিন ফুল দিবা যায় আর দেখে। কিন্তু রাজকইন্যাক কথাটা আর মুখত করে না।

এনতন করে থাকতে ছয়সাত মাস হয়ে গেল। তারপর এলা কথা আর কি গোপন থাকে? আপেনে জানাজানি হয়ে গেল। রাজা শুনে তো একেবারে রাইগ্যা খুন হয়ে গেল। কে এনতন কাম কললি মোক ধরে আইনে দেও। অক মুই না ভালো তামাশা দেখালে ছাড়িম না। মোর শালা একটায় সাদের বেটি। দশটাও নেহে, পাঁচটাও নেহে কে এনতন কললি ? এদিকি বুড়ি খুব ভাবছে হাইবাব, বহিনবেটার যা হবার তো হবি। কিন্তু মোর যি কি হয়। বুড়াতিবসত রাজার সিপাহির হাতে মাইর খাইতে খাইতে আর জিহাল খাইটতে খাইটতে জীবনটায় শেষ হয়ে যাবি। গোপাল ক্যানে যে মালাটা গাঁথিলি। না গাঁথিলে এতো বিজোখলা হইতো না। কি যি করিম রে মন। কেনো দিকি পালায় যাবার ঘাটা ঢুরে পাওনা। কেহ নাহি যি মোক বাঁচাবি। বুড়ি কহচে, মনে হছে যানে চাইর দিক ঘন ঘন কালো ম্যাগ ঘেরে নিলি। এখনে ঝড় বাতাইস শীলপাথর পরে মোক মাইরে ফেলাবি। হাইবাব কি যি করিম রে ভগবান। বুড়ি তেখন রাগে দুঃখে গোপালক গাইল দিছে - কহচে, কোনা যি অইচ্ছলো ইটা বহিনবেটা, বহিনবেটার কপালত ঝাটার বারি। মোক ভুলাবা আইচ্ছলো, ভুলে হেনে একাম করিবা আইচ্ছিলু, তোর মরণ নাহি? তোর কপালত ঝাঁটার বারি। খড় খইড়া বারুণের বারি। এনতন করে বুড়ি খুব গাইল দেছে বাড়িত একলায়।

এদিকি রাজা খুব রাইগা গিছে। রাজা সবাকে কহিলি যি কে রাজকইন্যা দুলবার ঘরত রাইত করে আওচে তাক ধরিবা হবি। যে করেই হোক। এলা কথা রাজা বেটিক কহিনি। কিন্তু এলা কথা কিংকরে রাজকইন্যা শুনা পাই গিছে। তেখন রাজকইন্যা গোপালক নককরে ডাইকে হেনে সবে কথালা কহিচে, আর সাবধান করে দিছে যি আইজকা তো এনা শুতিবা আসিবু, সাবধানে আসিস। গোপাল কহচে ক্যানে? দুলবা কইন্যা কহচে, তোক ধরিবার তহনে মোর বাপ সিন্দুরের আইল দিবি। তুই যেংকারে আয় তাহো জামা কাপুড়ৎ সিন্দুর ভরে যাবি। তারপরের দিন গোটা গাও ঢুরবি। যদি গাওৎ না পাওয়া যায় তাই হিলে গোটা দ্যাশত ঢুরবি। ঐতহনে তোক কহচু, আইজকা আসুব তো বিহান হওয়ার আগেই এখান থেকে চলে যাবু। যায়ে হেনে কাপুড়গুলা ধোপাক দিয়ে দিবু আর কহিবু কাপুড়গুলা যাতে রাইতে রাইতে ধুয়া হয়ে যায়। আর যদি এরকম না করিবা পারিস তাইহিলে ধরা পরে যাবু। মোর বাপ কিন্তু চন্ডীর দুয়ারত বলি দিয়া দিবি। তেখন আর তোক বাঁচা পাম না। কি হবি তুই তো মরবুই, মোরো কি যি হাল

হবি তো বুঝা পাছি। তেখন গোপাল কহিলি, ঠিক আছে। রাজা তো কথা মতন সিন্দুরের আইল দিয়ে দিছে। ঠিক পরের দিন গোপাল রাজকইন্যার ঠেনা চলে গিছে। তাহো কিংক্যারে যি সিন্দুর জামা কাপুড়ত নাইগে গিছে মালুম পাইনি। রাজকইন্যা দুলবা কুপি নিয়ে ভিড়ে হেন দেখছে হাইবানা এখন কি হবি। কাইলকায় তো তুই ধরা পরে যাবু - তাড়াতাড়ি করে ভোরে ধুপিক কাপড়গুলা ধুবাদি। না হইলে কাইল কায় বিহানে তোক ধরে নিবি। হাইবাব, তুই কি করলু। জীবনটা হারালু আর কি করলু। আর মোর জীবটাও যাবি। তোক যদি মারে, তে মোক ছাইড়ে দিবি? আসল দোষ তো মোর। মুই যদি না থাকিবা কহিতু তাই হিলে এতো বিজোখল-জঞ্জাল হতোই না।

রাইত যেখন ভোর হয়ে আইচে রাজকইন্যা গোপালক সিন্দুর নাগা জামা কাপুড় নিয়ে ধোপার বাড়িত পেঠে দিলে। গোপাল সেনতন কললি। ধোপাক কহিলি, এই কাপুরগুলা বিহান হতে না হতেই যেন ধুয়া হয়ে যায়।

বিহান হয়ে গেল। রাজা তেখন দেখিলি ঠিক রাজকইন্যার ঘরত লোক আইছিলো। পায়ের চিন আছে। চোর ঠকার তহনে চাইরদিকি মানুষ পেঠালি। ধরা পড়ে গেল একটা ধোপা। ধোপাক ধরে আনিলি। রাজা কবুল করা কললি, তেখন ধোপা কহচে, না রাজাবুবু মুই চোর নহো। আইজকা মোক জার নাগিছিলো তো হামরা ত গরীব মানুষ, জামা কাপুড়ও নাহি। ঐতহনে মানুষের কাপুড়গুলা পিন্ধিছিনো। রাজা তেখন খুব রাইগে কহচে, ধোপা টপ করে কহেক, তোক কে এলা কাপুড় ধুবা দিছিলো? ধোপা কহচে, ফুল আলি মাইলানির বহিনবেটা এলা কাপুড় ধুবা দিছে।

রাজা রাইগে সিপাহীগুলাক কহিলি, যাও গোপালক দড়ি দিয়ে বাইন্ধে মোর ঠেনা নিয়ে আসো। সিপাহি গোপালক ধরে আনিলি। সব কহিলি। বিচারে শাস্তি হলি চন্ডীর দুয়ারত বলি দিবি। ধরে নিয়ে চলে গেল চন্ডীর দুয়ারত। বলি দিবি আর কি। তেখন গোপাল জোর হাত করে কহচে, মোক তোমরা বলি দিয়ে দিবেন, তে মোর একটা অনুরোধ আইচ্ছিলো। সিপাহিরা কহচে, কি অনুরোধ? তোর এনা কোন অনুরোধ শুনা হবি না। ওমার মধ্যে কেহ কেহ কহচে, এই থামে কাইটে তো দিমই। অয় কিবা কহিবা চাহচে তে একনা শুনো। তেখন সবায় কহচে, কি, কি তোর অনুরোধ, তাড়াতাড়ি কহেক। গোপাল কহচে, ওটা আমের গাছত চলে হেনে আসমানটা দেখিবা দাও খুব আসমানটা দেখিবা মোনাছে। তোমরা সবাই গাছের চাইর দিকি তরোয়াল বল্লাম নিয়ে ঘেইরে থাকেন। দেখা হয়ে গেলে নাইমে যাম। তারপর তোমরা যা করবার করেন। সিপাহিরা কহচে, চল চল টপ করে দেরি হলে রাজা হামাক গাইল দিবি। গোপাল আমের গাছের টিন্ টিন্ আগালত মনের দুঃখে কান্দিবা ধরলি -

এই রাজারো বিচাররে নাহি

এই রাজার ধর্ম নাহি
সৈরব নগর প্রাণ হারালাম
ঐনা দুঃখে দুঃখিনী।
ঐ বাপকে গিয়া বলো হে কুন্ডল
ও কুন্ডল মাকে গিয়া হে বলো
সৈরবনগর প্রাণ হারালাম রে
ঐনা দুঃখে দুঃখিনী।

সিপাহিরা সবায় আমগাছের চাইর দিকি পাহারা দিয়ে আছে। ওমরা মনে করছে যি কিছুক্ষণ পরে গাছ থেকে নামবি। আর এ দিকি গোপালের কান্দন শুনে কুন্ডল পাখি জুত্ জুত্ করে গাছত যায়ে পড়লি। তারপরে ওক নিয়ে উড়ে চলে গেল। তখন তো সিপাহিরা অবাক। কইরে ভাই, গাছটাত যি মানুষটা চড়লি তে মানুষটা কই? চুর, চুর, ওর কোনো পাত্তাই নাহি। হারেই গেল একবারে। রাজাক আইসে জোরহাত করে কহিলি, রাজা শুনে তো আগুন। কহিলি, ঠিক আছে। রাজা ঐদিনে সভাসদ মিলে যুক্তি করে ঠিক কললি যি আইজ কাজলের আইল দিবা হবি। যে ধরা পড়বি তার কোনো কিছু কথা শুনা হবি না। ওক কুলুতে পিষে মারিবা হবি।

রাইতে ঠিক কাজলের আইল দিয়ে দিলি। এই কথা রাজকইন্যা যি কিংক্যারে শুনা পাইছে, গোপালক দিনে দিনে কহে দিছে। গোপাল ফের ঐদিনের মতন রাইতে রাজকইন্যার ঠেনা চলে গেল। ঐদিনকাও কেমন করে যি গেলো তাহো জামা কাপুড়ৎ কাজল নাইগে গেল। রাজকইন্যা কহচে, হাইবাব, আইজকাও তো জামা কাপুড়ৎ কাজল ভরে গিছে। গোপাল সেদিনও খুব ভোরে ধোপার বাড়িত কাপুড়গুলা দিয়ে দিলি আর কহিলি যাতে জামা কাপুড়ত কাজলের কোন দাগ না থাকে। ধোপা কহিলি, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আচে, তোক কোনো চিন্তা করিবা হবি না।

বিহান হয়ে গিছে। কাপুড় ধুয়ার কথা ভুলে গিছে। ওলায় জামা কাপুড় পিন্ধে হেনে ধোপা বেড়াচ্ছে। আর সিপাহির চোখ জামার উপর পরে গিচে। সিপাহি তো ধোপাক ধরে নিউক। শালা, তুই রাইতে কোনা গিছলো? ধোপা কহচে, না না মুই তো রাইত করে কোনো ঠেনা যাইনি। সিপাহি কহচে, শালা, এলা জামা কাপুড় কাহার পিন্ধিছি? কহেক টপ করে। না হলে চাবুক দিয়ে মারতে মারতে পিঠ লাল করে দিম। ধোপা কহচে, না রে ভাই না মুই নহে। এলা জামাকাপড় মাইলানি বুড়ির বহিনবেটার। তেখন সিপাহি রাগে গোপালক দড়ি দিয়ে বাইন্ধে রাজার ঠেনা নিয়ে গেল। রাজা কহিলি, এর কোনো কথা শুনা হবি না। ওক কুলুতে পিষে মারে ফেল। নিয়ে গেল কলুর ঠেনা। যেখন গোপাল কহচে, সিপাহি ভাই, তোমার পায়ে ধরে কহচো কালকা তো আসমান দেখিছিনু আইজকা পাতালটা দেখিবা দি। তারপর কুলুতে

দিয়ে দেন কোনো কথা শুনেন না। অনেকে কইছে, শালা তো খুব চালাক আইজকাও পালাবার বুদ্ধি করছে। পাইলে যাইলে রাজা তোমাক বলি দিবি। ফের অনেকে কহচে, না না একদিন না হয় পাইলে গিছে সব দিন কি পালাবি? দেও তাইহিলে দেখিবা। চন্ডী মন্দিরের কাথিত একটা বড়ে ছেন্দা ছিল। সেটা অনেকদূর যাবে উপরে উঠিছে। একথা অমরা জানে না গোপাল তো খালের ভিতর ঠুকে গেল আর চাইরদিকে সবায় পাহাড়া দিয়ে থাকিলি। তেখন ফের গোপাল কুন্ডল পাখিক ডাকছে আর কান্দেছে -

এই রাজারো বিচাররে নাহি
এই রাজার ধর্ম নাহি
সৈরব নগর প্রাণ হারালাম
ঐনা দুঃখে দুঃখিনী।
ঐ বাপকে গিয়া বলো হে কুন্ডল
ও কুন্ডল মাকে গিয়া হে বলো
সৈরবনগর প্রাণ হারালাম রে
ঐনা দুঃখে দুঃখিনী।

কোনা যি কুন্ডল পাখি আচ্ছিলো ঐ ছেন্দাটা দিয়ে গোপালক উড়ে নিয়ে চলে গেল। সিপাহিগুলা কহচে, কইরে গোপাল বারাছে কই? না পাইলে গেল। খালত যায়ে দেখছে, ঠিকে তো রে শালা তো কোন পাকে পাইলে গিছে। রাজাক সব শুনালি। রাজা তেখন অইন্য ব্যবস্থা করিবা ধললি।

এদিকি কিন্তু রাজকইন্যার দশমাস দশদিন পুরে গিছে। একদিন ছাওয়াল প্রসব হয়ে গেল। কুন্ডল পাখি কহচে, গোপাল একঝনাতে দু'ঝনা হলেন, এখন দু'ঝনাতে তিনঝনা হলেন। তে এখন সময় আছে। যদি চাইরঝনা হয়ে যান তাইহিলে তোমাক উড়ে নিয়ে যাবা পাম না। তেখন কিন্তু তোমার খুব অসুবিধা হবে। মোক দোষ দিবা পাবেন না। এনতন করে একদিন তিনঝনা কুন্ডলের পিঠিত চড়ে উড়ে নিজ দ্যাশের দিকে চলে আওচে। ফের কিন্তু রাজকইন্যার গাও ভারি হয়ে গিছে। যাইতে যাইতে দশমাস দশদিন পুরে গিছে। তেখন কুন্ডল পাখি এক বড়ো নদীর মইধ্যমধ্যি চড়ত নাইমে গিছে। দু'একদিন পরে ভায়া হয়ে গেল। এখন কি হবি? অছুৎ হয়ে যাওয়া গেলেতে আগুন কোনা পাওয়া যায়? গোপাল কহচে, রাজকইন্যা তুই ইনা ভায়ালার ঠেনা থাকেক, মুই এনা আগুন চ্যায়ে আনো গাওটা থেকে গোপাল আগুন আনিবা চলে গেল। এদিকি রাজকইন্যা দুলবা বড় বেটা অমলক কহচে, বেটা তুই একেনা ভায়াটার লগত থাকেক মুই টপ করে কাপুড়গুলা নদী থেকে ধুয়ে আনো দে। অমল কহচে, টপ করে আসিস। ভায়াটা কান্দিলে মুই জানো না। রাজকইন্যা চলে গেল নদীর ঘাটত। রাজকইন্যা টপটপ করে

কাপুড় ধুছে। ঐ সময়েতে এক বণিক বণিজ করে বাড়ির দিকি আওচে। বণিক ঘাটত রাজকইন্যার রূপ দেখে মোহিত হয়ে গিছে। আর থাইমবা না পাইবে বজরাগুলা নদীর কাথি কাথি নিয়ে আসিবা ধললি। রাজকইন্যা তো জানে না যি এমার মনোত এনতন পাপ আছে। অয় মনে করিছে বজরা কাছে আওচে তাহিলে কহিলে বুঝি আগুন পাওয়া যাবি। বণিকগুলা খুব কাছে কাছে ধীরে ধীরে চলে যাছে। পাছাদিকি এরকম যি বিপদ হবি রাইজকন্যা কখনো কল্পনায় ভাবিনি। রাজকইন্যার কাপুড় ধুয়া হয়ে গিছে। অমার ঠেনা যায়ে কহচে, দাদা আপনাদের ঠেনা আগুন পাওয়া যাবি? থাকলে দাও। তেখন আমার মনে করছে, হ্যাঁ বাই, এই তালে তাল। মাঝি মল্লাগুলা এদিক ওদিক দেখছে। কেহ নাহি। অমরা কহচে, ও আগুন নিবেন? নৌকাত চলে আসেন। রাজকইন্যা কহচে, মুই আছুত আছো। তেখন অমরা কহচে, হেই ওলা হামারা মানিনা। ভিতরে আইসে নিয়ে যান। রাজকইন্যা চলে গিছে ভিতরে আগুন নিবা। আর বণিক এদিকি মাঝিক ইশারা দিয়ে দিছে। আস্তে আস্তে নৌকা যি মইধ্যমধ্যি চলে গিছে তাও আর পাছা ঘুরে দেখেনি। কিছুক্ষণ পর আগুন নিয়ে ঘুরে দেখছে যি হাইবাব, কি হলি। জলত ঝাপ দিবা যাবি ঐ সময় বণিক রাজকইন্যার হাত ধরে নেয় আর কহিলি, আইজ থেকে তুই মোর বহু।

রাইজকন্যা দুলবা বণিকের সঙ্গে সত্যিবন্দি করলি যি, বারো বছর তোর মুই পানি খামু না। বণিক হাইসে কহিলি, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। বারোটায় তো বছর। আর তো কিছু নহে। রাজকইন্যা অইন্য একটা ঘরত থাকলি।

আর এদিকি গোপাল আগুন আনিবা গিছে তে অয় এক ফাঁদৎ পড়ে গিছে। ঐ দ্যাশের রাজা কিছুদিন হয়ে গিল্যে অল্প বয়সে মারা গিছে। কিন্তু রাণী তো জোয়ান। গোপালক যখন দেখিছে তেখন রাণীর মন অরপতি গলে গিছে। মনে মনে কহিছে অয় যদি মোর ভাতার হইত তাই হিলে খুব ভালো হইত। নানা রকম ছলাছলে গোপালক বাড়ির ভিতরে নিয়ে চলে গিছে। আর আসিবা দেয়নি। রাণী গোপালক বিয়া করে নিছে। তেখন গোপাল ঐ দ্যাশের রাজা হয়ে গেল।

গোপালের বড় বেটার নাম অমল আর ছোটটার নাম দুলাল। এ দিকি দুভাই অমল দুলাল নদীর বালুর চড়ত কান্দেছে আর আছে। ঐ চড়ত এক গোয়াল পতিদিন ভোইশ চড়ায় আর চ্যাংরাগুলা ঐ পাহাড়ের চড়ত কান্দে। ভগবানের কি মহিমা ভোইশটা কান্দন শুনা পায়ে হিলে জল তহলে চ্যাংরাগুলার ঠেনা শলশল হয়ে শুতে গিছে। আর অমরা দু'ভাইয়ে পেটভরে খাইছে। দুখ খাওয়া হয়ে গেলে ভোইশটা আস্তে উঠে ওপার চলে যায়। ইংকার হেনে পতিদিন আসে আর দুধ খিলে খায়। গোয়াল কহচে, শালার ভোইশ কি হইচে চার পাঁচ দিন থেকে দুধ কমে যাছে ক্যানে। পতিদিন তো পেট ভরে ঘাস খিলা যাছে। তাহো ক্যানে দুধ কমে যাছে। দেখবা হবে তো কেন এমন হছে।

তারপরের দিন ফের ভোইশ চরাবা নিয়ে গিছে। গোয়াল কিন্তু ঐ ভোইশটার দিকি দেখেই আছে কোনো বাছুরকে দুধ খিলাছে কি না। থাকতে থাকতে ভোইশটা যেখন নদীত ঝাঁপ দিয়ে দিলি তেখন গোয়াল অর নেংয়ুর ধরে ওপার চলে গেল। ভোইশটা যায়ে হেনে শুতে দু'ভাইক দুধ খিলাবা ধললি। গোয়াল দেখে তো অবাক কহচে, হাবাব, পুতুলার মতন ছাওয়াল কে এনা ফেলে দিয়ে চলে গিছে ? এদিক ওদিক দেখছে কেহ নহি। তেখন গোয়াল দু'ভাইয়ক ভাল করে পিঠিত বাইন্ধে নিয়ে বাড়িত চলে আসিলি।

সাইঞ্জবেলা বাড়িত পৌঁহুচাল। তাড়াতাড়ি করে গোহালিত ভোইশ ঢুকে দিলি। গোয়াল অর বহুক টক করে ডাকছে, কইরে ? টপ করে বাহিরে বারা বারা। মুই ভালো জিনিষ আনিছু। টপ করে বাড়িত নিয়ে চল। আস্তে আস্তে কেহ যাতে না জানা পায়। বহুটা ঘর থেকে কহছে, কি যি ভাই আনিছে ? আনিছে তে নিয়ে চলে আয়। মুই এদিকি তাড়াতাড়ি করছো আর এদিকি ডাকিবা ধরিছে। হেই মোক আর ভালো নাগেনা। দিনটায় হারে চলে গেল তাহো হারে কামগুলা করিবা পাননুনা। থামিস যাছো। বাইরে আইস্তে আইস্তে কহছে, কই কি ? দেখছে, ওই ওলা কোনা পালু ? গোয়াল হাইসে হাইসে কহচে, চুপ। টপকরে কোলাত করে বাড়িত নিয়ে চল। দুভাই নিন পরে গিছে। তেখন মাউক-ভাতারে গল্প করছে, গোয়ালী কহচে, ছাওয়াল গুলাক কোনা পালু, না কাহারে চুরি করে আনিলু?

গোয়াল কহচে, ধেৎ খেপী, পাগিলী হইছি নাকি, কাহারো চ্যাংরা ফের নক্করে আনা যায়? নদীর পাহাড়ত ভোইশ চড়াইচ্ছুন আর ওপার চ্যাংরাগুলা বালুর চরত বসে কান্দিছিলো। হামার ভোইশটার যি দুধ কম হইছে ঐ তহনে। পতিদিন ভোইশটা এই ভায়ালক দুখ খিলাবা যায়। মুই মনে করছো ক্যামে দুধ কমে যাছে ? তে কাইলকা ধরা পানু ইংক্যারে ছাওয়াললাক পানু। এলা কথা যাতে কেহ না জানে। হামার তো ছাওয়াল পাওয়াল নাহি তে এলায় হামার হবি। গোয়াল কহচে তুই একেনা পেটত কাপুড় বাইন্ধে বেড়া। তাই হিলে সবায় কহিবি যি, বুড়াকি বসত ভগবানের কৃপায় ছাওয়ালের মুখ দেখিবু বুঝি। তারপর তুই কাইলকা খুব বিহানে দহি বেচিবা চলে যা। গোয়ালী তেখন পরের দিন বিহানে দহি নিবেন গে, দহি নিবেন গে করতে করতে বাড়ি বাড়ি বেড়াছে। গোয়ালী তখন অবাক হয়ে কহচে, কি গে, মোর কি কপাল ফলিছে ? তে অমরা কহচে, তুই বুঝা পাই না ? একঝনা টপ করে কহে দিলি, তোর যি গতরত ভায়া হইছে তে বুঝা পাই না ? ওটাই ভাই হামরা সবাই কহচি। যি তোর কপাল ফলে গিছে। তোর বয়সটাও হয়ে গেল এখন ফের ভগবান চোখ মেলে দেখিছে। ওটায় কহচি। গোয়ালী কহচে, ঠিকে তো। কি করিবু গে মা, যদি ভগবান করে হয় তে মোর বান্ঝিনাম গুচে, দেখা যাউক।

আর কয়েক মাস পরে ধামা পেটত বাইন্ধে নিয়ে দহি বেঁচে বেড়াছে। গায়ের বুড়া বুড়িলা

কহচে, হা গে তুই তো হারে আইজ কাইল হয়ে আছি। গোয়ালী কহচে, ঐন্তনে গে ঐন্তনে গে।

কয়েকদিন পর গোয়ালী ছওয়াল নিয়ে বেড়াছে তে সবাই দেখে কহচে, তোর ভায়াল তে দেখিবার মতন হইছে গে, দেখেই হারে হামাক নিবা মোনাছে। ইংক্যারে দু'ভাই গোয়ালের বাড়িত মানুষ হছে।

গোপাল নয়া দ্যাশের রাজা হয়ে গিছে। গোপাল রাজার নয়া রাণী কহচে, হামার বিহাত লোকজন খিলবা পাইন্য না তে একদিন একটা কাঙালী ভোজ দিবা হবি। গোপাল রাজা কহিলি ঠিক আছে। তেখন রাজার আদেশ মতন গোটা দ্যাশত ঢল শরত করে দিলি। আর কহিলি, এই নদী দিয়া কোনো বণিক বণিজ করিবা গেলে বা বণিজ করে আসিলে তামাকও রাজার বাড়িত ভোজ খাবা যাবা হবি। ঐতহনে একটা সাইন বোর্ড নদীর ঘাটত টাংয়ে তুলি। কখন নদীর ঘাটত কে থাকিবি মানুষজন নাহি। সবায় এদিকি মানুষক খিলাতে ব্যস্ত। তেখন কে কেঝন কহিলি যে, গোয়ালের দু'টা বেটা আছে না ? অমরাও তো বেশ থাকিবা পারবি। গোপাল রাজা কহিলি, তাইহিলে ঠিকে হবি। ওনা ছোটো চ্যাংরা পেংরা থাকিলেই হবি। কেহ আসিলে অমরা কহিবি, ঘাটে নৌকা নাগান রাজার হুকুম। সাইন বোডটাক দেখে দিবি তাইহিলে অমরা মনে করবি যি, ঠিকেই তো রাজার হুকুম। না হইলে কি অমরা মিথ্যা কথা কহিবা পারে ?

রাজার একঝনা গোয়ালক যায়ে হেনে কহিলি, হামার রাজা বাবু তোর চ্যাংরাগুলাক চাহচে একেনা। গোয়াল কহচে, ক্যানে, কি করিবি ? তেখন অয় কহচে, রাজার বাড়িত ভোজ হছে তে মানুষজনের খুব টানাটানি। নদীর ঘাটত দু'ঝনাক থাকিবা হবি। ওনা কিছু করিবা হবি না, খালি শুধু কোনো বণিক নৌকা বাইন্ধে হেনে ভোজ খাইতে যান রাজার হুকুম। এই যে দেখেন রাজার সহি সাইনবোর্ডে আছে। এলায় খালি কহিবা হবি। খালি একদিন এক রাইত থাকিবা হবি। আর অইন্য কিছু কাম করিবা হবি না। খাবারের কোন অসুবিধা হবি না। ঠিক সময় খাবার দিবি। গোয়াল কহচে, হাইবার, না অইন্য আর কিছু কবিবি ? মানুষটা কহচে, না না, উলা তোক কিছু ভাবিবা হবি না। এই দে তোকো তো ভোজ পাবা যাবা কহিচে।

দুভাই অমল ও দুলাল ঘাটত বসে আছে। লোকজন আওচে, খাইয়ে খাইয়ে চলে যাছে। ওমরা দু'ঝনায় নৌকা জোগাছে আর বসে আসে। এনতন করে বেলা চিকিমিকি হয়ে গিছে। তেখন বড়ো বণিক ছয়-সাতটা বড়ো নাও নিয়ে নদী দিয়ে চলে আওছে। অমাক ডাকিছে। আইচে, কহিচে - তোমাক রাজার বাড়িত ভোজ খাবা যাবা হবি। নৌকাগুলা ঘাটত বাইন্ধে দেও আর সবায় চলে যাও। নৌকাগুলা হামরা জোগামো। চুরি টুরির কোনো ভয় নাহি। তেখন বণিকটা কহচে, নৌকাত মোর ভালো জিনিষ আছে। না না কোনো ভয়ের কারণ নাহি। বণিক কহচে, যদি কোনো কিছু হয় তাইহিলে তোমার দু'ভায়ের উপর সব দোষ পরে যাবি।

তেখন বণিক সব নাওগুলা জমা দিয়ে ভোজ খাবা চলে গেল ? আর ফের ভয় দেখে কহিলি, যদি কোন কিছু হয়ে যায় তাইহিলে রাজার ঠেনা বিচার করে নিম। এই কহে চলে গেল। মেলায় রাইত হয়ে যাছে, তাহো বণিক খায়ে দায়ে আসে না। ছোট ভাই দুলাল অমলক কহচে, দাদা মোক নিন ধরছে। অমল কহচে, না ভাই নিন্দাই না, নিন্দালে যদি কোন কিছু হয়ে যায় তাইহিলে তো হামারেই দোষ হবি। অয় কহচে, মোক যি খুব নিন নাগছে - তাইহলে তুই একটা গল্প কহেক। অমল কহচে, কাহার যি গল্প করিম, গল্প তো জানো না। ভাই কহচে, তুই তাহো একটা ছোটোমোটো কহেক না । অমল মনে মনে কহচে, ছোট মানুষ তো গল্প শুনলে নিন পালায়। অমল কহচে, ভাই কাহার গল্প কহিমো ? নিজের গল্পই কহচো, শুনেক। মুই গল্প কহিম আরতুই হুমকারি দিস দে ? দুলাল মাথা নাহড়ে কহিলি, হ্যাঁ।

অমল কহচে আর ভাই দুলাল হু হু করে যাছে। এদিকি বাপ মায়ের গল্প করেই যাছে আর নৌকার উপর বসে আছে। কথা দিয়ে তো কহচে কখনো ফের গান দিয়েও কহচে -

বাবা গেল আগুন আনিতে
তাকে খেল বাঘে ধরে
মাও গেল যমুনার ঘাটে ওহে কাপড় খাচিতে
তাকে খেলো কুমির ধরে
কেন্দোনা কেন্দোনা দুলাল
কেন্দে করিবি কি
বাবার নামটি গোপাল হে রাজা
মায়ের নামটি দুবলা হে বতী
মাসির নামটি অচলা হে বতী
কাকার নামটি কুন্ডল হে পাখি
কেন্দোনা কেন্দোনা দুলাল
কেন্দে করিবি কি ।।

এনতন করে বড়ো ভাই গল্প কহচে, আর ছোট তাই শুনছে। ঐ নৌকাটাত যি দু'ভায়ের জন্মদাতা মাও আছে সেটা তো ওরা জানে না। অমরা নিজের মতন গল্প করে যাছে। নাওয়ের ভিতর দু'ভায়ের মায়ের চোখের জল বয়ে যাছে। অয় কহচে, ইলা তো মোর নিজের চ্যাংরা। যিলা গল্প করছে সব কথা তো ঠিক ঠিক মিলে যাছে। নৌকার ঘরত বসে খুব কান্দেছে আর, ভগবানের ঠেনাত ক্কল করছে, ভগবান যাতে মোর ছাওলাগুলা মুই পাও আর এই পাপিষ্ঠ বণিকটার ঠেনা থেকে মুই মুক্তি পাও।

আর খুব কান্দেছে। রাইতো হয়ে গিছে। বণিকো আসে না। আর দু'ভাই গল্প করে যাছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে বণিক অর লোকজন মিলে ভোজ খায়ে চলে আলি।

তেখন বণিকের বহু কহচে, দেখ এই দু'ট চ্যাংরা আমাকে নাই অননাই করে কথা কহিচে। বণিক তো রাইগে আগুন হয়ে গেল। এখনেই মুই রাজাক কহিম আর এর তহনে

বিচার চাহিম। এমাক ভালো করে শাস্তি না দিলে হবি না। বণিক দু'ভায়েক কহচে, তোমরা এনা আইচ্ছিলেন আর কি কি কথা কহিছিলেন ? দু'ভাই কহচে, বণিক বাবু, হামরা তো কিছু কহিনি। হামরা নিজের গল্প করছিলো। দুলাল কহিলি যি মোক খুব নিন ধরছে একটা গল্প কহেক। মুই মনে করিনু যি কাহার গল্প করিম, করো তো নিজের গল্পয় করো। হামরা নিজের গল্প করছিনো। আর অইন্য কিছু তো করেনি। তেখন বণিক রাইগে কহচে, থামে তোমাক দেখাচি মোজা। কিছু না কহেন তে ক্যানে তাইহিলে অয় কান্দিবি, ক্যানে ? আর কহিব বা ক্যানে ? যি অমরা মোক খারাপ কথা কহিচে। চলো এখন রাজার ঠেনা সব কথা ভালো করে কহিবা হবি না হলো তো বুঝায় পাছেন কি হবি তোমার অবস্থা। অমল আর দুলাল দু'ঝনায় কহাকহি করছে, হাইবাব, হামরা তো কোনো কিছু কহিনি। অমল কহচে, মুই তো গল্প করিবা চাহিনি, তে একবারে শুনবুই। দু'ভাই এমনি ছোটো ছোটো, তারপর ভয় দেখাচে আরো ভয়ে কান্দন মোন্দন হয়ে গেল। বণিক রাজাক জানালি, মোর বহুক এই দু'ভাই যা তা করে কহিচে, এই তহনে মোক ভালো করে বিচার করে দেও। না হলে কিন্তু এমাক ছারিম না। মুই তো আগেই কহিছিনু যি মোর নাওত অনেক রকম জিনিষ আছে। তাহো বুঝিলেন না। বণিক তখন রাজার ঠেনা ভাল করে বিচার চহিলি।

রাজা বিচারত সবাক সামনা সামনি ডাকিলি। প্রথমে ডাক পড়লি বণিকের বহুর। গোপাল রাজা কহচে, বণিকের দাবি হলি যি অমল, দুলাল এমরা দু'ভাই বণিকের বহুক নাই অননাই করে কথা কহিচে, আর দু'ভাই কহচে, হামরা কিছু কহিনি এটা নিয়ে তো বিচার ! তাইহিলে দু'ভাই বেলে কিছু কহিনি তে বাদী কহুক কি কহিচে দু'ভাই। আগে বাদীর মুখে ঘটনা ভালো করে শুনা যাউক তারপর আসামীর মুখে শুনা যাবি। বাদী তো খালি কাইন্দে যাছে। বাদী কহচে, আগে ঐ ছেলেগুলা কহুক। তারপরে মুই কহিব। এদিকি দু'ভাই কাঁপছে আর কান্দন মোন্দন হয়ে গিছে। গোয়াল গোয়ালী কহচে, রাজাবাবু মোর ছোট ছোট চ্যাংরাগুলা নেকা জোগাব যায়ে হেনে অমারে দোষ । এতুকুনা এতুকুনা চ্যাংরা এমরা কি এমন গাইল জানে, বাড়িতে কাহারো সঙ্গে হাসি ঠাট্টা বা অইন্য কিছু কাহাকো কহে না। রাজা কহচে, যি অর বহুক যেই সেই কহিচে তে দেখা যাউক। আরে বাবা তুই তো কহিলে হবি না যি মোর চ্যাংরাগুলা ভালো। অয় যি ফের খারাপ কহচে। অমল দুলালক রাজা ডাকিলি, ইনা তোমরা দু'ভাই আসো। এরা তো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গেল। এখন কহো কি কহিছিলেন বণিকের বহুক। না যদি ভালো করে কহিবা পান তাহলে ছয় বৎসর জিহাল আর পঁচিশ জতা। অমল দুলালের চোখত টল ঠল করছে আর কহছে, হায় ভগবান, কাহাকো কিছু কহিনি তাহো আমার দোষ। তেখন ওরা সেই গানটা ফের রাজার সামনত করিল গানগুলা কহে হেনে দু'ভাই কান্দিবা ধললি। কথা কহিবা পারে না এরকম। কাইন্দে কাইন্দে জোড়হাত করে কহচে, রাজাবাবু হামরা আর কিছু কহিনি। তেখন রাজা না কহিতেই বণিকের বহু কহচে, রাজা মশায়, ঐ ছেলে দুটা হামার

নিজের। আর এই পাপিষ্টি বণিক মোক জোর করে নদীর ঘাট থেকে ধরে নিয়ে গিছে। এদিক কিন্তু রাজাও মনে মনে বুঝা পাছে, ভালো করে কহিবা পায় না। রাজার হুকুম মতন সিপাহি বণিকক দড়ি দিয়ে দালানের থামত বাইন্ধে থুলি। বাকি লোকজন ছাইড়ে দিলি। নৌকাগুলাক ঘাটত বাইন্ধে থুলি আর সিপাহি দিয়ে কড়া ভাবে পাহাড়া দিবা কহিলি। সিপাহিয়া সেনতনে কললি।

এখন গোয়াল-গোয়ালী কহচে ইলা হামার চ্যাংড়া। আর ঐ বহুটা কহচে হামার নিগের পেটের চ্যাংড়া। রাজা মনে মনে কহচে, ইলা গোয়াল-গোয়ালীর ছাওয়াল নহে। ইলা তো মোর আর ঐ বহুটার ছাওয়াল। কিন্তু ইনা তো ঐ কথা কহা যাবি না। এটা বিচার সভা যতক্ষণ না বিচার মিমাংসা হয় ততক্ষণ কিছু কহা যাবে না। রাজা মনে মনে যুগুথুগু পড়ে গিছে। বড়ো বড়ো পন্ডিত আর মন্ত্রী মিলে আলাপ আলোচনা করে কহিলি তোমরা যেমন এনতন কহছেন যি অয় কহচে মোর ছাওয়াল আর অয় কহচে মোর ছাওয়াল। ঐনায় পরীক্ষা হবি কাহার নিজের কুক্ষির ছাওয়াল আর কাহার নেহে। ইনা যদি কহি যি অর ইলা নিজের ছাওয়াল তাইহিলে একঝনাক ভালো হমো আর একঝনার খারাপ হবে। এনতন না করে ঐনায় সত্যি ছাওয়ালের মাও বাপ ধরা পড়বি।

নদীর পাহারত সবায় খাড়া হলি। বড়ো মন্ত্রী কহিলি এমরা ভাই এটা পাহাড়ত একঠেনায় খাড়া হয়ে থাকিবি আর দুই ছাওয়ালের মাও ওপাহার থাকিবা হবি, তারপর একঝন করে নিজের দুধ চিপিবা হবি, যার দুধ দু'ভাইয়ের মুখত পড়বি সেই হবি আসল ছাওয়ালের মাও। আর যার দুধ ঐ দু'ভায়ের মুখত পড়বি না তাইহিলে সেই সত্যি ছাওয়ালের মাও হবি না। সবায় তো মোর কথাগুলা শুনালেন। সবাই কহিল হ্যাঁ। তাইহিলে ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। রাজারো চোখ শুকে গিছে। কিন্তু কহিবা পায় না। তাইহিলে কে আগে দুধ দিবি ? তেখন সবায় কহচে, গোয়ালী যেখন বেশী টপটপ করছে তে অনেক আগে দিবা হবি। তাই হলি। গোয়ালী ওপার গেল। খাড়া হলি এদিক থেকে বিচারের সভাপতি গোয়ালীক কহিল, তুই ঠিক আছিস ? অয় কহিল, হ্যাঁ। বিচারক কহিলি, সবায় মোর কথা শুনো, মুই একলায় দেখিলে হবি না, সেবাকে দেখিবা হবি। যেটা সত্যি হবি হেটা সবায় কহিবেন। না কি কহছেন। সবায় কহিলি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। যেটা দেখিমো সেটা কহিমো, ওটা মিথ্যা কহ্যা যায় ? বিচারক কহিলি এখন সেবায় গোয়ালীক দেখো। গোয়ালী নিরে শরীরের দুধ চিপিয়া ধললি। খুব চেষ্টা কললি কিন্তু দুধ এক ফুটাও বাড়াইল না। গোয়ালীর পালা শেষ হয়ে গেল। এখন ঐ বহুটার পালা। অয় তখন ভগবানের নাম করে একবার চিপিলে এক ছাওয়ালের মুখত পললি আর একটা চিপিলি তো আর এক ভায়ের মুখত পললি। দুধে দু'ভায়ের মুখ ভরে গেল। বিচারক কহিলি সবাকে কে তাইহিলে এই ছাওয়ালগুলার সত্যিকারের মাও। তেখন সবায় হাইস্তে হাইস্তে ঐ বহুটা হয় সত্যিকারে নিজ গর্ভধারিনী মাও। গোয়াল গোয়ালী মুখত চুনকালি মাইখে মুখ আচুড়াতে

আচুড়াতে বাড়িত গেল। ওরা সারাজীবন বাঞ্জ-বাঞ্ছি থাইকে গেল।

এখন রাজা কহচে এই চ্যাংরা আর বহুটা মোর। বহুটা কহচে মোর এটা ভাতার। তেখন চাইরোঝনায় কোলাকুলি করে মিল হয়ে গেল।

জোলার ঘোড়ার ডিমা

এ্যাকনা দ্যাশত এ্যাকনা আছিল জোলা। বুদ্ধিসুদ্ধি নাই—যাক কয় সারুয়া ভোদাই, সেই বাদে উনার নামখুনা হইছে জোলা। জোলা হইলে কি হবে, উনার কিন্তুক মারাত্মক শখ। সেই জোলার একদিন হাউস চটকিল উনায় এ্যাকেনা ঘোড়া কিনিবে। টাকা-পাইসা কোন'য় নাই, কেংকরি ঘোড়াটা কিনিবে—এই চিন্তাতে তিন রাত্তি থাকি জোলার চকুত নিন নাই, চোপোনাত্তি খালি চিন্তায় করে। এংকরি কয়দিন চিন্তা করতে করতে শেষকালত জোলা মনে মনে ধান্দিলেক যে ঘোড়ার যদি ডিমা কিনিয়া উসুং বসে দেওয়া যায়—তাহইলে তো ডিমা ফুটিয়া ঘোড়ার বাচ্চা হবে। কিন্তুক কাথা হইলেক ঘোড়ার ডিমা কোটে পাওয়া যাবে ?

এইবার জোলা হাটে হাটে ঘুরি বেড়ায় আর ঘোড়ার ডিমা চান্দায়। পত্তিটা হাটোত যায় আর ডিমাহাটিত ঘোড়ার-ডিমা চান্দায়। হাসের ডিমা, চড়াইয়ের ডিমা-ছোটো-বড়-নানান নাকান ডিমা দেখে কিন্তুক ঘোড়ার ডিমা আর পায় না। ঘোড়ার ডিমার কাথা মানসিলাক কইলে—কাঙো দাবড়ায়, কাঙো হাসে, কাঙো গালি পারে, কাঙো বা জোলাক পাগলা কয়া খ্যাদে দেয়। জোলাক কাঙোয় পাত্তায় দেয় না। তেঙ'ও জোলা আশা ছাড়ে না; ঘোড়ার ডিমার বাদে জোলা হাটে হাটে চান্দায়, জোলা নাছোরবান্দা।

এক আছিল টেনটোন। খুব চাল্লাক। কাজ নাই, কামাই নাই, খালি মানষিক ঠকেয়া খায়। হাটোত সেদিন এই টেনটোনের নগদ জোলার আল্লাপ হইল। সেলা জোলা টেনটোনোক ঘোড়ার ডিমার কাথা কইল। আর টেনটোন দেখিল জোলারটে পাইসা ছলেবার এই এ্যাকেনা মোকা। টেনটোন করিল কি—জোলার পাইসা চাইট্টা নিয়া হাট থাকি একটা বড় পুর কিনিয়া জোলার হাতোত দিয়া কইলেক ;—'এই টায় ঘোড়ার ডিমা। মাটিত থোয়া যাবে না, মাটিত থুইলে ডিমা ঘোলেয়া হবে, আর ঘোলেয়া হইলে বাচ্চা ফুটি বিরাবে না। গামছা দিয়া ঢাকিয়া সোজা বাড়ি নিয়া যায়া বিছিনাত থুইয়া দাগিলা দিয়া ঢাকি ধরিয়া উসুং দিলে তিনমাস বাদে

ঘোড়ার বাচ্চা ফুটি বিরাবে।' জোলা ঘোড়ার ডিমা পাইছে, উনাক আর পায় কায়। ঘোড়ার ডিমা ধরি (আসলে পুর !) জোলা সোজা বাড়ি বুলি ঘাটা ধরিল।

হাট থাকি জোলার বাড়ি ভালেখুনা দূর। জোলা যায় আর যায়—ঘাটা আর ফুরায় না। বেলাও ভাটি পড়িছে। বেলা প্রায় ডোবে ডোবে, এমুন সময়ায় জোলা নদীর পাড়'ত আসিল: নদীটা পাড় হয়া কয়ফালং গেইলেই জোলার বাড়ি। নদীর গাবারত আইসা মাত্র জোলাক ধরিল হাগা। এমুন হাগা ধরিল-কাপড়-খ্যাতা যায় আর কি। জোলা কাপধাপ করি ঘোড়ার ডিমাটা (পুর) নদীর পাড়ত কাশিয়ার থোপোত থুইয়া কাষ্টি খোলাইতে খোলাইতে দৌড়ি যায়া হাগির বসিল। হাগির বসিয়া জোলার মনত পড়িল যে টেনটোনতো উনাক কইছে ডিমাটা মাটিত থুইলে ঘোলেয়া হবে। আর যায় কোটে—কোনরকমে নদীর জলত টিকাখান ধুইয়া, খানিক কুলকা ফেলেয়ায় দৌড়ি গেইল ঘোড়ার ডিমাটা যেটি থুইছে—ওটিখুনা।

এ্যাদিফির হইছে আর এক কান্ড। কাশিয়া বাড়ি থাকি শিয়াল বিড়িয়া প্যাটের ভোগোতে পুরটার আদখান খায়া ফেলাইছে; আরো খাবার বাদে বেশ যুত করি বসিয়া পুরটাক কামরেবার ধরিচে। এমুন সময়ায় জোলা দৌড়ি আসি দেখে—রাম! রাম! হোর ডিমা ফুটিয়া ঘোড়ার বাচ্চা হইছে। আর যায় কোটে, জোলা আনন্দের ঠেলাত হাতত দড়ি ধরি ঘোড়ার বাচ্চা ধরোং বুলি দিলেক শিয়ালের পাছিলাত দৌড়। শিয়ালও জাহানের ডাহাতে দিলেক ছিল্লাফাটা দৌড়। শিয়ালও দৌড়ায়, জোলাও দৌড়ায়। এ্যাকে কাঁশিয়া বাড়ি, ফির এ্যাদি বেলা গেইছে ডুবি—ভোমাসাজ নাগিচে; ঘোড়ার বাচ্চার (শিয়ালের) কি আর নাগাল পায়। জোলা নালকাল, তেঙও হাতোত দড়ি ধরি ভ্যামলাই-চাটা হয়া ঘোড়ার বাচ্চা চান্দায়। চান্দাইতে চান্দাইতে আচমকা জোলার নজরত পড়িল—ঘোড়ার বাচ্চাটা থাকি আছে। জোলা ঠ্যাং টিপি টিপি হাটি যায়া—ঘাপ্পাত করি ঘোড়ার বাচ্চা বুলি বাঘের গালাত দড়ি দিয়ায় পিটিত বসিয়ায় গালাটা সাপটে ধরিল।

আর যায় কোটে। বাঘ কোনোদিন এমুন ঠ্যালাত পড়ে নাই। আচমকা এমুন কান্ড হবে বাঘটা ধান্দিবারে পায় নাই। দানোচমকা বাঘ ভরকি যায়া দিলেক জোড়া ঠ্যাংয়ে ঝাপ, জোলা কিন্তুক পিটিত। জোলা মনে মনে ঠাওরায়—বাচ্চা ঘোড়া হইলে কি হবে! ঘোড়াটার ত্যাজ আছে। জোলা আরো যুতেপাতে-কটকট করি বাঘের গালা জাবরে ধরে। বাঘো দেখিল মহামুস্কিল। বাঘটা দৌড়ায় আর ঝটপটায়। যেই বাঘটা—ডিকরিছে, হাউ করি উঠিছে সেলা সোনে জোলার বোদ চাপিল, বাপরে এটা না বাঘ! এ্যালা ফির কি হবে! বাঘ কিন্তুক সেলাও ডোডায় আর দৌড়ায়, জোলাও সেলাঙ বাঘের পিটিত-জাহানের ভয়োত ঠইস্যা খাবার জোগার। বাঘটা দৌড়াইতে দৌড়াইতে যেই এ্যাকনা কাটোলের গছের তল আসিছে, জোলা এ্যাকেবারে খাপ্পাত করি একটা কাটলের ঠাইল ধরি ঝেলেংন্যাটেং। বাঘের পিঠির বোঝা কমিল কিন্তুক গালাত

দড়িখান বান্দায় রইল। আর যায় কোটে। বাঘ দিলেক মরণ দৌড়। খানিক আগোত শিয়াল পিঠ্যান খায়া—এ্যালা বসিয়া খানিক জিরিবার ধরচে, বাঘের এমুন দৌড় দেখি শিয়াল খুসখুসি হাসে। শিয়াল বাঘোক থামেয়া কয়-'হা মামা এংকারি দৌড়ান কেনে তায়।' বাঘ হ্যাস্‌পেসায় আর কয় যে ভাইগ্না পালাও ! পালাও, ঠেক আসিবার ধরচে। শিয়াল কয়া-মিলি বাঘোক থামাইল। বাঘ আর শিয়াল দুইজনে বুদ্ধি পাকাইল যে উমরা দোনোজনে ঠেকোক দেখির যাবে। বাঘ কিন্তুক কোনোমতে রাজি হইলেক না। শিয়াল পইপই করি এত বুঝাইল ত্যাঙও বাঘ ঠেকের ওটি যাবার বাদে রাজি না হইলেক। শিয়ালের হইল বাড়িয়া ফুটানি, বাঘোক থুইয়া শিয়াল ঠেকের ওটি যাবার ধরলেক। বাঘের বাধা মানিলেক না।

উদি ফির জোলার আর এক ফ্যাসাদ। গছোত চড়ছে প্রাণের ডাহাত কিন্তুক চরুচরপাটা ভয়োতে দলদলে কাঁপে; মাটিত নামিবে তায় বাঘের ভয়। গছ থাকিযায় জোলা এদি-ওদি দেখে আর ভাবে কি করা যায়। খানিক বাদে দেখে একটা শিয়াল জোলারে এ্যাদি আসির ধরচে। জোলা মনে মনে কয় রইসরে শিয়াল-আজি তোরে একদিন কি মোরে একদিন...সেলা জোলা করিল কি—একটা বড় দেখি কাটল গছের তলোত ফ্যালে দিলেক, পাঁকা কাঠল ধুপ্পুসকরি পড়িয়ায চৌচির হয়া গেইল। একটা ভোচ্ছাচাটা আধাশুকান গছের ঠাইল ভাঙিয়া গছের আওডালত ঝিৎ করি ঘুসি রইলেক।

শিয়াল আইসে আর গোন্দ সোঙে পাকা কাটলের গোন্দতে শিয়াল এ্যাকেবারে পাগলা হয়া গেইল। আগিলা ঠ্যাং দুইটা ভাগ করি টিকাখান তুলিয়া বেশ মনের সুখোত কাটল খাবার ধরলেক। নিঃপইরাশি কাটল খাবারতালোত শিয়ালের আর হোতবোদ নাই জোলাও আছিলো এ্যাই সুযোগখুনার বাচ্চায়; আর কোটে যায়—জোলা শিয়ালের টিকাত দিলেক দোহাতি ডাঙ্। এমুন আন্দারিডাঙ্ খায়া শিয়াল মরোণ-বাচোং দিলেক দৌড়; দৌড়াইতে দৌড়াইতে এ্যাক্কেবারে বাঘের ওটি। শিয়ালের এমুন জীউয়ের হাতাসে দৌড় দেখি বাঘ শিয়ালোক পোছে—'ও ভাইগ্না! এঙ্করি দৌড়ান ক্যানে? ' শিয়াল হেকহেকায় আর কয়—'মামা! ভাগ, ভাগ—ঠেকের উপুরা ঠেক!

মশার তিনটা মাইয়া

এ্যাকনা মশার তিনটা মাইয়া। তায় মশা এ্যাকদিন গেইছে হাট। সাতসাকালে মশা হাট গেইছে, বেলা পড়ছে ভাটিত, ত্যাঙো মশা বাড়ি আইসে না। হির বাচ্চায়, হুর বাচ্চায় মশার দেখা নাই। মশার মাইয়াতিনটা নান্দি-বাড়ি মশার বাদে আছে বাচ্চেয়া। মশা আর হাট থাকি

ঘুরি আইসে না দেখি মশার তিনোটা মাইয়া মশার চিন্তাতে দিশা হারা। সেলা মশার তিনোটা মাইয়া ইনায়–উনাক মশার না আইসার কারণত কওয়া-কওয়ি করে, মশার বড় মাইয়া কয়–

"প্যাট টিমটিম নাগর কানাই
কতক্ষণে বা আইসে"

মাঝকিলা মাইয়া কয়–

"হাতোত নাঠি, ঘড়োত ছাতা
ধীরে ধীরে বা আইসে"

সগারে ছোটোজন কয়–

"ও ! টিক্কিস কামর, টিক্কিস চাপড়
ভেটা বা বিরাইছে !"

মুখ আন্দারি ভোমা সাঁজোত মশা হাট থাকি আসিল। সেলা মশার তিনোটা মাইয়া কাপধাপেয়া মশাক ঢেঁকিয়া নাবিরি দিয়া খাবার দিলেক। মশা দুই-তিন গাস মুখোত দিয়ায় কয়–"নুনো নাই ত্যালো নাই টরটরা নাগা/বেদলাচাটা খাবার খায়া হবে মোর হাগা।" সেলা বড় মাইয়া কয়–"ঢেঁকিয়া তুলিতে কাতা।" মাঝকিলা মাইয়া কয়–"ঢেঁকিয়া বেচিতে কাতা।" সেলা ছোটো মাইয়াটা কয়–"কোটা-বেচা ভাল-না হইলে, নান্দোনের কাতা!'

যমরাজের খবর

ভালেদিনিয়া কাথা। এ্যাকনা মানসির নগদ যমরাজের গালায়গালায় খাতির। শ্যাষত এ্যাকনা ভাল দিন দেখিয়া মানসিটা যমরাজের নগদ সখা পাতায়। এ্যামনেতে খুব মিল, ফির আরো সখা, এ্যাক্কেবারে গালাধরা বন্দু। মানসিটা এ্যাকদিন যমরাজোক নিমনত্ন করিল। যমরাজো সখার নিমনতন ফ্যালেবার পাইলেক না। খুব খাওয়া-দাওয়া হইল। খাওয়া-দাওয়ার পাছোত দুই সখায় বসিয়া নানান সুখ-দুখের কাথা কয়। তা মানসিটা যমরাজেরটে অনুরোধ রাখে যে, মরিবার সমায় হইলে সখা (যমরাজ) যাতে উনাক (মানসিটাক) খবর দেয়। যমরাজও কয় 'ঠিকে আছে মরনের সমায় হইলে মুই ভালা খবর দিম, কিন্তুক যেদিন নিয়া যাবার আসিম সেদিন কিন্তু যাওয়ায় খাবে।'

তা এই নাকান করি দিন যায়। মাস যায়। বছর ঘোরে। আরো ফির বছর-আইসে বছর যায়; গেইতে গেইতে এ্যাকদিন মানসিটা বুড়া হয়। বুড়ার এ্যাকদিন মরিবার সমায়ও হয়।

আচমকা একদিন যমরাজ আসি হাজির হয় বুড়াক নিয়া যাবার বাদে। সেলা বুড়া-মানসিটা কয়—'এটা আরো কেমুন কাথা তায় সখা ! তোমার নগদ কাথা আছিলো যে মোর মরিবার সময় হইলে তোমরা মোক আগোতে খবর দিবেন। তা খবর নাই-বাত্তা নাই আজি এ্যালা কন- 'মোর নগদ যাওয়া খাবে।' যমরাজ কয়—'ক্যা সখা! তোমাক মুই তিন-তিনবার খবর দিলুং তোমরা যদি এলা বোদে না পান তায় মুই কি করিম।' 'সখা তোমারে সোনে আক্কেল, তিন তিনবার খবর দিছেন ত্যাঙও মুই বোদ পাঙ নাই—তোমরা কইলে হইল।' —বুড়টা যমরাজ'ক কয়। সেলা যমরাজ কয় 'পইলা বার যেলা তোমাক খবর দিলুং সেলা তোমার চুলি পাকিল, দুতিয়াবার যেলা খবর দিলুং সেলা তোমার দাঁত পড়িল, আর শ্যাষবার যেলা খবর দিলুং সেলা তোমার চখুর নজর গেইল। তিন তিনবার খবর দিলুং ত্যাঙ তোমরা বোদ যদি না পান মোক ক্যানে ফাকোতে দোষেন।'

সেলা বুড়াটা কয় 'হ্যাঁ রে সখা মুই বোদে পাঙ নাই। এ্যালা সোনে বুজিলুং তোমরা মোক খবর দিছেন। তা সখা! আসিছেন তায় মোক তোমরা নিয়ায় যাও। কিন্তুক এ্যাকেনা অনুরোধ মুইতো কোনদিন জানি-শুনি কোনো পাপ করোং নাই মোক তোমরা তোমার নগদ স্বর্গতে নিয়া যান।'

বুড়াটা মরিল। যমরাজ সখার আত্মাটাক ধরি স্বর্গত চলি গেইলেক।

বুড়া-বুড়ীর ঝগড়া

বুড়া আর বুড়ির সংসার। গিরস্তি করি খায়। বেটি এ্যাকেনা আছিলো, তাকো বেঁচেয়া খাইচে ভালে দু'রত। এ্যাকদিন বুড়া হালবাড়ী গেইচে। বুড়িক কয়া গেইচে খানিক আগুরীতে হালবাড়ি খাবার ধরি যাবার। তা সেদিন বুড়ির কাজ-কামাই করতে করতে বাড়িতে খানিক বেলা হইচে। এদিয়া বুড়া হাল বোয়াইতে বোয়াইতে সমায় মতন খাবার না পায়া মনে মনে ভালে জোখন রাগ হইচে। আজি আসুক বুড়ি খাবার ধরিয়া-উংয়ারে একদিন কি মোরে একদিন। এমুন সমায় বুড়ি খাবার ধরিয়া হাজির। যেই বুড়ি খাবার ধরিয়া গেইচে, অমনে বুড়া হালুয়া প্যান্টি দিয়া বুড়ির মড্ডাকশি ছাড়ি দিলেক। সেইদিন থাকিয়া বুড়া-বুড়ির রাওয়া-রাওয়ি এ্যাকেবারে বন্ধ। বুড়া যদি খাবার বৈসে—যেলা থালের ভাত ফুরায়, সেলা বুড়া থালোত হাত আছড়ায়, বুড়িও বুঝিরপায় যে বুড়াক ভাত নাগিবে। যেলা বুড়ার নোটার জল ফুরায়, সেলা বুড়া

জলের খালি নোটা থোবগেয়া থোয়, বুড়ি বুঝিলেক বুড়াক জল নাগিবে।

এই নাকান করিয়া দিন যায়, মাস যায়। তেঙও কাঙো কাঙোকে রাও-করে না। তা এই ঢক্ করি যাইতে যাইতে একদিন পুষ মাসিয়া জাড়োত বুড়ী সাকালে উঠিয়া আগদোর বাড়ীত জুঁই নাগাইচে। বুড়াও সাকালে উটিয়া ছিলিম খাবে। ছিলিম তামুক ধরিয়া বুড়া বুড়ির ওটি-জুঁইয়ের গোর গেইচে। জুঁইয়ের গোরোত বসিয়া বুড়া ছিলিমোত জুই তুলি তামুক খায়। কেমুন করিয়া এখান জুঁইয়ের আংটা বুড়ার কাপ্‌রোত পড়্চে। বুড়া কিন্তুক দেখে নাই। কেংকরিয়াবা বুড়ি দেখি ফেলাইচে। রাওয়া-রাওয়ি নাই সেই বাদে বুড়ি বুড়াক কবারো না পায়, ফির মুখের আগোতে মানষিটা ছোবা যায়—বুড়ির মন'ও মানে না। সেলা বুড়ি একলায় একলায় কয়—"কারো কাপোড়ে ছোবা যাউক কি কোনোয় ছোবা যাউক, আমরা কাকো রাওয়ো করি না, কোনখান কইয়ো না।" সেলা সোনে বুড়ার হুশ হইলেক, দাশ পাইলেক—কাপড়োত জুঁই নাগিচে। সেলা সোনে কাপধাপ করিয়া উটিয়া আউসকাসি কাপড়ের জুঁই নিবায়। বুড়া বোদ পাইলেক যে এঙকরি রাও না করি আর রওয়া না যায়। সেদিন থাকি আরও বুড়া-বুড়ির রাওয়া-রাওয়ি হইলেক। সেদিন হাতে বুড়া-বুড়ি ভালে-ভালে খায়। আমারগুলার খালি বেদবেদাইতে দিন যায়।

তেলির তেল্‌তেলি

ভালেদিন আগেকার কাথা। এ্যাক আছিলো তেলি। খুব গরিব। উনার কাঙোয় নাই। তেল ভাঙায় আর খায়। এ্যাকেখুনা গরু। সারাটা দিনমান তেল ভাঙায়, আর সেই তেল হাটোত বেচেয়া কোন নাকান করি চাইট্টা প্যাটে-ভাতে খায়।

সেই তেলিটাক কাঙোয় কইনা দিবার না চায়। উনায় খুব গরিব; টাকা-পাইসাও উনার নাই, ঘরদুয়োরের অবস্থাও ভাল না হয়। তাছাড়া নিজের প্যাটটায় চলা ধাউসাউ, বিয়াও করের গেইলে কইনার ঘারোক পণ দিবার নাগিবে, তেলির সেই পণের টাকাও জোগার হয় না, বিয়াও করার মনের হাউস মনোতে রয়।

সাতজনের সাতকথা। নাউ-নাউ সাউ-সাউ। মানসির কাথাত কান থোয়া যায় না। সগায়

কয়-তেলির বিয়াও হবার না হয়। মানসির এ্যাইলা কাথাত তেলির মনটা ভাঙি যায়। তেলি খালি বুদ্ধি পাকায়-বিয়াও এবার মোর করায় খাবে। তেলি জিউ ছাড়ি দিয়া তেল ভাঙায়, পাইসা চাইট্টা-কামায় কিন্তুক কুদি-কুদিবা খরচাও হয়া যায়, হাতোত আর পাইসা না রয়।

এ্যাকহাটে তেলি দুই কলসি তেল ভাকুয়াত ধরি হাট যায়। শুনদুপুরি সড়ক চৈতমাসি দিন। সড়কত জন-কুকতি নাই। ভাকুয়াত তেলের কলসির ঝোকে ঝোকে তেলি হাটে আর ভাবে–

"এই তেল বেচেয়া একটা হাঁস কিনিম। হাঁস যেলা ডিমা পাড়িবে, সেই ডিমালা বসে দিয়া বাচ্চা ফুটাইম। বাচ্চালা বড় হইলে বেচেয়া একটা ছাগল কিনিম। ছাগলটা ভাল করি পুষিলে কয়দিনোতে বড় হবে–বাচ্চা দিবে। তারপাছোত বুড়ানি-বাচ্চা ছাগল বেচাইলে যে টাকা হবে, সেই টাকাত একেনা দামড়ি বাচুর কিনিম। দামড়িখুনাক খেড়ে-ঘাসে টিসটিস করি খোয়াইলে কয়মাসোতে বড় হবে, বছর ঘুরিয়ায় বাচ্চা দিবে। কয়টা দিন দুধে-দইয়ে মাক্তামাকন করি খায়া দুধাল গাই বেচাইলে যায়তায় নিবে, দামো পাওয়া যাবে। গাইবেচা টাকা–বিয়ার পণের টাকা, আর কোনোয় চিন্তা নাই। এ্যাতলা টাকা দিলে ভাল কইনা পাওয়া যাবে। বিয়াও করেয়া–বছর নাই ঘুরিতে এ্যাকনা যদি চ্যাংড়া ছাওয়া হয়....বেটা সেলা ডেকাবে-'বাবা আয়, মাগো ভাত বাড়িছে।' মুই সেলা মিচাং রাগ খায়া কইম-'না খাইম মুই।"

যেই না তেলি 'না খাইম' কয়া মাথা ঝকাইছে তেলির ভাকুয়ার তেলের কলসি ছলকি পড়ি কলসি গেইল ভাঙি। সেলা তেলি ঘাটত বসি মাথা চাপড়ায়। হাটুয়া মানসিলা তেলিক পোচে 'হারে তেলি তেল কেংকরি ফ্যালালো।' তেলি মাথা চাপড়ায় আর কয়–'আর কনে না, ব্যাটা!.....' পিচিলাকাটা এ্যাকনা হাটুয়া তেলিক কয় 'তুই এ্যালাং বিয়াওয়ে করের পালো না তায় ব্যাটা কোটে পালো ?' তেলি কয় এই ব্যাটারে জন্যে মুই কোনোদিনও বিয়াও না করাইম। সচাংয়ে তেলি আর কোনোদিন বিয়াও করায় নাই।

ফকটিয়ার চাল্লাকিত-ধনির বেটা

ভালেদিনিয়া কাথা। ভালেদুরকার কাথা। এ্যাকেনা গ্রামোত আছিলো দুইটা ধনির বাড়ি। খুব ধনি মানসি। বুড়ার বয়স নাই নাই করি ৫/৬ কুড়ি হবে। বয়সের ঠ্যালাত চখু দিয়াও দেখে না, কান দিয়াও ভাল করি শোনে না। দুই বুড়ার আছিলো দুইটা গাবুর বেটা। একজনের নাম স্যালটা, আর একজনের নাম জংলা। ধনির বেটা-কাজ কামাই করে না, খায়-দায় আর টইটই

করি বেড়ায়। ভাইল্লা ভাবি। কামলা কিষান ধরি বুড়া দুইটা ডাণ্ডাখিজাল করে এত নানান ঝামলা তেঙে স্যালটা আর জংলার সংসারের ভিতি নঙর-হাওয়াল দিবার বোধ নাই। সেইবাদে দুই বুড়া এ্যাকদিন বুদ্ধি করি চেংড়া দুইটাক ডেকেয়া কয়, বাপোরে আমরা এ্যালা বুড়া হচি, আর কয়দিনে বা বাচিমু, তোমার সংসার এ্যালা তোমরা দেখো। আদুংকা টাউনোত যায়া তোমরা খাজনালা দিয়া আইসো। স্যালটা আর জংলা কয় যে, ভালে কাথা, আদুংকা সাকালোতে আমরা টাউন যায়া খাজনা দিয়া আসিমু।

সাকালে উটিয়া বুড়ারঘর খাজনা দিবার বাদে দুই জাওলা করি চান্দির টাকা গণে দিল। (জাওলা হইল--'হ্যাটি হ্যাটি / একটা মানসির দুইটা প্যাট')। স্যালটা আর জংলা টাউন যাবার তালোতে সাতসাকালে চাইট্টা উষা-ভত্তা খায়া দুই জাওলা করি চাইর জাওলা চান্দির টাকা ধরি খাজনা দিবার বাদে ঘাটা কারাইল। আগের দিনতো, এ্যালাকার নাকান গাড়ি-মটর নাই। [illegible] স্যালটা আর জংলা চান্দির জাওলা ধরি ক্রোশ খানিক হাটিয়া, চান্দির ভরাতে আর হাটির না পায়। জংলাও চান্দির ভরাতে হাটির না পায়। এ্যালা ফির কি করে। দোনোজন রাস্তার বগলত গছের গোড়ত বসি কওয়াকয়ি করে যে, এ্যাতখান রাস্তা এ্যালা উমরা কেংকরি যাবে। এ্যাকেনা ভারী পাইলে ভালে হইলেক হয়। চান্দির জাওলা উবিবার বাদে মানষির খোঁজত স্যালটা আর জংলা গছের গোড়ত বসি এ্যাদি-ওদি দেখে। দেখতে দেখতে দেখে এ্যাকেনা মানসি গছের গোড়ত বসি আছে। সেলা জংলাক চান্দির জাওলালার পহরাত থুইয়া স্যালটা গেইল মানসিটার ওটি।

সেই মানসিটা আছিলো এ্যাকেনা ফকোটিয়া। মানসিক ঠকেয়া খাওয়ায় আছিলো মানসিটার কামাই। স্যালটা তো আর মানসিটাক চেনে না। স্যালটা মনিসিটার ওটি যায়া মানসিটাক কয়--'বাহে আমরা খাজনা দিবার বাদে টাউন যাবার ধচ্চি। তোমরা যদি আমাক খানিক তুলি ধরেন তায় আমার খুব ভালে হয়, না হয় তায়, তোমাক হাজিরায় দিমু। চান্দির জাওলার কাথা শুনিয়া ফকোটিয়ার লালস্ হইল। কেংকরি চান্দিলা ন্যাওয়া যায়-ফকোটিয়া মনে মনে ঠাওরায়। মনের কাথা মনোতে থুইয়া ফকোটিয়া কয়--'বাপই মুই কামলা মানসি মোক যদি তোমরা হাজিরা দেন, মুই ক্যানে না যাইম। হাটো মুই তোমার নগদ যাইম। স্যালটা কয়-'বাচুলুং বাহে। হাটো তায়।' সেলা স্যালটা আর মানষিটা জংলার এটি আসিল। জংলাও মানষি পায়া বাঁচিল। উমার আর জাওলা উবির লাইগবে না। জাওলা উবাবে মানষিটা।

চান্দির জাওলা ধরি মানসিটা আগোত হাটে আর জংলা-স্যালটা পাছে পাছে। তিনোজনে হাটে আর নানান কাথা গপ্পো করো। গপ্পো করেশোনে, ফকোটিয়া মনে মনে ধ্যান্দেলায় কেঙকরি জাওলার চান্দিলা নেওয়া যায়। এককাথায়, দুইকাথায় জংলা মানষিটাক কয়--'ও বাহে তোমার নামটা কি? ' সেলা ফকোটিয়া কয়--'বাপোরে, কামলা মানষি, মোর

আরো নাম! মোক ঐ মানসিলা কাকা বুলিয়ায় ডেকায়।' স্যালটা কয় 'ও তোমার নাম বুঝি কাকা।' 'হ্যাঁ বা ঐ আর কি তামান মানষিলায় ঐটায় কয়।' —ফকোটিয়া কইলেক। বাড়ির কাথা, ঘরের কাথা, কায় কায় আছে—নানান কাথা আল্লাপ হয় আর ঘাটা হাটে।

স্যালটা আর জংলার আছিলো তাংকুর নিশা। টাউন যাবার ঝোকোতে সাতসাকালে কাপধাপ করি বিড়াইছে। হুকা-ছিলিম-মলাতাংকুর কোনোয় আনিবার ফম পায় নাই। এ্যাতখন মাথাত আছিল বোঝা, এলা বোঝা নামতে কালে তাংকুর নিশা চারেয়া ধরিল। নিশার ঠেলাতে জংলার একেবারে ছটফটানি উঠিল। সেলা স্যালটা ফকোটিয়াক ডেকেয়া কয়—"ও কাকা তোরটে কি তাংকু আছে? আছে তায় দে খানিক খাওয়া খাইলেক হয়।' ফকোটিয়া দেখিল এই একটা মস্তবড় সুযোগ। নিশার ঠেলাতে উমরা অস্থির। সেলা ফকোটিয়া কয়—'মোরটে তো নাই, তায় এককাজ কর, তোমরা এইটে গছের ছেংয়াত বইস, মুই ঐ ধনির বাড়ি যায়া হুকা-ছিলিমটা আনোং যায়া। জংলা আর স্যালটা সেলা গছের গোড়ত বসিল আর কাকা মানে ফকোটিয়া মানষিটা তাংকুর বাদে টাকার জাওলাভায় ধনির বাড়ি গেইল।

ফকোটিয়ার হইল ধান্দা। জাওলার চান্দিলা কেংকরি নেওয়া যায়। এইবার পাইলেক মস্তবড় সুযোগ, এতবড় সুযোগ কি আর হাতছাড়া করা যায়। ফকোটিয়া ধনির বাড়ি যায়া বাড়ির মারেয়াক কয়—'বাহে মুই খুব বিপদোত পড়িছুং। ঐ যে গছের গোড়ত মোর দুইটা ভাইয়ের ঘরের ব্যাটা, উমরা বছরকি কামলা রবে। তোমাকতো সারাবছরটাত কামাইয়ের মানসি লাগেকে তায় কমবেশী করি মোর ভাইস্তা দুইটাক রাখ। আপাদত মোক দুই কুড়ি টাকা দেও, বাকি কত দেন-না-দেন বছর শেষত ছাওয়া দুইটার হাত'ত দিলে হবে।' সেলা মারেয়া কয় 'হইল বাহে তোমার কাথায় হইল। চ্যাংড়া দুইটাভালা রবে, তোমাক টাকাও দেং, তায় বইস তাংকু খাও।' এদি ফির জংলা আর স্যালটা গছের গোড়ত রাস্তার বগল'ত বসি রইতে রইতে আর রবার না পায়া গালা ছড়িয়া ফকোটিয়াক ডেকায়—'ও কাকা, ধেৎ পছকরি আইসো।' সেলা ফকোটিয়া মারেয়াক কয় 'বাহে মোর খুব তাল, দেখেন না চ্যাংড়া দুইটা কেঙকরি ডেকের ধরছে।' মারেয়ারটে টাকা—গুটিক নিয়া ফকোটিয়া এক পাঙে-দুইপাঙে পাছিলা ঝোকদুবোর দিয়া দিল চম্পট। হির বাচ্চায়, হুর বাচ্চায় তেঙও কাকা আইসে না দেখিয়া জংলা আর স্যালটা ধনির বাড়ি গেইল। যেয়া মারেয়াক কয়—'ও বাহে ধনির ব্যাটা, মানষিটা কোটে গেইল?' বুড়াখুনা কয় - 'মানসি ! ক্যা বাপো তোমার কাকা না তোমাক মোরে বাড়িত বছরকি কামলার বাদে থুইয়া দুইকুড়ি টাকা ধরি চলি গেইল।' সেলাসোনে জংলা আর স্যালটার চেতন হইল। মারেয়া বুড়াটাক সেলা কুল্লায় কাথা মানে চান্দির টাকা - খাজনা-সউগ কাথায় কইল। বুড়াটা আদি অন্ত শুনিয়া কয় - বাপোরে আমরা হিনা সগায় ফকোটিয়ার পাল্লাত পড়ি ফতুর হইলাং হাটো হাটো আর বেশী দেরি না করেন, এলাও বোধায় বেশী দুরান্তর যাবার পায় নাই, ও ব্যাটা ছলুয়াক

আমার ধরায় খাবে সেলা জংলা, স্যালটার নেগদ বুড়াটাও ফকোটিয়াক ধরিবার বাদে, চান্দেবার বিরাইলেক।

এ্যাদি ফির ফকোটিয়া টাকা পাইসা ধরি জীউয়ের হাতাশে পালেবার ধরলেক। যায় যায় - আর পাছিলা ভিতি দেখে। গেইতে গেইতে, ভালেদুর গেইছে। অচেনা-অজানা রাস্তা দিয়া হাটতে হাটতে এ্যাকেবারে জঙলেরভিতি ঘাটা কারাইছে। খানিক আগেযায় ফকোটিয়ার দম-ফারাউ ! ফকোটিয়া দেখে এ্যাকটা ভালেটা ভালুক রাস্তারমাথাত খালোত মাথা ভরে দিয়া এ্যাকমনে উড়ি খাবার ধরছে। ভালুক দেখিয়া ফকোটিয়ার আর পাও সরে না। দল্‌দলে কাঁপির ধরলেক। কি করিবে ভাবিয়া পায় না। ভালুকটা একমনে উড়ির খাল হাচুরায় আর মাথা থালোত ভরে দিয়া উড়ি খায়। খাইতে খাইতে উড়ির খালোত ভালুকের গোটায় দেহাটা সোন্দে গেইছে। অল্পখানিক ভালুকের টিকাখান খালি বায়রাত। ফকোটিয়া আগ পাছ না ভাবিয়া জাহানের ভয়োতে দৌড়ি যায়া ভালুকের টিকাখান ধরিল চিপিয়া। খালের ভিতিরাত ভালুকের গোটায়দেহা-মাথা, খালটাও আটো, ভালুক পড়িল বেকায়দাত। ভালুক খাল থাকি বিড়িবার বাদে জোর দেয়, এদি ফকোটিয়াও জাহানে ভয়োত মরণজোর দিয়া ভালুকের টিকা ঠেলে। এই নাকান ঠেলা-ঠেলি করতে করতে - ঝাটার -পাটারোতে জাওলার চান্দির টাকালা ছিল্লিছিটি গেইলি। কিসের টাকা-পাইসা। ভালুকোক ছাড়ি দিলে ফকোটিয়া মরে। ভালুকো না পায় বিরির, ফকোটিয়াও না পায় ছাড়ির। মহা খিটকাল। ফকোটিয়া খালি এ্যাদি উদি দেখে, আর মনে মনে ভগবানোক ডেকায়।

এক ধনির ব্যাটা, কাজ-কামাই কিছুই করে না। খায়-দায় আর ঘোড়ার পিঠিত চড়িয়া সারাটা দিন টই টই করি বেড়ায়। সেদিন ঘোড়ার পিঠিত চড়ি টহল দিতে দিতে ধনির ব্যাটা, ফকোটিয়া যেটিখুনা ভালুকের টিকা ঠেলি ধরি আছে, অটিখুনা আসিল। আসিয়া দেখে এ্যাকটা মানসি খালোত ভালুকের টিকাঠেলি ধরি আছে, আর মানসিটার ঠেঙয়ের গোড়ত মেল্লা চান্দির টাকা দেল্লানাগি পড়ি আছে। ছিল্লা-ছিট্টা পাইসা দেখি ধনির ব্যাটার লালস নাগিল। এক্কে ঝাপ্পে ঘোড়ার পিটি থাকি নামিয়া মানষিটার এটি আসিয়া কয় - 'বাহে তোমরা কেনে এঙকরি ভালুকটাক চিপি ধরি আছেন।' ফকোটিয়া দেখিল বাঁচিবার এই একটা সুযোগ। সেলা ফকোটিয়া চ্যাংড়াটাক কয় - 'বাপো এটি তো একপালাগান। এই দেখিস না - ভালুকের নেটু মোচোরেয়া কতলা চান্দি নিকিলাচুং। যা বাপো তুই কোটে যাবার ধরছিস যা, মুই আর কিছু চান্দি নিকিলাঙ।' সেলা ধনির ব্যাটা কয় 'ওটা হবার না হয়, মুই ছাড়িম না মোকো ভাগ দেওয়া খাবে।' ফকোটিয়া মিচাং ভাগ দিবার না চায়, আর চ্যাংড়াটা সচাংয়ে ভাগ ছাড়িবে না। সেলা ফকোটিয়া কয়, তায় ছাড়িবোনায় যখন, তায় আসিয়া আগোত ভালুকের টিকাখান ঠেলি ধরেক, মুই আগোত মোর চান্দিলা একভাও করোং নাহইলে তুই এ্যালায় এলারও ভাগ চাবো। সেলা চ্যাংড়াটা ভালুকের টিকাখান ঠেলি ধরিল, আর ফকোটিয়া আউসকাউস করি চান্দিলাক গোটো করিয়া

টোপলা বান্দিয়া চ্যাংড়াটাক কয়, রইস বাপই এ্যালায় পাছে ভালুকের নেটু মোরচরাইস না, মুই মোর ভাগের চান্দিলা তোর ঘোড়ারটার দোয়ারোত একভাও করং সেলা মোচোরাইস : সেলা খেলা বিরাবে ঐলা সমান সমান ভাগ করি নিমু। ফকোটিয়া চান্দির টোপলা ধরি ঘোড়ার পিঠিত চড়িয়া চ্যাংড়াটাক কয় - হারামজাদা তুই এ্যালা ভালুকের নেটু মোচরাও : মুই গেলুঙ, তোক ভালুকে খাউক। ফকোটিয়া ঘোড়াত চড়ি, ভাগিল, আর যার ঘোড়া তায় রইল ভালুকের টিকা ঠেলি ধরি।

হোর এ্যাদি ফির জংলা স্যালটা আর মারেয়া বুড়াটাও ফকোটিয়া-ছলুয়াটাক চান্দাইতে চান্দাইতে.... চ্যাংড়াটার এ্যাটি আসিল। আসিয়া দেখে চ্যাংড়াটা ভালুকের টিকা ঠেলি ধরি জীউ ছাড়ি দিয়া চিকরির ধরচে। সেলা স্যালটাঘর চ্যাংড়াটাক পুছিল যে উনায় কেনে এঙকরি আছে। চ্যাঙড়াটা কুল্লায় কাথা ঢাপসি কইল। ফকোটিয়াটা উনাক ছলেয়া উনার ঘোড়া ধরিয়া পালেয়া গেইছে, ভালুকের নেটু মোচোরাইলে টাকা বিরাবে কয়া - টাকাপাইসা ধরি পালাইছে। স্যালটারঘর এই কাথা শুনিয়া কয় শালাফকোটিয়া তুই ইনাকো ছলেয়া পালাছিস। সেলা ইমরা তিনজন আর চ্যাংড়াটা - চাইরোজনে মিলিয়া ভালুকটাক খালের ভিতিরা ঠেলতে ঠেলতে ভালুকটাক ঠইস্যা নাগেয়া চিপি মারিল। ভালুকটা মরি গেইলে সগায় মিলিয়া ছলুয়াটাক চান্দের বাদে ঘাটা কারাইল।

ফকোটিয়া টাকা-পাইসা ধরি ঘোড়ার পিঠিত চড়ি যায় .... গেইতে গেইতে বেলা ভাটি পড়িল, সাঁঝ নাগিল, চাইরো পাকে কিলকিলা আন্দার নামিল। দাশদিশা না পায়া দোয়ারোত এ্যাকেনা বাড়ি পাইল। ফকোটিয়া মনে মনে বুদ্ধি পাকাইল আজিকার রাত্তিখুনা এই বাড়িটাত পরবাস দিয়া কালি সাকালে বাড়ি যাবে। আগের দিনত পরবাসী মানসিক সগায় জাগা দিছে, খাবার-দাবারও দিছে। ফকোটিয়াটা সেই বাড়িটার আগদোরবাড়িত বাড়ির গোড়েয়া- বুড়াটার দেখা পায়া বুড়াখুনাক কইলেক-'বাহে বুড়ারব্যাটা, মুই বৈদেশী মানসি, একজাগাত যাইম বুলি বিরাছুং, এ্যালা হের রাত্তি। বুড়াটা কয় - 'বাপো, আছেনা মোর ডারিয়া ঘরটা, একমুটি জল-পানি খায়া রবো এ্যালায়। তোর কোনো চিন্তায় নাই। যা বাপো বাড়ি যায়া হাতমুখ ধুইয়া খানিক দম নেক।' ফকোটিয়াটা সেলা হাতমুখ ধুবার বাদে ভিতিরাবাড়ি গেইল।

এপাকে হইছে আর এ্যাক কান্ড। স্যালটারঘরও চাইরোজনে ফকোটিকাক চান্দাইতে চান্দাইতে ইমারও রাত্তি হইছে। ঘুরিয়া যে বাড়ি যাবে তারও উপায় নাই। উপায়-আপায় না পায়া পরবাস রবার বাদে ইমরাও ঠিক করিয়া ঐ গোড়েয়া বুড়ার বাড়িত গেইলেক। পরবাসী মানসি দেখিয়া বুড়াখুনার ভাল নাগিল। নালানুটা মানসিক বিমুখ করিলে ভগবান নারাজ হয়। বুড়াখুনা হকরদকর করি বসির দিল, গুয়াপান-তাঙকু দিল; ঘটিত করি জল দিল-হাতপাও ধুবার জন্যে। গিরির ঘরের এমুন কাপধাপ দেখি স্যালটার ঘর খুব খুশি হইল। বায়রাবাড়িত ইমাক

চাইরোজনোক দেখিয়া ভিতিরাবাড়িত থাকি ফকোটিয়ার হইলেক জ্বালা- মনে মনে ছটফটায় আর বুদ্দি পাকায় এলাফির কি হবে, ধরানা প্যারোঙ। বাড়ির গোড়েয়া মানসিটা খানিক সারাসারি হইতে কালে ফকোটিয়া করিল কি-এই ভোচ্চাচাটা একটা পাগড়ি বান্দি, পেন্দনের ধুতিখান মালকোচামারী স্যালটা-জংলা-মারেয়া বুড়া-চাংড়াটার ওটি গেইল। উমরা চাইরোজনে হাতপাও ধুইয়া ডাড়িয়াঘরত বসিছে মাত্র, ওটি যায়া পাগড়ি বান্দা মানসিটা কয় - 'বাহে তোমার কিন্তুক এটি রওয়া হবেনা, তোমরা তোমার দিশাদুবোর দেখ।' উমরা চাইরোজনে চটকি উটিকয় - কেনে কেনে ? ' - 'রে বাপো, এই পরবাসী মানসিলা আইসে, আর রাত্তিরয়, হাগিমুতি বিছিনাপাটি পেসকানি তুলি থুইয়া ভাগে, সেলা সাকালে আমার বউ-বনুসলার হয় জ্বালা।' - পাগড়ি পেন্দা ফকোটিয়ার কাতা শুনিয়া উমরা কয় - 'বাহে রাত্তি হইছে এ্যালা আমরা কোটে যামু, তাছাড়া আমরা গাবুর - সারাডারা মানসি আজি ঠেকাত পড়িপরবাসী, আমরা এমুন করিমুনা।' ফকোটিয়া দেখিল ইমরা কাথা শুনিবার না হয়, যাবার নাহয়। সেলা উমাক কইলেক - 'বাপো সগায় তো ঐ এককাথায় কয়, তায় খানিক সুমার হয়ারণ। হাগা মোতা করি বিছিনাপাটি ভাসাইলে কিন্তুক বুঝিবেন ঠেলা।'

রাত্তি এক পহর হইলে গোড়েয়া বুড়াটা পরবাসী মানসিলাক খাবার ডেকায়। ডাড়িয়া ঘর থাকি উমরা চাইরোজনে আসিয়া খাবার বসিল, কিন্তুক ফকোটিয়া খাবার বসিলেক না। ফকোটিয়ার উটিল পেদির বিষ। পেট চিপি ধরি মিচাং কোকায়। হাজার হউক পরদেশী-পরবাসী মানসি। গোড়েয়া বুড়ার উটিল কাপধাপ। ফকোটিয়া বুড়াটাক কয় " বাহে মোর জন্যে চিন্তা না করেন, তোমরা খাওদাও, আওতান-সাওতান, মুই খাবার না হং। আইয়ো বা ..." গোড়োয়া বুড়াটাক চিন্তা করা দেখি ফকোটিয়া কয় - 'মোর পেটের বিষ, মুই মরলুং বা, দাওয়াখুনাও আনোংনাই, বুড়ার ব্যাটা তোমারটে খইলা আছে তায় খানিক দেও, ঐটায় মোর দাওয়া।" পরবাসী মানসির এ্যামুন ঘ্যাঙারিশুনি বুড়াটা হাকাউ-দাকাউ করি খইলা আনি দিলেক। সেলা পেট চিপি ধরিয়া ফকোটিয়া কয় - 'খইলালা ভিজান বারে, ভিজিয়া মোক এটি আনি দেও।" ফকোটিয়ার কাথামত খইলা ভিজি আনি দিলেক। ফকোটিয়া সগাকে দিয়াপাটেয়া খইলার ঘটিটা মুখের আগোত ধরি পেট চিপি বসি রইল। আরো কইলেক যে মোর এটি আর না আইসেন, তোমরা খায়া দায়া থাকেন। মোর পেটের বিষ ছাড়িলে মুই থাকিম ভালা।

সগায় খায়া-দায়া থাকিল। ঘাটাহাটা মানসি, উমরা চাইারোজনে বিছিনাত দেহটা গড্ডে দিতে না দিতেই মরাগরু। এ্যাক এ্যাকটা ঘোরঘোরে নাক ডাকিবার ধরলেক। ফকোটিয়াখুনা আছিলো ইনারে বাচ্চেয়া ফকোটিয়া করলেক কি খইলালার চাইরটা গুলা পাকাইল। ঠেং চিপি চিপি আন্দারোত উঠিয়া ঘরোত যায়া, থাকেনা মানসি চাইরটার কাস্টির ডোঙলা খোলেয়া চাইরোজনের টিকারতলত একটা করি খইলার গুলা ভরে দিয়া থুইয়া ইনায়ও থাকিলেক। রাত্তি যেলা তিন পহর, জংলা পাশ ফেরতে কালে টিকাত কিবা ছাঙয়াত করি উটিল। জংলা মনে মনে

কয় - বুড়ার কাথায় না ঠিক হোর নিন্দতে হাগি ফেলাচুং। মারেয়া বুড়াটাও এক চমক নিন পাড়িয়া কাষ্টি গোজের যায়া হাতে-ঠাতে নেরফেরা। চাইরটামানসি ইনায়-উনাক ডেকায়, উনায়-ইনাক ডেকায়, গছা নাগেয়া দেখে-তাজ্জব ব্যাপার চাইরোজনে হাগিছে আর কিসের নিন, কিসের কি। ইমাক ধরিল চিন্তা, সাকালে উটি মুখ দেখাবে কেংকরি এমুন দৈব্যের ফের-চাইরোজনে বিছিনাত হাগিছে। কি আর করে - রাত্তি না পোহাইতে মুখ আন্দার থাকতে চাইরোজনে উটিয়া ভাগারটু। আন্দারোতে হাটতে হাটতে .. যেলা খানিক ঝলঝলা হইলেক, পইলা মুরগা ডাকিলেক, উমরা একটা নদীর পাড়ত আসি কাপর খেতা ধুবার জন্যে নদীত নামিলেক। উমার মনত খটকা নাগিল, গু হইলে তো গোন্দোইলেক হয়। হাত দিয়া কচলায় আর শোঙে - এলা তো গু না হয়। সেলাশোনে উমার টনক নড়িল। শালা ফকোটিয়া-র পাল্লাত পড়িছি। হাটো হাটো ব্যাটাক ধরায় খাবে। সেলা সগায়মিলি, যেটা বাড়িত উমরা নইছে, সেই বাড়িটার ভিতি আরো ঘুরি যাবার ধরলেক।

এ্যাদি সাকাল হইতে কালে ফকোটিয়া গোড়েয়া বুড়াটাক নিন থাকি ডেকে তুলি কয় - 'বাহে তোমাক কষ্ট দিলুং, মুইতো সাকালে কোন খাংনা, তাছাড়া আরো মোক ভালেখুনা দুরান্তর যাবার নাইগবে - মুই গেলুঙ মনোত কোনো না নেন।' কয়ামিলি সাত সাকালে ফকোটিয়া পালাইলেক।

কাঙো আর কারো দেখা পাইলেক না।

জোলা-টেনটোনের উককাথা

জোলা আর টেনটোন দুই ভাই। জোলা তায় জোলায়–জলদাসাটি, হোতবোদ কোনোয় নাই। যায় যেটা কয় সেইটায় ধরে। আর টেনটোন; উনার নামও টেনটোন, কামেও টেনটোন, যেমুন চাল্লাক তেমুনে চ্যাংমাছের নাকান পিচলাকাটা স্বভাব। তায় এই টেনটোন আর জোলার মাওখুনাতো আগোতে মরিছে, কয়দিন আগোত টুপিয়ামরা বাপখুনাও মরি গেইছে। খুব টানাটানির সংসার, কামলা-কিষাণ করি খায়। বাপ মরিবার আগোত দোনোভাইক কইছে– 'বাবারে কাজিয়া-দন না করেন দোনোভাই মিলমিশ করি খান, রওয়ার মধ্যে না রইল এ্যাকান দাগিলা, এ্যাকেনা গুয়ার গছ আর ঐ গাই-বাছুরটা; করিমিলি খান।' বাপতো মরিল–টেনটোনের

হইল মাথার বিশ–কেঙকরিয়া জোলাক ঠকেয়া বাপের সম্পত্তি খুনা নেওয়া যায়।

বাপ মরার কয়দিন বাদোত, কামকিড়া বিড়িয়া–নাড়িয়া মাথাত কয়খান চুলি গাজাইতে–নাগাজাইতে টেনটোন একদিন জোলাক সইন্দার সময় ডেকেয়া বসাইল। টেনটোন জোলাক কয়–দেখ দাদা, বাবা আমাক ক্যাচাল করির দেয় নাই, এ্যাকেটে মিলিমিশি রবার কইছে। আমার বাপের সম্পত্তি আমরায় ভাগ করি নিমু মানসি কেনে আসিবে। জোলা আর কি কবে। উনায় ভাতোতো হু, শাকোতো হু। সেলা টেনটোন জোলাক কয়–যে বাপের সম্পত্তি দোনোজনে সমান ভাগ করি নিমু, খানিক কম আর বেশি। টেনটোন জোলার নগদ ভাগবাটা করিল যে–দাগিলাখান দিনোত জোলার আর রাত্তি টেনটোনের, গুয়ার গছটার গোড়খান জোলার আগালখান টেনটোনের, আর দুধালি-গাইটা বেচাইলে না শেষ, টাকালা নানবান-ছানবান হবে, সেইবাদে গাইটার মাথাখান জোলার, পাছিলাখান টেনটোনের। টেনটোনের ভাগবাটা জোলা মানি নিলেক। তাছাড়া জোলা কিবা আর করিবে–উনার ভাতোতো হু, শাগোতো হু।

এইবার হইল কি, গোটায় দিনখান দাগিলাখান জোলা নিজেরটে থোয় আর সইন্দা নাগতে কালে টেনটোনোক দেয়, আর টেনটোন দাগিলাখান উড়িয়া-পাড়িয়া বেশ সুখোততে নিন পাড়ে। জোলারদাগিলা-খেতা নাই কোকড়া নাগি থাকে। সাকালে উটিয়া জোলা গুয়ার গছটার গোড়ত জলপানি-সারসরি দেয়, আর ফল হইতে কালে টেনটোন গুয়ালা হাটোত নিয়া যায়া বেচায়। দুধাল-গাইটার আগপাকখান জোলার, পাছিলাখান টেনটোনের। জোলা বেশ করি গাইটাক খোয়ায়, ঘাসকাটি দেয়, জল-ভুসি খোয়ায়। গাইয়ের দুধ বেশি হয়, টেনটোন বেচায়-খায়, গরুর ছানখুনাতো জোলার ভাগ নাই; টেনটোন এ্যামুন জম-ঠকান ঠকাইছে, তেঙও জোলার হোতবোদ নাই।

জোলাঘরের পাড়াত ভালে গুটিক ভাল মানসিও আছিলো। জোলাক-টেনটোন যে ঠকের ধচ্ছে–এই কাথাটা জোলাক একদিন মানসিলা কইলেক। বাপের সম্পত্তিত দোনোজনের সমান ভাগ, কিন্তুক জোলাক টেনটোন ভাগের কাথা কয়া ঠকের ধচ্ছে, মানসিলার কাথা শুনিয়া সেলাশোনে জোলার বোদ চাপিল। ছচাংয়েতো টেনটোন উনাক ঠকেবার ধরচে। পাড়ার মানসির বুদ্ধি ধরি জোলা এবার এমুন কতলা কাজ করিল যে টেনটোন পড়িল মহামুস্কিলোত।

এইবার জোলা করলেক কি–দিনোত দাগিলাখান জল দিয়া ভিজি থোয়, আর রাত্তি হইতে কালে ভিজা দাগিলাখান টেনটোনোক দেয়। টেনটোন ভিজা দাগিলা দিয়া কি করিবে? দাগিলা গাওত দিবার না পায়া উদাংয়ে রাত্তি রয়, আর জাড়তে কোকায়। গুয়ার গছের গোড়ত জল-সারসরি-দেওয়া জোলা বন্দ করি দিল, গুয়া এ্যালা আর আগের নাকান ফলে না, কয়দিন বাদোত

ফির টেনটোনোক জোলা কয়—গোরখানতো মোর, মুই কাটি ফেলাইম। টেনটোন দেখিল-মহামুস্কিল। টেনটোন দুধ খায়, জোলা গরুক খাবার দেয়, এইবার জোলা করলেক কি গরুক ঘাস-জল-ভুসি না দিয়া, গাইয়ের মুখোত গোমা পেন্দে থুইলেক। গাইটা খাবার না পায়া চমচমে শুঁকি যাবার ধরলেক, দুধও বাটোতে শুকি গেইল। টেনটোনের কবার কোনো নাই। কেনেনা ভাগবাটাতো টেনটোনেই করিছে।

টেনটোন দেখিল আর উপায় নাই। জোলাক আর ঠকা যাবার না হয়। জোলাক ঠকের যায়া টেনটোন নিজেই ঠকিছে। সেলা ঠেলাত পড়িয়া টেনটোন পাড়ার দুই-চাইরটা মানসিক ডেকেয়া বাপের সম্পত্তি সমানভাগ করি নিলেক। (দেখিলুতো বাপই পড়াক ঠকাইলে নিজে ঠকা খায়, আরে বাপই-ভাই ঠকা ধন খায় নারায়ণ: পাগলাজোগলা ভাইয়োক ঠকের না পাই।)

জোলা আর টেনটোন

জোলা আর টেনটোনের খানিকো বনিবানা নাই। জোলাক টেনটোনেরঘর একেবারে দেখিবারে পায় না। পাইলে ছেংয়াতো দুই চোট চোটায়। আসল কাথা হইল হিংসা। টেনটোনঘর সাত-সাতটা ভাই। জাহান ছাড়ি দিয়া খাটে তেঙও সংসারোত উন্নতি নাই—ঘরোত সলেয়া পড়ে আর মরে। আর জোলা, শালা জম্মেরভোদাই তারে সংসার একেবারে ঝলঝলা। জমিত যেটায় গারে সেটায় মরখেত নাগে। টেনটোনঘর এত সারসরি দিয়া, হালাচাষা করিয়া আবাদ করে তেঙও পুটকীটোনেয়া। সেইবাদে টেনটোনঘরের জোলার উপুরা হিংসা। জোলা আর টেনটোনঘর কিন্তুক পর মানসি না হয়, টেনটোন ঘরের সাতভাইয়ের মধ্যত একেখুনা বইনী, তাকে দিছে জোলার নগদ বিয়াও সেই সুবাদোত জোলার নগদ টেনটোনঘরের শালা-বনুর সমন্দো।

তা সেইবার হইল কি। বগলা-বগলি জমির সূতি। জোলা আর টেনটোনঘর ফেলাইছে বিত্তিরি ধান। জোলার ধান সূতি কি গলগলা হইছে, এক একটা ধানের শিষ শিয়ালের নেটুর নাকান। আর টেনটোন ঘরের ধান—টোনেয়া-মোনেয়া। এ্যামনেতে টেনটোন ঘরের ধান বেয়া, ফির নাত্তি বা কিসে আসি সদায়দিনে খায়া যায়। ধানের জমিত কিসের বা ঠ্যাঙের ছাপ—এক একটা ঠ্যাঙ ছামের নোটাই। টেনটোনঘর সাতোভাইয়ে জোলাক গালি পারে যে—শালা জোলার ছাম আসি নাত্তি করি টেনটোনঘরের ধান খায়া যায়। সেলা জোলাক শাসাইলেক যে যদি জোলা

উনার ছাম আজি বান্দি ন' থোয়, যদি আজিও ছামে-ধানখায়, তাহইলে কাথা খারাপ আছে, জোলার কপালোত মুস্কিল আছে।

জোলা করলেক কি। সেইনাত্তি এ্যাখান রশা দিয়া ছামোক থুইলেক বান্দি। ছাম বান্দি থুইয়া জোলাতো নাক ডাকিয়া নিন। সাক্কালে উঠি টেনটোনঘরের গালি শুনিয়া জোলার নিন ভাঙিল। সেই নাত্তিতো নাকি জোলার ছাম টেনটোনঘরের ধান খাইছে। সেদিনো টেনটোনঘর জোলাক শাসেয়া গেইল। জোলার মন আন্ধার। কি করিবে ভাবিয়া না পায়। নানান ভাবনা-চিন্তা করিয়া সেদিন সাঁঝ নাগতে কালে জোলা ধান বাড়ি যায়া ধানেরখেতের মাল্লিত ঘুসি রইলেক। সাঁঝ নাগিল, সাঁঝ উত্তুরি গেইল, চান ডুবিল। তেঙও কোনখানো নাই—কায়ধান খায়? চিন্তা করতে করতে মাল্লিত থাকিয়ায় জোলার খানিক নিন আসিছে; এমুন সমায় জোলার কনোত হাসাউ-হাসাউ শব্দ পড়িল। জোলা ধরপড়েয়া নিন থাকি উঠিয়া চখু ঘোচোলাইতে-ঘোচোলাইতে দেখে—হাত্তি! বাপরে বাপ কত্তটা। হাতি-ধান খাবার ধরচে। শালা হাত্তি-তোরে জন্যে মুই খাঙ ঠেলা, রইস তায়! আগপাচ না ভাবিয়া জোলা সুল্লুত করি যায়া হাত্তির নেটু ধরিয়া দিলেক এক মোচরা। আর কোটে যায়—হাত্তি নেটু মোচরা খায়া এক ঝাপ। জোলা কিন্তুক নেটু ছাড়ি দেয় নাই। হাত্তির নেটু ধরিয়া জোলাও ধরলেক আকাশ চড়িবার। জোলা আর নেটু ছাড়িয়া দেয় না

হাত্তি গেইতে গেইতে-গেইতে এক্কেবারে স্বর্গত চড়িল। জোলাও হাত্তির নেটু ধরিয়া এক্কেবারে স্বর্গোত। সেদিন স্বর্গোত আছিল দেবতাগুলার সভা। সভার দেবতাগুলা জোলাক দেখিয়া টাটকা খাইল। জোলাক সগায় দেবতালা পুছিলেক, সেলা-জোলার কি ফুটানি 'ধান খায়া যাবে তোমার হাত্তি আর মুই নাগাং ছামের গালাত দড়ি'। দেবতালা জোলার কাথার আগামাথা কোনোয় বুঝিবার না পাইলে কি হবে, উমরা হইল দেবতা, উমরা জোলার মনের কাথা বুঝিলেক। সেলা জোলাক ভাইল্লা টাকাকড়ি দিল আর ভাল ভাল খাবার দিলেক। দুইদিন স্বর্গের খাজা খায়া টাকা-পাইসা ধরি একনাত্তিত আরো হাত্তির নেটু ধরিয়া জোলা বাড়ি ঘুরিয়া আসিলেক।

জোলা বাড়ি আসিল সেনে, কিন্তুক জোলার হইলেক আর-এক জ্বালা-টাকা-পাইসালা ধরিয়া। জোলা না পায় টাকা গনিবার। এলা ফির কি করে জোলা। নানানখান ভাবিয়া জোলা করলেক কি, জুলিক দিয়া পেটাইল টেনটোন ঘরের বাড়ি সেরকিয়াপাল্লাখান আর সেরকিটা আনিবার। জুলি যায়া পাল্লা-শিল চাইতে কালে টেনটোনের মনোত খটকা নাগিল-জুলি পাল্লা-শিল দিয়া কইরবেটা কি ? পাল্লাখান দিয়া জুলির পাচে পাচে পাচে টেনটোনও যায়া রইলেক ঝোক দুবোরোত ঘুসিয়া। জুলি পাল্লাখান আনিয়া জোলাক দিতে কালে জোলা এক পাল্লা, এক পাল্লা করিয়া টাকা জোকে। জোলার টাকা জোকা প্রায় শেষ এমুন সমায় আচমকা টেনটোন

ঘরোত সোন্দেয়া কয়—বন্যরে এতলা টাকা কোটে পালো! জোলা বেলবেলেয়া কুল্লায় কাথা টেনটোনোক কইলেক। এবার টেনটোন জোলাক ধরিলেক যে উমাকো স্বর্গোত হাত্তির নেটু ধরিয়া নিয়া যাওয়ায় খাবে, না হইলে জোলার মুস্কিল হবে।

এ্যাকদিন যায়, দুইদিন যায়—হাত্তি আর আইসে না। টেনটোনঘর সাত ভাই আর জোলা সদায় ধান বাড়িত ঘুসিরয়। তিন দিনের দিন হাত্তি আসিল। আর যাবে কোটে—আগোতে যেঙকরি কওয়ামিলা আছিল, তেঙ করিয়া জোলা টাপলাং করি ধরিল যায়া হাত্তি নেটু আর টেনটোন ঘর সাতোভাইয়ে এ্যাকেবারে জাবরাজাবরি করি ধরিল জোলার কমোরসাপটে। হাত্তি উড়ায়, মানসির হাইলচাও হাত্তির নেটু ধরিয়া ঝেলেং-নেটেং করি উড়ায়। টেনটোনের কি খলবলানি। টেনটোন বারে বারে জোলাক স্বর্গের কাথা পোছে—ওটি কি কি আছে, কতলা টাকা আছে—নানান খান পোছতে পোছতে টেনটোন জোলাক কয়; কি কি খাবার খোয়াইছেরে জোলা। জোলা কয়; পায়োস, পিঠা, ভাত, মুড়ি, চুড়া,নাড়ু... টেনটোনের আর সবুর সয় না। জোলাক পোছে; হারে জোলা কিসের মোলা-কতটা করিয়া মোলা? রে জোলা কতটা মোলা—! টেনটোনের ধমকানি খায়া জোলা করলেক কি হাত্তির নেটু ছাড়ি দিয়া দুই হাত দিয়া দেখে দিয়া কয় ঃ— এই এত্তটা মোলা! হাত ছাড়ি দিতে কালে সাতভাইসোদ্ধে জোলা এ্যাক্কেবারে আকাশ থাকি মাটিত। কায়-কার ঘাড়োত পড়ে; ধুপধুপিয়া আকাশ থাকি মানসি পড়ে মাটিত। সগায় বিষোতে ইসটিস করে। সগারে নিচাত যায় আছিলো তায় তো বুকশুলা খায়া এক্কেবারে টরটরা, কারো হাত ভাঙিল, কারো ঠ্যাঙ ভাঙিল, খালি জোলার কোনোয় হইলেক না, জোলা আছিলো সগারে উপুরাত।

কয়দিন বাদে টেনটোন ঘরের সাতোভাইয়ের ভাঙা-মচকালা ছাড়িল। উমার রাগ জোলার উপুরা। জোলাক না মারিলে হবে না। তা এ্যাকদিন উমরা সগায় মিলি ছলেছলে জোলাক নিয়া গেইল নদীর পাড়। এ্যাক কথায়, দুই কাথায় নদীর পাড় নিয়া যায়া সাতোভাইয়ে জোলাক এ্যাকটা বোস্তাত ভরেয়া দিলেক নদীত ফেলেয়া। জোলার কি ধরপরানি! জোলা উকাশ বন্দ করি রইল। কিন্তুক কতখন আর রবে উকাশ বন্ধ করি। বোস্তা গেইল জলোত ডুবি। তা বোস্তাটা আছিলো পুরানি, বুড়া। জল পায়া বোস্তা পেটপেটা নাগা হইল, এ্যাদি জোলার উকাশ খরাইছে, জোলা ধরচে ধরপরেবার, হাত-ঠ্যাঙ ধরছে আচরেবার—বোস্তা গেইলেক ফাড়িয়া। বোস্তা ফাটি জোলা বিরাইল কিন্তুক সোতাল নদী, জোলা গেইছে ভাবরিয়া, ভাসতে ভাসতে জোলা ভালে দুরান্তর ভাসি গেইল। ভাসি-ভাসি যায়া-কোনোমতে হাস্তে পিস্তে জোলা ডাঙাত উঠিল। তা সেই নদীর পাড়ত কতলা মইশাল চড়ায় ভৈষ। ভিনদেশী একটা মানসির নালানুটি দেখিয়া মইশাললা জোলাক বাথান নিয়া গেইলেক। জোলা এ্যালা মইশাললার নগদ রয়-আর

ভৈষ চড়ায়। এ ভৈষ করিয়া ভালে দিন যায়। জোলা ভৈষের পাল ধরি এ্যাকেলায় এ্যাকেলায় ভালে দুর যায়। তা এ্যাকদিন ভৈষ চড়াইতে চড়াইতে জোলার ফম হইচে বাড়ির কাথা। সেলায় সেলায় জোলা ভৈষের বাথানটাক বোলাইতে বোলাইতে—বাথান ধরি এক্কেবারে বাড়ি।

জোলা ভৈষের বাথান ধরি বাড়ি আসিছে শুনিয়া টেনটোনঘরের মাথা খারাপ। বাপরে বাপ—যে মানসিটা মরার কাথা, তাকছাড়ি ভৈষের বাথান ধরি সেই মানসিটা আসিছে বাড়ি। সেলা টেনটোনঘর জোলাক মিচাং আদর করে, বাড়ি ডেকে আনি খোয়ায়—কত কি! জোলার আদর উথলি পড়ে।

জোলা, জোলা হইলে কি হবে। খানিক না হইলে খানিকতো বোঝে। কয়টা দিন টেনটোনঘরের আদরোতে জোলার বেশ ভালে কাটি গেইল। এ্যাকদিন টেনটোন আসল কাথাখুনা পারিলেক; রে জোলা, তুই এ্যাতলা ভৈষ পালো কেংকরি—আমাককওয়ায় খাবে। জোলা আর কয় না, টেনটোনেরঘরও ছাড়িবে না। ঘেনঘেনি সবার না পায়া জোলা কইলেক ঃ তোমরা যেলা মোক বোস্তাত ভরেয়া নদীত ফেলে দিলেন, মুইও ডোবতে ডোবতে পাতাল চলি গেলুং—এ্যাকেবারে পাতালের দেবতার সভাত। কয়দিন রলুং খালুং। বসি বসি আর খাবার মন যায় না। পাতালোত আছিলো ভাইল্লা ভৈষের বাথান—এ্যাকদিন ধরলুং ভৈষ চড়েবার। ভৈষ চড়াইতে চড়াইতে একদিন আচমকা বাড়ির কাথা ফম হইল। তায় ভৈষের একটা বাথান ধরি বাড়ি আসিলুং। জোলার এমুন সাদাসিদা মনের কাথা শুনিয়া টেনটোনঘরের পাগড়ি গেইলেক আটকিয়া—যেংকরি হউক পাতাল থাকি ভৈষের বাথান আনায় খাবে, না আনলে চলিবেকে না।

তা একদিন টেনটোনঘর সাতোভাইয়ে সাতটা নয়া বোস্তা ধরি জোর করি জোলার নগদ গেইলেক নদীর পাড়। সাতভাইয়ে বোস্তার ভিতিরা সোন্দাইলেক। জোলাক কইলেক বোস্তার মুখ বান্দিবার। বোস্তার মুখ বান্দা হইলে জোলাক কইলেক নদীত ফেলে দিবার। জোলাও উমার কাথামতন সাতোটা বোস্তা দিলেক নদীত ফেলেয়া। বোস্তা নদীত ডোবে, ডুবিয়া বুরবুরিয়া চেনা কাটে। আর জোলা নদীর পাড় থাকি চেনা-কাটা দেখিয়া ভাবে—'শালারঘর বোধায় পাতাল যায়া ভৈষ চান্দের ধরচে।'

নাল সুতা

এ্যাক আছিল জোলা। জোলা তায় জোলায়। বুদ্ধি-সুদ্ধি নাই কইলে চলে। তা এই জোলা-নিজের তাঁতোত গামছা বনায় আর হাটোত বেঁচায়। গামছা বেঁচেয়া যে দু'কুনা টাকা-পাইসা হয়, তাকে দিয়ায় তেল-নুন কিনিয়া জোলা-জুলির - দু'কুনা মানসির প্যাটে ভাতে দিন বিতি যায়। আর কোন কাজ নাই, কামাই নাই খালি এ্যাকমনে গামছায় বনায়। এঙকরিয়ায় দিন যায়। তা একদিন জোলাঘরের বাড়ি আসিল জোলার শালা। ভালেদিন বাদে শালা আসিছে জোলার মাইয়া-জুলির মনোত আনন্দ ধরে না। ভাল-ভাল নান্দি-বারি জুলি উনার ভাইয়োক খোয়ায়। জোলা কিন্তুক সমায়ে না পায়, শালার নগদ ভাল-মন্দ দুই-চাইর কাথা কবারো সমায় না পায়, খালি তাঁতোত গামছায় বনায়-গামছায় বনায়। জোলার শালা, বনুর কাজকামাই দেখিয়া বনুক কয়—'রে বনু! তুই এই গামছা বনেয়ায় মরিবু-গামছা বনাইতে বনাইতে যেদিন তোর টিকা দিয়া নাল সুতা বিরাবে সেদিন তোর মরণ হবে।'

সেদিন জোলা সদায়দিনকার নাকান করি গামছা গনেবার বসিছে। সাক্কালোতে দুই মুঠি ফুটা আর এক গিলাস জল খাইছে। প্যাটোত ভোগ। বেলা হেলি গেইছে। জোলা গামছা বনা থুইয়া গাওঝাড়া দিয়া উটিয়া জুলিক ভাত দিবার বাদে ডেকায়। গামছার সুতা ঝাড়ির যেয়া জোলা দেখে কাষ্টিত এ্যাকেনা নাল সুতা। আচমকা জোলার মনোত পড়িল শালার কাথা—'টিকা দিয়া নাল সুতা বিরাইলে মরণ হবে।' জোলার কলিজাটা হাক্কাউ করি উটিল। জোলা জুলিক ডেকেয়া নাল সুতার কাথা কয়া এ্যাকে বারে হাউসাউ করি কান্দির ধরিলেক। জোলায়-জুলি-দোনোজনেরই কি কান্দোন! কাউরাহাট্টি কান্দোন শুনি আগিলা-পাচিলার মানসি হোলটাই বান্দি আসিল। জোলা-জুলির কান্ড দেখি সগায় হাসির ধরলেক। জোলা ধরচে মরিবার আর সগায় হাসে—জোলার সগারে কি উপুরা গরম ! সগায় বুঝায় তেঙও জোলা-জুলি বোঝে না। জোলার শালাক খবর দিলে, আসিল; আসিয়া পইপই করি দিদি-বনুক বুঝাইলেক যে সেদিন উনায় খানিক মজাক করিরবাদে নাল সুতার কাথা কইচে। জোলা আর এ্যালা কাথা শুনিবার না চায়। জোলার আরিয়াবুজ, যেটা বুঝিছে সেটায় ঠিক। মানসি জোলাক জোলা কইলে হবে কি জোলা বুলি উনায় অতযোকন জোলা না হয়। শেষমেষ জোলার জোরাজুরিতে সগায় মিলি ঠিক করলেক যে জোলাক মাটির তলত পোতে থোয়া হবে। জোলার গোটায় দেহা রবে মাটির তলত আর মাথাটা রবে উকাশ নিবার বাদে মাটির উপুরাত। কাতায় যকন জোলা শুনিবে না, তায় এ্যাকটা নাত্তি এঙকরি রইলে আপনেতে জোলার হুশ হবে। সেলা সাকালে মাটি থাকি জোলাক তুলি

আনিলে হবে। সগায় মিলি সেলা জোলাক গালা থাকি মাটির তলত পোতে থুইলেক।

এ্যাদি বেলা ভাটি পড়িলেক। জোলার প্যাটত ভোগ। দুপুরা বাড়া ভাত খাবার পায় নাই। জলের টিসাও নাগিছে। প্যাটের ভোগোতে জোলা স্যাতে পড়িছে। জোলা ভাবে-কৈতায় এ্যালাং কেনেতায় মরিলুং না। কতখোনে তায় মরিম! ইস্ জুলিটা বোধায় এ্যাকেলায় বাড়িত আছে। জুলি বোধায় এতখন ভাত নান্দির ধরছে.... এ্যালাং কেনে তায় মোর মরণ হয় না!

বেলা ভাটি পড়িল। সাঁঝ নাগিল। নাত্তি হইল। চাইরো পাকে আন্ধার কিলকিলা। তেঙও জোলা মরে না। গুনডাবরিত শিয়াল-কুকুরের কান্দোনোত জোলাক ধরিচে ভয়। জোলা ভয়োতে নিঃসপ্তা হয়া ঝিৎ করি রইল। এ্যাদি ফির চোরের ঘর আন্ধার নাত্তি পায়া বিরাইছে চোর করিবার বাদে। ডাবরি দিয়া সোজাসুজি ঘাটা। দুই চোর হাটে আর বুদ্ধি পাকায় আজি কোন ধনির বাড়িত সিং কাটা যায়। আন্ধার তো! হাটতে হাটতে এ্যাকটা চোর কিসোত বা থেক্কেস করি পাড়াইলেক। চোরেরঘর মনে করিছে ছান, খানিক বাদোদ যেলা খোস্টানিগোন্দ বিরাইলেক সেলাসোনে দিশ পাইল-ছ্যাঃ ছ্যাঃ এলা না গু! সেলা চোরটা করলেক কি গু নেটপেটা ঠ্যাংটা এ্যাকটা মুড়িয়া বিন্যারথোপোত ধরলেক ঘোচোলেবার। কোটে আর বিন্যার থোপ—ঐটা হইল জোলার মাথা। রাম, রাম, রাম-চোরের ঠ্যাঙের গু জোলার মুখে-মাথায় নেটপেটা, গু'র গোন্দ আর চোরের ঠ্যাঙের নেদাই খায়া জোলা 'ও হো হো-রে বাবা' কয়া চেঁচেয়া ওঠে। চোরের ঘরোক ধরিচে ভয়, ভয়োতে ফোকোরদম-ফাক্কাউ। দৌড়ায় আর কি ! কুদি বা খানিক ঝোক সামাল দিল। বাপরে বাপ ব্যাপার কি! সেলা চোর দুইজন হাস্তে পিস্তে-আন্দারে-ধান্দারে জোলাক পায়া, 'জোলার কেনে এমুন আধানুটি' শুনিলেক। জোলারটে কুল্লায় কাথা শুনিয়া চোরের ঘর হাসতে হাসতে দমে না পায়। সেলা চোর দুইজন ফাসার-ফুসুর করি কওয়া কওয়িকরিল যে, জোলাকে উমরা চোর করির বাদে নিয়া যাবে। কেনেনা জোলা হইল সারুয়াভোদাই, জোলাক যেটায় করির কবে জোলা ঐটায় করিবে, যেটা কাথায় কবে, জোলা সেইটা কাথায় ধরিবে। সেলা চোর দুইটা আউসকাসি মাটি সারেয়া খাল থাকি জোলাক তুলিলেক। জোলাও মাটি-টাটি ঝাড়ি-ঝুড়িয়া ফেলাইলেক। চোরেরঘর পইপই করি জোলাক চোর করিবার কাথা বুঝাইলেক।

এ্যাদি ফির নাত্তি প্রায় তিনপহর হইচে। এক গেরস্থের বাড়ি চোরেরঘর জোলাক ধরি গেইল চোর করিবার। ধনির বাড়ি। ভাতনিন্দোত পরিছে কুল্লায় মানসি। এই সুযোগেতে চোরের ঘর বড়ঘরত সিং খুড়িলেক। সিংকাটা হইলে চোরের ঘর জোলাক দিলেক ঘর ভরেয়া-চোর করিবার বাদে। এ্যাকে আন্ধার ঘর, তায় ফির নওচানি চোর-জোলা ঘরোত সোন্দে চোর করিবার মতন কোনোয় চান্দে পায় না। এটা দেখে, ওটা দেকে-তেঙও কোনোয় পায় না। জোলা পড়িল মহাফাঁপরোত। শেষত দাসদিশ না পায়া জোলা ঘর থাকি বিরিয়া পোছে;- 'কি

আনিমতো মাথা, আন্দারোত কি আনিম।' চোর দুইজন কয় মহামুস্কিল তো! ফুসফুসিয়া কয় 'আরে জোলা যেলা জিনিস বাজিবে ঐলায় সিং দিয়া বাইর করি দিবু।'

জোলা মাথা ঝকেয়া সাল্লাউকরি সুলুং দিয়া ঘরোত আরো সোন্দাইল। ঘর সোন্দেয়া জোলা আন্দারোতে হাস্তে হাস্তে বেরায়—কোন জিনিসটা বাজে। এটাত হাত দেয়, ওটাত হাত দেয় কোনোটাও আর বাজে না। কেমুন জ্বালা! জোলা চোর করার মতন কোনোয় পায় না। দিশাদুবোর না পায়া জোলা ঘর থাকি বিরাবে—এমুন সময় জোলার হাতোত ঠেকিল-একটা খোল। আর পায় কায়। জোলার মনোত আনন্দ ধরে না, চোর করার মতন জিনিস এ্যাকখান ! জোলা করলেক কি—খোলখান গালাত ঝোলেয়া দিলেক বাজেবার তাল। সেই কি বাজেবার তাল। নিন্দের মানসি ধরপরেয়া উঠে। ঘরের রায়রাত চোরেরঘর বেগতিক দেখি পালান পাট্টা। জোলা তেঙ বাজায়। গচা নাগেয়া বাড়ির মানসি দেখে-জোলা মনের সুখত খোল বাজেবার ধরচে। থামরে জোলা থাম। তেঙও জোলার থামার নাম নাই। কইতে কইতে জোলার বাজন থামিল। সেলা সগায়মিলি জোলার ব্যাপারটা কি জানির চাইলেক। সাকাল থাকি যেলা যেলা ঘটনা ঘটিছে জোলা কুল্লায় কাথায় কইলেক। সগায় শুনিয়া-হাসিবে না কান্দিবে দিশায় না পায়। সাক্কাল হইলে জুলিক খবর দিলে, জুলি আসিয়া জোলাক বাড়ি নিয়া গেইল।

এ্যাক দ্যাশের এ্যাক চোর

এ্যাকনা আছিলো চোর। খুব বুদ্ধি। যেমন বুদ্ধি, তেমনে চাল্লাক। দিনোত খালি বসিবসি বুদ্ধি পাকায়, আর নাত্তি হইলে চোর করে। নামেক্কারা চোর তো! টাড়িবাড়ি চোর করিয়া চোরের আর পোষায় না। সেই দ্যাশোত যে রাজা আছিলো—সেই রাজার বাড়িত চোর করিবার বাদে চোরটা বুদ্ধি পাকের ধরিল। প্যাটে প্যাটে বুদ্ধি পাকায় আর মনে মনে ঘুনঘুনায় কিন্তুক জুতেপাতে পড়ে না। রাজার বাড়িত চোর করিবার না পায়া চোরটারো মনোত শান্তি নাই। সুযোগ আর আইসে না। এঙকরিযায় ভালে দিন যায়। গেইতে গেইতে গেইতে... ভালেদিন গেইল। এ্যাকদিন ঘুটঘুটা আমাবাইস্যার রাতিত চোরের সুযোগ হইল। এ্যামুন কিলকিলা আন্দার নাত্তি—কালাবিলাইকো কয় পাছাও। এ্যাক পহর যায়, দুই পহর যায়, তিন পহরত যেলা

নিশুশি নাকি—চাবার নিন্দোত পড়িছে—চোরখুনা শুল্লত করিয়া রাজার বাড়ি সোন্দাইলেক। রাজার ঘর সোন্দেয়া চোরের মাথা ঘুরি গেইল, চাইরো পাকে খালি সোনা আর চান্দি। চোর কোনটা নিবে আর কোনটা নিবে না-দিশা হারে ফেলাইল। ভাল ভাল জিনিসলা বেচিকুচি নিয়া ঝোংলাত ভরাইলেক। নিবারে আর জাগা নাই। নাত্তি আর শ্যাষ হয় সেলা চোরটা রাজার বাড়ি থাকি বিরিবার বাদে যেই না ঘাটা কারাইচে—আর যায় কোটে 'চোরের দশ দিন গিরির এ্যাকদিন'—কপালমন্দ, পাছপাক থাকি এ্যাকটা পহরী আসি চোরোক পাজাবান্দি ধরিল। এ্যামুন জোরে ধরিল—চোরটা আর ঠসকিবারে না পাইল। চোর ধরা পড়িল।

তার পাছাদিন সাকালে রাজা যেলা দরবারোত বসিল-চোরের বিচার আরম্ভ হইল। চোরটা রাজার হাতে-পাঙে ধরিল তেঙও রাজা চোরটাক শুলোত দিবার বাদে কইলেক। ঠিক হইলেক যে দুইদিন চোরটা ভাল মন্দ কি খাবার চায় খোয়াদোয়-য়া তিনদিনের দিন শুলোত দেওয়া হবে।

এ্যাকদিন গেইল—চোর কয় আর দুইদিন। দুইদিন গেইল, চোর কয় আর বাঁচন নাই। মরিমে যখন তায়-একবার না হয় শেষুয়া চেষ্টা করং। তিনদিনের দিন সাকালে জহ্লাদ আসিল, চোরক শুলোত দিবার বাদে নিয়া গেইল। সেলা চোরটা জহ্লাদোককয়—'ভাইরে মুই তো মরিবার ভয় নাখাঙ কিন্তুক কাথা হইল কি-মুই এ্যাকটা এ্যামুন বিদ্যা জানোং সেটা রাজাক না শিখাইলে—মুই মরলেনা বিদ্যাটা গেইলেকে। তায় তুই এ্যাক কাজ কর মোক একবার রাজার ওটি নিয়া যা মুই মোর বিদ্যাটা রাজাক শিখিয়া আইসোং সেলা তুই মোক শুলোত দেক। মুইও আর বাঁচিবার না চাঙ।

চোরের এ্যামুন কাহিলি-কুহেলি শুনি জহ্লাদের মনটা ভিজি গেইল। কি আর করা-নানান সাত-পাঁচ ভাবিয়া চোরটাক সেলা রাজার ওটি নিয়া গেইলেক। রাজা চোরোক পোছে—'ক! মরিবার আগোত কি কবার চাইস ক!' চোর কয় 'রাজামশায় মুই একটা বিদ্যা জানোং সেই বিদ্যাটা মরিবার আগোত তোমাক শিখিবার চাঙ।' 'ক তায় কি এ্যামুন বিদ্যা জানিস।' চোর কয়—'রাজামশাই মুই সোনা ফলেবার পাঙ।' 'এ্যাতই যদি সোনা ফলেবার পাইস তায় চোর করিবার আছিছিস ক্যানে?' চোর কয়—রাজা মশাই ওটিইতো এ্যাক পালা গান। সোনার কাথা শুনি রাজারও মনোত লোভ জাগিল।

চোরের কাথামতন এ্যাকখটু জমি হালা হইল। সোনা কাটিকাটি সইরসার নাকান করি বিচি গনা হইল। সেলা চোর কয়—রাজামশাই এ্যালা মোক একটা মানসি দেও যায় সোনার বিচি ফ্যালাবে। রাজা কয়—মানসি আরো ক্যানে-তুইয়ে ফেলাও। রাজার কাথাত চোরটা চটকি্ উঠি কয়—রাজামশাই মুইয়ে যদি ফেলেবার পালুং হয়, তায় মুই কি আরো চোর করি ধরা পড়ি

মরিবার বুদ্ধি করিলুং হয়?' তোমরা মোক এ্যামুন একটা মানসি দেও যায় কোনোদিন খানিকো কোনোখান চোর করে নাই—সেই নাকান মানসি যদি মোক দিবার পান, তায় সোনার বিচি ফেলাইলে সোনা ফলিবে।

সেলা রাজা মন্ত্রীক কইলেক বিচি ফেলেবার বাদে। মন্ত্রীক ধরিল ভয়। মন্ত্রী হাত জোর করিয়া রাজাক কয়—'তোমরা মোক যে মাসোহারা দ্যান তাতে মোর সংসার চলে না, মুই খানিক এ্যাদি-উদি করিয়া সংসারটা কোনোমতে চালাঙ।

এ্যাবার রাজা সেনাপতিক কইলেক বিচি ছিটিবার। সেনাপতিও কয়—রাজামশায় তোমরা দেওয়া বেতনত মোর পোষায় না। সেই বাদে মুই অস্ত্রপাতি বেচা-কেনা করি তোমার নিমকহারামি করিছুং। মোর দ্বারা ফলিবে না।

রাজা দারোয়ানোক কইলে, দারোয়ানো কয় মুই সেদিন চোরেরটে ঘুষ খায়া চোরোক রাজবাড়ি সোন্দেবার ঘাটা করি দিছুং। মোর দ্বারা হবার না হয়।

এ্যাঙ্করি রাজার যতলা মানসি আছিলো সগায় কয়—আমরা পামু না। সগায় খানিক না হয় খানিক চোর করিছে। সোনার বিচি ফেলেবার মতন মানসি রাজার রাইজ্যোতে পাওয়া গেইলেক না।

সেলা সগায় মিলি রাজাক অনুরোধ করিল যে রাজার তো আর কোন অভাব নাই, রাজা-মানসি। কেনোদিন চোর-চামারিও করে নাই। তায় রাজায় সোনার বিচি ভুঁইয়োত ছিটাউক। রাজা দেখিল মহাফ্যাকেরা। রাজা মনে মনে চিন্তা করে এ্যাঙকরিতো আর হবে না—'মুইয়োতো চোর করছুং—চোর করিয়া, চোট্টামি করিয়ায় রাজা হচুং। মুই বিচি ফেলাইলে তো সোনা হবার না হয় ! বাধ্য হয়া রাজাও স্বীকার করিলেক যে মোক দিয়া সোনা-ফলা হবে না।

চোরটা দেখিল বুদ্দিটা কাজোত নাগিল। সেলা চোর রাজাক কয়-দেখিলেন তো রাজা মশায় তোমরা মোক 'জীবনে চোর করে নাই' এ্যামুন এ্যাকটা মানসিও দিবার পাইলেন না। আর মোকে খালি তোমরা দোষ দ্যান।

রাজা চোরাটাক ছাড়ি দিল। আর ভাইল্লা সোনা-দানা দিয়া বিদায় করিল। চোর সেই সোনা-দানা নিয়া মরণের হাতথাকি বাঁচিয়া এ্যালা সুখে-শান্তিতে খায় আর আমরা বসি বসি খালি চোরের কাথা কই।

অনদিশার দিশা

এ্যাক গ্রামত এ্যাকেনা খুব বড় ধনিমানসি আছিলো। ভাইল্লা জমি-জাগা, শয়-সম্পত্তি। সেই ধনি বুড়াটার এ্যাকে খুনা মাত্র ব্যাটা-খুব আদরের। কাজ-কামাইতো করে না খালি ঢুলঢাং ঢুলঢাং করি বেড়ায় আর খায়। বুড়া বাপোক খানিক যে হ্যাসার দিবে—তার নামগোন্দ নাই। খাবার বেলা হেটাও পছন্দ হয় না হোটাও পছন্দ না হয়—ভালভাল খায় আর ভালভাল পেন্দে। সংসারের ভিতি খানিকো নজর-হাওয়াল নাই, খরচের বেলা উলাই-নুচাই।

এইয়াঢক করিয়া দিন যায়। বুড়ারও বয়স বাড়ে। আস্তে-আস্তে বুড়াও অচল হয়া যায়: চখু দিয়াও ভাল করি দেখে না কান দিয়াও ভাল করি শোনে না। রোগে-শোকে বুড়া কাহিল। মরণকালোত বুড়ার ভাবনা চড়িল যে মরিলে বেটার কি গতি হবে ! বেটা যে খরচিয়াল, কাজ-কামাইতো খানিকো করে না। বেটার মাথার উপুরাও এ্যামুন কাঙো নাই যে বেটাক ভাল বুদ্ধি-সুদ্ধি দিবে। —নানান চিন্তা-ভাবনাতে বুড়ার শেষকাল আরো কাছোরঘনি আসিল। এ্যাইঢক করিয়া দিনকয় বিতি গেইল, এ্যাকদিন বুড়া মরমর সমায়-বেটাক বগলোত বসেয়া কয় "বাপইরে মুই তো আর বাঁচিম না, তায় মরণকালোত তোক কয়টা কাথা কয়া যাবার ধরচুং – "ছেঙায় ছেঙায় হাটিবু, মাছের মাথা বেশি করি খাবু আর দিশাহারা হইলে তিনমাথা বুড়ার ওটি যায়া বুদ্ধি নিবু—তাহইলে তোর সংসার সদায় দিনে অচলালক্ষ্মী রবে।"

অসুখে-পাতি-চিন্তায়-ভাবনায় দিন কতক বাদে বুড়া মরিলেক। কাম-কিড়া বিরাইল। এ্যালা বুড়ার বেটায় সংসারের মাথা। কুদি কোন জমিত কি আবাদ হবে—পাটা ফেলাবে না ধান ফেলাবে—বুড়ার বেটা ভাবিয়া না পায়। এ্যাইলা কামাই তো উনায় কোনোদিন করে নাই। হাল-বতর না জানিলে চাষা মানসির যা হয় আর কি ! এ্যাদিফির বুড়ার বেটার আগের নাকান ঠাটবাট কিন্তুক খানিকো কমে নাই। 'বসি খাইলে রাজার ভান্ডারও শেষ হয়' আস্তে আস্তে বুড়ার বেটারও সংসার নাজেহাল হবার ধরলেক।

বুড়ার বেটা বসি বসি ভাবে—এ্যালা কি হইল ! বাপতো মরণ কালোত কইছে ছেঙায় ছেঙায় হাটিবার, মাছের মাথা বেশি করি খাবার আর তিনমাথা বুড়ারটে বুদ্ধি নিবার। সেলা বুড়ারবেটা করিল কি—আধুরা জমিজাগাখুনা বেচেকেচে গোটায় ঘাটাটা টিন দিয়া ছাওনি দিলেক, হাট থাকি পত্তিহাটে বড় বড় মাছের মাথা আনে আর খায়। এ্যাঙকরিয়া কয়দিনোতে সংসার

ফাঁক হয়া গেইল। ভিটাত ঘুঘু চড়ে-আর কি ? এ্যামুনসময়ায় বুড়ার বেটার ফম হইল- বাপ কইছে দিশাহারা হইলে তিন মাথা বুড়ারটে বুদ্ধি নিবার বাদে। এ্যালা তিন মাথা বুড়ার কোটে দেখা পাওয়া যায়—এই চিন্তাতে বুড়ার বেটার নিনে না হয়।

বুড়ার বেটা এ্যাইবার তিনমাথা-বুড়াক চান্দের ধরলেক। চান্দায় আর চান্দায়—ইনাক পোছে, উনাক পোছে তেঙও তিনমাথা-বুড়াক আর চান্দেয়া না পায়। খাওয়া-নাই, দাওয়া-নাই চান্দাইতে চান্দাইতে বুড়ারবেটা নাজেহাল। বাপ মরণকালোত এ্যাটা কেমুন কাথা কয়া গেইল ? মরণ-কালোত তো বাপমিছা কাথা কবার না হয়—ছচাংয়ে কোনোটে তিনমাথা বুড়া আছে-না হইলে বাপ কবে ক্যানে ? বুড়ার বেটা আরো চান্দের ধরলেক। চান্দাইতে চান্দাইতে একদিন একটা বুড়াক দেখে—হাঁটু দুইটা এ্যাকেটে করিয়া হাঁটুর ভিতিরা মাথাটা গোঁজে দিয়া-বুড়াটা টুমটুমালি করি বসি আছে। এ্যাই নাকান বুড়াক দেখিয়া-বুড়ার বেটা ভাবিলেক—'আগের কালের মানসিতো-ইমরায় বোধায় তিনমাথা-বুড়ার খবর দিবার পাবে। সেলা বুড়ারবেটা বুড়াটার বগলোত যায়া কয়—'ও বাহে বুড়ার বেটা-তোমরা কি তিনমাথা বুড়া কোটে আছে-কবার পাবেন।' বুড়াটা আস্তে করিয়া মাথা তুলিয়া কয়—"বইস বাপো বইস, তা ক্যানে এ্যামুন তিনমাথা বুড়াক চান্দের ধইরছিস তায়।" সেলা বুড়ার বেটা বুড়াটাক উনার বাপের মরণ কালের কাথা —'ছেঙায় ছেঙায় যাবু, মাছের মাথা বেশি কারি খাবু আর তিন মাথা বুড়ারটে বুদ্ধি নিবু' কইলেক। সেলা বুড়াটা কয়—'ওরে বাপই এই কাথা ! তা তোর বাপ তো তোক ভালে বুদ্ধি দিছে কিন্তুক তুই তোর বাপের মরণকালের কাথা বুঝিবার পালো না। তোর বাপ কইছে—

'ছেঙায় ছেঙায় বেড়াবু'—বাপই ছাতা মাথাত দিয়া বেড়াবু, তাহইলে রৌদ-বাও-ঝড়ি-পানি থাকি রেহাই পাবু। 'মাছের মাথা বেশি করি খাবু'—বাপোরে, তোর বাপ তোক ছোটো ছোটো দারিকা পুঁটি মাছ কিনিয়া বেশি করে খাবার কইছে-দেহাত বল হবে বুলিয়া। বুড়ার কাথা শুনিয়া বুড়ার বেটা কপাল থাবরায় আর মনে মনে হায় হায় করে। বুড়াটা আরো কয় 'তিনমাথা বুড়া'-হইল যার খুব বয়স হইচে, বয়সের ভারত অচলা হয়া যায় হাঁটুর ভিতিরা মাথা গোঁজে রয়'—এই মুই যেমুন।

সেলাসোনে বুড়ার বেটার হুশ হইল। মনে মনে ধেন্দেলায় কি ভুলটায় না করিছুং। সেই তিনমাথা-বুড়াটার কাথা ধরিয়া বুড়ার-বেটা বাড়ি ঘুরিয়া আসিল আর সংসারত মন দিলেক।

শিব ঠাকুরের বর

এ্যাকেনা মানসি মাইয়া-ছাওয়া ধরি খায়। মানসিখুনার হালবলদ নাই, দিনাও শিকার করে আর খায়। এ্যাকদিন শিকারী, শিকার করতে করতে ভালে দুরোত-বনত গেইছে। সারাটা দিন যায় যায় তেঙও শিকারী সেদিন শিকারে না পায়। মানসিটার মনোত শান্তি নাই। যদি শিকার না পায় - খালি হাতে বাড়ি যায় মাইয়া-ছাওয়াক কি খোয়াবে! চিন্তা করে আর বনত ভিতভিতি বেরায়—শিকার কোটে পাওয়া যায়! চান্দাইতে চান্দাইতে-বেলা ভাটি পড়ি গেইল, তাও শিকারী কোন শিকার পায় না।

কাথাত আছেন না, 'খুঁজিলে বোলে খোঁজার নাগাল পাওয়া যায়'—ঐ শিকারীও এ্যাকেবারে ভাটিবেলাত দেখিল এ্যাকেনা গছের আগালোত এ্যাকেনা ভাষাত-দু'খুনা বাচ্চা পারো কান্দির ধরচে। সেলা শিকারী করিল কি—সেই টোংটোংয়া গছের আগালোত পারোর ভাষার চাইরো গাবারে ফান পাতি থুইল। বেলা হেলি পড়িল, এ-ই নাল বেলার সময় পারো আর পারী ভাষার ভিতি উড়ি আসিল। গছের নিলনিলা আগালোত পারো-পারী বসিয়া দেখিল—ভাষার চাইরো পাকে ফান পাতা। ছাওয়ার ডাহাতে পারোজোড়া খালি আপসারী করি ঘুরির ধরলেক। মার মন কি আর মানে! আগাং-পাছাং হোলোক-পোচোক করতে করতে অচমকা পারীটা ছাওয়ালার বগল গেইল। আর বগলত গেইতে কালে পারী ফানোত-ফান্দিল। পারীক ফানোত ফান্দা দেখিয়া পারোর উটিল আপসারী। সেলা পারো কয়—'হারে পারী তুই জন্মের মত মোক ছাড়িয়া গেলো।' সেলা পারী কয় 'মোর জন্যে তোমরা চিন্তা না করেন, তোমরা নয়া করিয়া সংসার পাতিয়া খান মুই গেলুং।' পারো কয় 'তোক ছাড়িয়া মুই কেংকরি রইম, তোরও যা হবে মোরও সেই গতি হবে'—কইতে কইতে পারোও মরণজোর দিয়া এ্যাক্কে ঝাপে ফানোত সোন্দাইল। আর কোটে যায়—পারো-পারী ছাওয়ায়-ছোটয়-বাচ্চায়-বুড়ানীয়ে সাগায় ফানোত ফান্দিল। শিকারী মানষিখুনা এতক্ষণ গছের গোড়ত ঝিত্ করি আছিল। কুল্লায় ফানোত বনখাইচে দেখি গছের নিলনিলা আগালোত চড়িয়া এ্যাকেনা—এ্যাকেনা করি বাচ্চায়-বুড়ানীক ধরিয়া পিঞ্জিরাত ভরাইলেক। পিঞ্জিরাত ভরেয়া বাড়ি বুলি ঘাটা কারাইলেক।

এ্যাদি ফির সইন্দা নাগি গেইছে। চৈত-বৈশাখী দিন। চৈতা-বাও উটিল ! হাওয়াতে বনের গছ-গাছালি ভাঙি পড়ির চায়। পইল সাঁঝোতে ফরাসখান ঘুটঘুটা আন্দার হইল। ঝরি-হাওয়াতে শিকারী মানসিটা এ্যাদি-ওদি করতে করতে ঘাটা ফ্যালাইল হারেয়া । ঘাটা হারেয়া

শিকারী হইলেক দিশাহারা-কোটে যাবে কি করিবে থেযায় না পায়। সেলা শিকারী করলেক কি—আন্দারে-ধান্দারে এ্যাকেনা গছোত চড়িল। শিকারীর ভয় এই বনের ভিতিরা আন্দার-নাতি মাটিত রইলে বাঘে-সাপে খাবে। ভয়ে-ডরে সেইবাদে গছোত চড়িছে পিঞ্জরাটা গছের ঠাইলোত বান্দি থুইয়া, নিজে আর-এ্যাকেনা তেফেটেংয়া ঠাইলত বেশ যুত করিয়া বসিল। নাত্তি এক পহর, দুই পহর যায়, নানান চিন্তা-ভাবনাত শিকারী মানসিটার চখুত নিন নাই।

এ্যাদি ফির হইছে কি! মানসিটা যেটা গছোত চরিছে-সেই গছখুনা আছিলো বেলের। আর সেই দিনটা আছিল চতুরদর্শীর নাত্তি। মানসিখুনা চিন্তা করতে করতে কোন বেলাবা চখু দুইটা মুজিছে-খানিক নিন্দের ধান্দারীতে পাশ ফিরিছে, এ্যাকেনা বেলের পাত ছিড়িয়া মানসিটার মাথাত পড়িয়া গছের গোড়ত পড়িছে। আর গছের গোড়ত আছিল শিবেরথান—পাতখুনা ঠিক করি আসি পরিছে শিবের থানত। শিবঠাকুর মানসি খুনার পুজাত সন্তুষ্ট হয়া মানসিটাক বর দিলেক। শিকারী মানসিটার শিবজ্ঞান লাভ হইল আর মানসিটার আত্মাক শিব স্বর্গপুরী নিয়া গেইল।

শিকারী মানসিখুনা মরিল, কিন্তুক মরাদেহাটা গছোতে রইল। আর ঐ পারোর পিঞ্জিরাটাও গছের ঠাইলোতে বান্দায় রইলেক। এ্যাদিফির সেই দেশের রাজা সেদিন সাত-সাকালে শিকার করতে করতে ঠিক ঐ বেলগছটার গোড়তে আসিল। আসিয়া দেখে গছোত মরা মানসি, পিঞ্জিরাত পাড়ো। সেলা রাজা মরাটাক গছ থাকি নামাইলেক। পারো-র পিঞ্জিরাটাও নামাইলেক। পিঞ্জিরার মুখ খোলে দিয়া পারো-পারী, বাচ্চায় বুড়ানীক ছাড়ি দিল। আর মরাটার সদ্‌গতি করিল।

ভোন্দা বিলাই আর শিয়াল

ভোন্দাবিলাই আর শিয়াল-দোনোজনে খুব বন্ধু। কাঙো-কাঙোকে ছাড়া কোনোটে যায় না, খায় না, রয় না। তায় উমার দোনোজনের একদিন খুব দই-চুড়া খাবার মন গেইল। কিন্তুক দই আর চুড়া উমরা পায় কোটে, কায় দিবে উমাক। হাট থাকি আনাও নানান ঝামেলা, মানসি নাগাল পাইলে এ্যাক্কে ডাঙে কমোর ভাঙ্গি দিবে। কারো বাড়ি থাকি চোর করিয়া আনাও মারাত্তক বিপদ। নানা কাথা ভাবিয়া বিলাই আর শিয়াল কোনো দিশায় না পায়, এ্যাদি ফির দই-চুড়া না খাইলেও না হয়—দই চুরার বাদে আত্মাটা খাও-খাওয়া নাগছে। কিন্তুক পাওয়া যায় কেঙকরি।

দুই সখায় এ্যাকেটে মাথা-নাগে দিয়া সাত কাথা ভাবতে ভাবতে-বুদ্ধি পাকাইলেক।

হাটবারের দিন। সাকাল থাকি হাটুয়া-মানসির হোল্‌নাই লাগে। হাটুয়ালাক দেখে আর বিলাই-শিয়াল দোনোজনে আওডালোত বসি বুদ্ধি পাকায়-ঝাকি মতন বনখাইলে হয়। আজি যেংকারি হউক দই-চুরা আনিয়া খাওয়া খাবে ঠিক করি বাচ্চেয়া আছে—কতখনে কায় আইসে।

এ্যাকটা হাটুয়া ভাকুয়াত করি একভার দই ধরি বেচেবার বাদে হাট যাবার ধরচে। জঙল বাড়ির একপাইঙ্‌য়া ঘাটা। শুন দুপুরা। ভাকুয়ার ঝোকে ঝোকে মানসিটা হাটিবার ধরচে। খানিক আগাইতে কালে—এ্যাকটা বিলাই হাটুয়াটার ঠেঙের দোয়ারোত নাটার-পাটার নাগাইল, রয়-রয় আগছান্দে যায়। হুশ-হাশ করে তেঙ বিলাইটা যায় না। এ্যাদিফির ভাকুয়া ঘারোত, বিলাইয়ের উৎপাত—হাটুয়া মানসিটা আর হাটিবারে না পায়। শেষত রাগখায়া ভাকুয়ার দইয়ের ভারটা আলগোচে ঘাটার মাথাত থুইয়া বিলাইটাক দিলেক পিট্টান। পিট্টান যায়া বিলাইটা জঙলবাড়ি সোন্দাইল, মানসিটাও বিলাইওক পিট্টিয়া দইয়ের ভারের ওটি ঘুরি আসিল। এটা কেমুন কাথা, দইয়ের হাড়ি দুইটা গেইল কোটে! আগিলায়-পাছিলায় দইয়ের-হাড়ির পাত্তা নাই, কোনো মানষি-দুনষিও নাই, দইয়ের হাড়ি নিলেক কায়! হাটুয়া মানসিটা ধইস্যখায়া ঘাটার মাথাত খেবলে বসিল। আসল কাথা-হাটুয়াটা খেলা বিলাইটাক পিট্টির গেইছে, সেই সুযোগোত শিয়ালটা দইয়ের হাড়ি ধরিয়া সাড়াৎ করি জঙলোত সোন্দাইছে। এ্যাঙকরি ভোন্দাবিলাই আর শিয়ালের দই জোগার করা হইল। দুই সখার বুদ্ধিতে এ্যাঙ করিয়ায় হাটুয়াক ঠকেয়া এ্যাকে এ্যাকে চুরা, মিটাই, আটিয়াকলা—সউগ জোগার হইল। নুন আর কাঁচা মরুচও হইল। কুল্লায় এ্যাকেটে গোটো করি দুই সখায় ধরি বসিল। কিন্তুক শিয়াল হইল খুব চাল্লাক। মনে মনে শিয়াল বুদ্ধি পাকাইল যে বিলাইয়োক ঠকেয়া কুল্লায় এ্যাকেলায় খাবে শিয়াল।

সেলা শিয়াল বিলাইয়োক কয়ঃ 'রে সখা, মুই ততখোন এ্যাইলা পহারা দেঙ, তোমরা ভাল করি গাওখান ধুইয়া আইসো।' শিয়ালের কাথা ধরি বিলাই গেইল গাও ধুবার। দোয়ারোতে এ্যাকেনা দিঘি আছিল, বিলাই যেই ওটি গাওধুবে বুলি নামিবে, সেলা শিয়াল কয় ঃ 'সখা এটা দিঘিত গাও না ধোন-গাও চুলকায়।' খানিক আগেয়া আর এ্যাকটা দিঘিত বিলাই গাওধুবার নামির চাইতে কালে শিয়াল কয় ঃ 'সখা, এটে না ধোন, এটে না ধোন- এলা জল বেয়া, গাও কিটকিটাবে।' যেটা দিঘিতে নামে, সেটায় বোলে বেয়া, এঙ করতে করতে শিয়ালের চাল্লাকিতে বিলাই গেইল ভালে দুরান্তরত গাও ধুবার বাদে। শিয়াল তো এইটায় চাইছে। বিলাই গাওধুবার বাদে গেইতে কালে শিয়াল এ্যাকেলায় আরামচে দই-চুরা-কলা-নুন-মরুচ কুল্লায় হাউস মিটি খায়া পালান-পাট্টা। বিলাইয়ের সাদা-মাটা মন, তাছাড়া দইচুরা খাওয়ার আনন্দোতে আরামচে গাও-হাত-পাঙ ধুইয়া হেলিয়া-দুলিয়া ঘুরি আসি দেখে—শালা শিয়াল, কুল্লায় ফেলে-চেলে খায়া

পালাইচে। বিলাই আর কি করিবে। পেটের ভোগোতে থাকি থাকি হাত-ঠ্যাঙ-চাটিয়া চখু মুজিয়া শোধ নিবার বাদে বুদ্ধি পাকের ধরিল।

ভোন্দাবিলাই আর শিয়াল এ্যালা এ্যাকলায় এ্যাকলায় ঘুরি বেড়ায়। শিয়ালতো দেখায় দেয় না। ভালে দিন কাঙো-কাঙোকে দেখা দেয় না। শিয়ালতো বিলাইয়োক এ্যাড়েয়ায় বেড়ায়। বিলাইতো তক্কে তক্কে আছে শিয়ালোক জুত মত পাইলে হয়। এঙ করিয়ায় ভালেদিন যায়, গেইতে গেইতে...শিয়াল এ্যাকদিন দেখে বিলাই বেশ আরাম করিয়া থাকি আছে। দুরান্তর থাকি শিয়ালোক দেখা মাত্র বিলাইটা চখু দুইটা আধামোজা করি সলসলা হয়া থাকি রইল। শিয়ালোক ধরচে ভোগ। নেপের-চ্যাপের করি বিলাইয়ের দোয়ার যায়া শিয়াল বিলাইয়োক কয় ঃ 'সখা, তোমরা এটি আরো থাকিথাকিয়া কি করেন তায়।' বিলাই মনের রাগ মনোতে থুইয়া শিয়ালের কাথা না শোনার ভরং করিয়া কয় ঃ 'আরে সখা! বাপরে বাপ, তোমরা কতদ্দিন বাদোত আসিলেন, আইসো, আইসো।' বিলাইটা এ্যামুন কাপধাপ নাগাইল যে মনটা কয় শিয়াল বোধায় উনার চৌদ্দগুষ্টির সাকাই। শিয়ালোক বগলত বসাইল। ভাল-মন্দ, হেটা-হুটা পোছাগামছা করিল। শিয়ালের প্যাটোত হইল ভোগ, এ্যাদি-ওদি চুলুত-চালাত করতে করতে শিয়াল কয় ঃ 'তা সখা, তোমরা এটে কি করেন তো মানা !' বিলাই ঃ 'আরে, আর কনেনা। দেখেন না কুশিয়ার বাড়িখান—এখান হইল রাজার। তা রাজার পহরীদার গেইছে খাবার, মোক থুইয়া গেইছে পহরা। কনতো সখা এঙকরিয়া কতখন রওয়া যায়।' কুশিয়ারের কাথা শুনিয়া শিয়ালের পেটের ভোগ এ্যাকেবারে মাথাত চড়িল। সেলা শিয়াল কয় ঃ 'তায় সখা মোক দুইটা কুশিয়ার দেননা কেনে। সচাঙে সখা কতদ্দিন থাকি কুশিয়ার খাং না।' শিয়ালের আউস-কাউস দেখিয়া বিলাই মনে মনে খুসখুসিয়া হাসে। এ্যাইবার বিলাই কয় ঃ 'রে সখা, রাজার কুশিয়ার, রাজাক না কইলে তোমাক দ্যাঙ কেঙকরিয়া। তায় তোমরা এটি রণ, মুই রাজাক কয়া আইসোক।' রাজাক কবাবাদে বিলাই গেইল। কোটে আর যাবে – বিলাই তো জানে শিয়ালের জাতের ক্ষয়। বিলাই করলেক কি সুল্লুত করি এ্যাকেনা গছোত চড়ি ঘাপটি মারি রইল, শিয়ালের তামসা দেখোং বুলি। আর যায় কোটে বিলাই গেইতে কালে শিয়াল এ্যাক্কে ঝাপে কুশিয়ার বাড়ি সোন্দেয়া, এ্যাক্কেসোত্তায় এ্যাকটা কুশিয়ার ভাঙি চখুর পলকোতে রসখুনা চুষিয়া খায়া ফেলাইল। রাম! রাম! রাম! এলা কেমুন কুশিয়ার! শিয়ালের গালার উটিল খাউজান। চুলকানির চোটে শিয়ালের ধরপরি, ঝাপোন—আঁচুরি-বিচুরি—চখুর জলে, নাকের জলে এ্যাকাকার। চুলকানির চোটে ঝাপাইতে-ঝাপ্পাইতে, মাটিত গড্ডাগড্ডি করতে করতে করতে-শিয়াল ধুলপুন্দুরা হইল, কুশিয়ার বাড়িখান ধলধলা হইল। গছের উপরা বসি ভোন্দাবিলাইটা চখু টিপি হাসে। শালার শিয়াল মোক ছাড়িয়া দইচুড়া খাবার সাটানি বোঝেক। আসলে শিয়াল কুশিয়ার বুলি যেটা খাইচে-ঐলা হইল মানা। সেই মানা ধরিচে শিয়ালের গালাত।

ঐ যে শিয়াল পালাইল, দেখা আর নাই। ভালেদিন দুই সখা মানে ভোন্দাবিলাই আর শিয়ালের দেখা নাই। নাই, নাই করি ভালেদিন বাদোত-শিয়াল একদিন আপন মনে ঘাটা দিয়া হাটি যায়। অচমকা শিয়াল দেখে গছের উপুরা ভোন্দাবিলাইটা এ্যাকটা কী'বা সাপটে ধরি সলসল করি থাকি আছে। সেলা শিয়াল কয় ঃ 'আরে সখা, বাপরে বাপ তোমার এ্যাক্কেবারে পাত্তায় নাই। তায় হোর ওটে আরো ওটা কিসোক অঙকরি সাপটে ধরি থাকি আছেন ?'

বিলাই কয় ঃ 'আর কনেনা সখা। মুই এ্যালা রাজার পহরিদারের চাকুরী পাচুং। এটা হইল রাজার জয়ঢাক। মুই এইটার পহরা দিবার ধরচুং।'

ঢাকের কাথা শুনি শিয়াল নাচোন জুরি দিলেক। বিলাইয়োক অনুরোধ করিব ধরলেক যে যাতে শিয়ালোক ঢাকখান খানিক বাজেবার দেয়। কিন্তুক বিলাই কোনোমতে রাজী হয় না। শিয়ালের ঘ্যানোর-ঘ্যানোর সবার না পায়া বিলাইটা, শিয়ালোক ঢাকের পহরাত থুইয়া রাজার ওটি গেইল রাজাক কবার বাদে। শিয়ালের আর তর সয় না। চখুর আওডাল হইতে কালে এ্যাকেসরকোতে শিয়াল সাল্লাউ করি গছোত চড়ি ঢাকোত দিলেক ডাঙ--'নাকোত গুতাং চখুত গুতাং, টিকাত গুতাং চটকে তোলাং' বাজায় আর নাচে-শিয়াল এ্যাকেবারে বিভোর। আর যায় কোটে-বাইজোনের ঠ্যালাত ঢাক গেইল ভাঙি। ঢাক তো না হয়--ওখান হইল ভেরুলেরহাড়ি। ভেরুলেরহাড়ি ভাঙি ভেরুল ঝাঁকে ঝাঁকে আসি-শিয়ালোক ধরিল বেনকেটে। ভেরুলের কামোর খায়া শিয়ালের উটিল ধরপরানি। মাটিত নেইটায়, কাদোদ গড্ডাগড্ডি দেয়, ভেরুল তেঙো পাছ ছাড়ে না। শিয়াল যতয় দৌড়ায়, ভেরুলো দলে দলে বেনকেটে ধরে, কামোরের ঠ্যালাতে শিয়াল আগপাছ না দেখিয়া দামকচুর দীঘিত মারিল এ্যাক ঝাঁপ। শিয়াল জল থাকি মাথা তোলতে কালে ভেরুল ধরে। শেষত দামের ফাঁক দিয়া নাকটা বির করি কোনমতে শিয়াল উকাশ নেয়। শিয়ালের দফারফা। ভেরুললা এক দুপোর বাদে আশা ছাড়িলে সেত্তেমেত্তে শিয়াল দীঘির পারোত চরিয়া - কেলেংল্যাঙ করি থাকি রইল।

শালার ভোন্দাবিলাই তোর নাগাল পাইলে হয়, তোর চৌদ্দগুষ্টির দেও দেখাইম। শিয়াল রাগোতে টং। দুই-দুইবার বিলাইয়েরটে শিয়াল ঠকিচে। রাগে দুঃখে শিয়াল-চলতে-ফেরতে খালি বিলাইয়োক চান্দায়--রে বিলাই তোর নাগাল পাইলে হয়! বিলাই তো আর কম চাল্লাক না হয়, – বিলাই আর দেখা দেয় না। এঙকরি ভালে দিন যায়, কাঙো-কারো দেখা পায় না। রাগ আর কদ্দিন রয়। শিয়াল প্রায় বিলাইয়ের শোধ নিবার কাথা ফমপাসরি গেইল।

একদিন শিয়াল খাবার চান্দের ধরচে। জ্বারের দিন তো। এদি-ওদি দেখে আর ছুলুম-ছালাম করি শিয়াল ভিত-ভিতি খাবার চান্দায়। খাবার চান্দাইতে চান্দাইতে আচমকা শিয়াল দেখে বিলাইয়োক। বিলাইটা সাকালি রৌদোত বেশ আরাম করি ওটা বা কিসের উপুরা থাকি

আছে। বিলাইয়োক পুছিলে বিলাই কইল যে ওটা রাজারসিংহাসন। রাজাক নাকি হাগা ধরচে, সেইবাদে বিলাইয়োক এটি থুইয়া রাজা গেইচে পাতারোত। শিয়াল হইল খোচোমাবান্দা, উনায়-খমকায় করি বিলাইয়ের দোয়ারোত সিংহাসনোত বসিবে। কিন্তুক বিলাই আর কাথা শোনে না। শিয়ালের মেজাজ টং। ওলা রাজা-টাজা শিয়াল মানিবে না, কেনেনা বারেবারে বিলাই শিয়ালোক ঠকাইচে। হাতা-কাচা পাইলে তেই বিলাই মজাটা পাবে। শিয়াল রাগোতে দাঁত করমরের ধরলেক। শালা ভোন্দাবিলাই মেলাবার ঠকাছিস, আজি যাবো কোটে—আজি তোরে এ্যাকদিন কি মোরে এ্যাকদিন, তোর মাথাটা আজি মোলার নাকান করি করমরে খাইম—এ্যাক্কেঝাপে শিয়াল গেইল বিলাইয়োক ধরিবার, আর ভোন্দাবিলাইটাও টুপ্পুস করি ঝাপ্পে নামিল মাটিত—শিয়াল ঘুপ্পুলুং করি পড়িল যেয়া খালোত। আসলকাথা, সিংহাসন আর কোটে ওটা হইল এ্যাকটা ইন্দিরা, মাকবার জালোতে ইন্দিরার মুখখান আছিল মোজা; বিলাইয়ের ফেনফেনা দেহাটা ইন্দিরার মুখের দমদমা মাকেরার জালোত আলগোতে আছিল। শিয়ালের দেহার ভরাত মাকরার জাল ফারিয়া—শিয়াল ঘাপলাং— ইন্দিরাত।

উচা ইন্দিরা - রৌদ-বাও নাই। দিনোতে ঘুটঘুটা আন্ধার। বেলাটা খানিক হেলতে কালে ইন্দিরাটা আরো বেশি করি আন্দার হইল। শিয়াল ভাবিলেক বুঝি নাত্তি হইচে। আর যায় কোটে—শিয়াল আরম্ভ করিল-কেক্কে হুয়া হুয়া ...। রাখোয়াল চেংরালা ধরচে গরু চড়েবার, আধবেলাতে ইন্দিরাত শিয়ালের কান্দোন শুনিয়া গেইলেক। যায়া দেখে ইন্দিরাত পড়িয়া শিয়ালটা ধরপরের ধরচে। বিটিলাচাটা গরুচরা চেংড়ালা হালাবাড়ির পাকা ইটা কুড়িয়া আউসকসি ইন্দিরাত দিলেক ঢ্যাল। ঢ্যাল খায়া শিয়াল এ্যাক্কেবারে নাজেহাল, মরং মরং অবস্থা। শিয়াল হইল পন্ডিত, মহাপন্ডিত। ঢ্যাল খায়া পরান যায় যায়, এ্যামুন সমায় শিয়ালের মাথাত চাপিল বুদ্ধি। রাখোয়াললাক ডেকে শিয়াল কইলেক যে, আর না ঢ্যালান, মোক ইন্দিরা থাকি তোলো তোমাক মুই এ্যাকেনা করি ভাল দাওয়া দিম। চ্যাংড়ালা সগায় মিলি কয় ঠিক আছে শিয়ালের দাওয়ায় নেই। সেলা চ্যাংড়ালা শিয়ালের কাথাত এ্যাকেনা করি কচুর পাত দিলেক আর শিয়াল সেই কচুর পাতোত খানিক করি দাওয়া বান্দি টোপলা করি চ্যাংড়ালাক দিয়া কইলেক যে, সাঁঝের সমায় হাত-পাও ধুইয়া দাওয়ার টোপলাটা খোলে দেখিবার, আর এ্যালায় যদি কাঙো টোপলা খোলায় তাহইলে দাওয়ার কাট যাবে।

চ্যাংড়ালা সেলা শিয়ালের বুদ্দি ধরি দাওয়ার টোপলা নিয়া গরু বান্দা দড়ি ইন্দিরাত ফেলেয়া শিয়ালোক তুলিলেক। ইন্দিরা থাকি উঠিয়ায় আগ-পাঁচ না দেখিয়া শিয়াল দিলেক ছিল্লাফাটা দৌড়। শিয়ালের টিকা তুলি দৌড় দেখিয়া চ্যাংড়ালার সেই কি হাসি, হাসতে হাসতে মনটা কয় মাটিত গইর দেয়।

সাজ নাগিচে। রাখোয়ালেলা গরু-বাচুর গোয়ালিত থুইয়া, মুখ-হাত-পাও ধুইয়া শিয়ালের দেওয়া দাওয়ার-টোপলা বাইর করিল। টোপলা খোলাইতে কালে কি কুসাটাং গোন্দ-খোসটানি, খোসটানি, ছ্যাঃ ছ্যাঃ - থুঃ থুঃ থুঃ ! কী হইল! টোপলাত আর দাওয়া কোটে , দাওয়া-ফাওয়া নাই টোপোলাত হইল শিয়ালের গু।

প্যাঁচার চাল্লাকি

এ্যাক প্যাঁচা আর প্যাঁচার মাইয়া-প্যাঁচানী ভালেদিন থাকি এ্যাকটা পাকড়ি গছের ধোনোত রয়। সেই পাকড়ির গছটাত আরো এক জোড়া পখি-গোরুর আর গোরুরের মাইয়া-গোরুনীও রয়। ভালদিন থাকি এ্যাকে গছত রইতে রইরে দোনোজোড়া পখি, মানে প্যাঁচা-আর গোরুরের মধ্যত খুব মিল হয়। কাঙো কাঙোকে কোনোখান ছাড়িয়া না খায়। প্যাঁচানী আর গোরুনী—উমার দুই জনেরও খুব মিল। শেষত প্যাঁচা আর গোরুর-সখা পাতাইলেক। দুই সখার খুব মিল। অন্য পখি-পয়ালগুলা ইমার এ্যামুন মিল দেখিয়া হিংসাতে মরে। দিনোত গোরুর খাবারের খোঁজোত যায় আর প্যাঁচা বাড়িত পহরা দেয়। রাত্তি হইলে গোরুর প্যাঁচার বাড়িত পহরা দেয় আর প্যাঁচা চোপোরাত্তি খাবার চায়া বেড়ায়। এ্যামুন মিলমিশ করিয়ায় ভালেদিন থাকি দোনোজনে মাইয়া-ছাওয়া ধরি রয়। আপদে-বিপদে দোয়ারত খাড়া হয়।

প্যাঁচা আর গোরুর কারো চায়া কাঙো কম না হয়। সগায়, সগার জাতের ক্ষয় জানে। দোনোজনেরে বাটপাড়ি স্বভাব। গোরুর যেমুন চাল্লাক, প্যাঁচা আরো এ্যাক কাটি চাল্লাক বেশি। গোরুরটার আছিলো খানিক উল্‌টা স্বভাব। উনায় যেদিন কবে কাছোরত খাবার চান্দের যাবে, সেদিন উনায় যাবে দুরান্তর আর যেদিন কবে দুরান্তর, সেদিন যাবে কাছোরত। প্যাঁচা কিন্তুক গোরুরের এই স্বভাবটার কাথা আগোত না জানলেও এ্যাই কয়দিন আগোত জানছে। যেদিন থাকি জানছে, সেদিন থাকি প্যাঁচার মাথাত ঘুনঘুনানি। আসলে প্যাঁচার মন পরিছে গোরুরের মাইয়ারটে। প্যাঁচা খালি মনে মনে ধেন্দেলায় কেংকরি গোরুরের গাবুর মাইয়াটাক বিছিনাত টানা যায়।

দিন যায়-যায়-যায়, প্যাঁচা আর সুবিধা করির পায় না। এ্যাকদিন সাক্কালে উঠিয়া গোরুর

প্যাঁচাকডেকে কয়–"সখারে আজি মুই খুব দোয়ারোতে খাবার চায়াবেরের যাইম, তায় তোমরা তোমার সইকানীক দেখেন।" এই কাথা শোনা মাত্র প্যাঁচার মনের খুলবুলানি বাড়িলেক। কেনেনা প্যাঁচা জানে সখা আজি ভালে দুরোত যাবে। সেইবাদে গোরুর গেইতে কালে প্যাঁচা সুটুতকরি গোরুরের মাইয়ার অটি গেইল। যায়া সইকানীর নগদ প্যাঁচা নাই ফাউকশালি আল্লাপ ছাড়ি দিল। এ্যাদিবোল বেলা যায়, তেঙ গোরুর আইসে না, গোরুরের মাইয়ার ছটফটানী দেখিয়া প্যাঁচা কয়–"সইকানী, ফাকোতে তোমরা চিন্তা করেন কেনে। সখা আজি আসিবার না হয়। তোমরা এ্যাক কাজ করো, হাটো আমার বাড়ি যাই। সাঁঝ নাগিছে এ্যাকেলায় কেঙকরি রণ, তাছাড়া তোমার সখীও বোধায় এ্যাতখন খাবার চান্দের গেইছে..।" এই কাথা শুনিয়া গোরুরের মাইয়া রাগোতে গড়গড়ের ধরলেক। প্যাঁচার–হোলোক-পোচোক দেখিয়া, গরুরের মাইয়া প্যাঁচার মতলব বুঝির পাইল। জোরজার করিয়াও প্যাঁচা গোরুরের মাইয়াক ভোলেবার পাইলেক না, এ্যাদিফির গোরুরেরও আসিবার সময় হইল। সাত-পাঁচ ভাবিয়া প্যাঁচা-গোরুরের মাইয়াক আর কিসের পহরা দিবে–পাছাইতে পাছাইতে–ভাগাট্টু।

প্যাঁচা যাবার খানিক বাদোতে গোরুর বাড়ি আইসে। বাড়ি আসিয়া দেখে মাইয়ার পাটুয়া মুখ, মাইয়ার কেনেবা মুখখান থোরথোরা, কাথায় কয় না। গোরুর খোসোলাইতে খোসোলাইতে মাইয়ার মুখত বুলি আসিল। সেলা মাইয়ারটে শোনে প্যাঁচার বারকিত্তির কাথা। শুনিয়াতো গোরুরের মেজাজ টং-'শালা প্যাঁচা তোক করং বিশ্বাস, আর তুইয়ে মোর মাইয়ার গাত হাত দিছিস...' রাগতে গোরুর গেইল প্যাঁচার বাড়ি। যায়া দেখিল প্যাঁচা–প্যাঁচানী কাঙোয় নাই। গোরুর আইসার আগোতে প্যাঁচা-প্যাঁচানীক ধরি পালানপাট্টা। গোরুর পাছ ছাড়াইয়া না হয়-প্যাঁচা-প্যাঁচানীক পাইলে গিলি খাবে। প্যাঁচা আর ঘুসিবারে জাগা পায় না, গোরুরও পাছ ছাড়ে না। শেষত প্যাঁচা করিল কি, নদীর জলের নিচাত এ্যাকটা শিমলার গছের ধোনত সোন্দাইল, আর প্যাঁচীনক বাড়ি দিয়া পেটেয়া বুদ্ধি শিখি দিলেক যে গোরুর পুছিলে প্যাঁচানী যাতে কয় যে, প্যাঁচা মরি গেইছে, গোরুরোক যাতে মরি গেইলেও গছের ধোনের কাথা না কয়।

এদি ফিরি, গোরুরের রাগ আর থামে না। মরি-বত্তি প্যাঁচাক চান্দায়। চান্দাইতে চান্দাইতে এ্যাকদিন প্যাঁচানীর নগদ দেখা। গোরুর চখু দুইটা পাকড়েয়া, দাঁত-মুখ খিচিয়া প্যাঁচানীক গিলি খাবার গেইল–কইসতায় ক! প্যাঁচা কোটে? না হয় তায় তোকে হের গিলি খাং! গোরুরের আকার দেখিয়া বেটিছাওয়া মানসি-ভয়োতে ব্যালব্যালে কয়া দিলেক যে-প্যাঁচা জিউয়ের ভয়োতে নদীর পাড়'ত জলের তলোত শিমলার গছের ধোনোত ঘুসি আছে।

আর যায় কোটে। গোরুর নদীর পাড় যায়া, এ্যাকটা ডেনা দিয়া নদীক দিলেক বান। আর এ্যাকটা ডেনা দিয়া নদীর জল ছেকি ফেলাইলেক। শিমলার ধোনত প্যাঁচাক ডেকেয়া কয়–

'শালা বিরাইসতায় বিরাও, না বিরাইলে মুস্‌কিল করি দিম।' প্যাঁচা দেখিল আর তো উপায় নাই, গোরুরের হাত থাকি বাঁচোন নাই। সেলা প্যাঁচা মনের দুখে ভগবানোক ডেকেয়া কয়—

'ঈশ্বরক না কঙ বিশ্বাস কাথা
মজাগুয়া খায়া;
মুই প্যাঁচা মরলুং আজি
মাইয়াক সইত্য কাথা কয়া।"

—এই কাথা শুনিয়া গোরুর কয়, 'কি কলুরে প্যাঁচা, আর একবার ক'তো। প্যাঁচা সেলা আরো একবার কয় 'ঈশ্বরক না কঙ বিশ্বাস কাথা/মজাগুয়া খায়া;/মুই প্যাঁচা মরলুং আজি/মাইয়াক সইত্য কাথা কয়া।" - গোরুর শুনিয়া মনে মনে কয়-কাথাতো সচা। সেলা প্যাঁচাক কয়-'রে প্যাঁচা মরিবার কালে মোক এ্যাকেনা ভালকাথা শুনালো। যাউক পছকরি ধোন থাকি বিরাও-এবার তোক গিলি খায়া মনের ঝাল মিটাইম। সেলা প্যাঁচা কয়-'তোক মুই এ্যাত ভাল কাথা শিখালুঙ, শিক্ষা দিলুঙ, আর শেষত তুই শিক্ষাগুরুক খাবো। খা তায়।' প্যাঁচা কাথা কয়টা কয়ায় ধোন থাকি মরোন সাহস করি চখু দুইটা মুজিয়া বিরাইলেক।

গোরুর মনে মনে ঠাওরায়। প্যাঁচা বোধায় এ্যাই জলের তলোত রইতে রইতে এ্যাদ্দিন তপস্যা করছে। তাছাড়া প্যাঁচা বেশ ভালভাল কাথা কয়া শিক্ষাও দিলেক। এই হিসাবে প্যাঁচাতো এ্যালা শিক্ষাগুরু। এই শিক্ষাগুরুক খাইলে তো মহাপাপ। তায় জানি-শুনি কেঙকরি এতোবড় পাপের কাজটা করোঙ। গোরুর সেলা প্যাঁচাক ছাড়ি দিলেক। প্যাঁচাও ছাড়া পায়া এ্যামুন পালান-পালাইলেক, উনার আর পাত্তা নাই।

চুলটু-পন্ডিতের কেরামতি

তিনপুরানী কাথা। এঠাকার না হয়-ভালেদুরিয়া কাথা। এ্যাকেনা মানসি, মনে করেক উনার নাম-চুলটু। তা এই চুলটু আছিলো জম্মের ভোদাই। হোদ-বোদ নাই। অক্ষরজ্ঞানও নাই। সদায় দিনো মাইয়ার নগদ খাটার-খুটুর নাগিই রয়। মাইয়াটাও আছিলো তেমনে শাঙশাঙি-খালি ঝগড়া-ঝাটি করিয়ায় রয়। সদায়দিনে, নাই কাথাতে চুলুটুর নগদ মাইয়ার ঝগড়া-ঝাটি নাগি রয়। দিনদিন এই মাইয়ার হেচ্চুদ-বেচ্চুদ খাইতে খাইতে চুলটুর এ্যাকেবারে বিরক্ত ধরি গেইছে। 'কিরে! ব্যাটা ছাওয়া মানসি—মাইয়ার এ্যামুন মুখঝামটা—' শালার এ্যামুন

জীবন রাখি কি হবে?' - চুলটু করলেক কি—মরিবার বাদে গোয়ালিঘর থাকি দড়ি আনি, চালের টুঙিত নাগাইলেক। ফির মাথাত ভাবনা চড়িল-মরি গেইলে মাইয়াটার কি দশা হবে, তাছাড়া এঙকরি গালাত দড়ি দিয়া মরলে... নানান ভাবনা-চিন্তা করতে করতে বেলা এ্যাকপহর কাটি গেইল। এ্যামুন সময়ায় কোটে থাকি বা চুলটুর মাইয়া ঘর সোন্দে দেখে—চুলটু মরিবারবাদে চালের টুঙিত দড়ি নাগাইছে। আর যায় কোটে-মাইয়ার উটিল শাঙশাঙয়ি-এ্যামুন তোমরা মরদ: নাই ফাকোত ধরচেন তোমরা মরিবার... ডাবরটা 'মাটিত রইতে রইতে মাটিখান খাল হয়া গেইচে, আর তোমরা মোর নগদ এ্যাদ্দিন থাকি সংসার করি তেঙও মোর নগদ বইঠ খাইলেন না।' চুলটু মনে মনে কয় ঠিকে কাথা। ডাবর যদি বসি রইতে রইতে মাটি খাল করির পায়, মুই কেনে তপস্যা করি সিদ্ধিলাভ করির পাইম না। চুলটু সেদিনথাকিয়ায় বসি গেইল তপস্যাত। তপস্যা করতে করতে এ্যাকদিন মাও সরস্বতী চুলটুক দেখা দিলেক। মাও সরস্বতীর বরে চুলটু হইলেক মস্তবড় এ্যাক কবি। চুলটুর ঠাঁই হইলেক সেই রাইজ্যের রাজার সভাত।

রাজার সভার নামেক্কারা, কবি, পন্ডিত-চুলটু। সগায় চুলটুক মানে, চুলটুর কাথা সগায় শোনে। রাজার সভাত চুলটু এ্যাকদিন না গেইলে, রাজার ইসটিস ওটে, রাজা নিজে খবর নেয়। চুলটুর খাতির-যত্নয় অন্যনাকান। এই নাকান করি দিন যায়। সেইবার রাজা ঠিক করিল দেশের যত পন্ডিত কবি আছে, সগাকে এ্যাকদিন ডেকে আনিবে। যেমুন ইচ্ছা তেমুন কাম। দিন তারিখ ঠিক হইল। গোটায় রাজ্যত ঢোল পিটিয়া-সোরাও উটিল রাজার সভার কাথা। রাজা চুলটুক ডেকে সভার দায়-দায়িত্ব দিলেক। রাজা আরো চুলটুক অনুরোধ করিলেক যে চুলটু যাতে উনার বাপোক ধরি সভাত আইসে। কারণ রাজার খুব ইচ্ছা চুলটুর বাপের নগদ দেখা করিবার।

এ্যাইবার চুলটুর হইলেক জ্বালা। সভারদিন যত আগায় চুলটুর জ্বালাও ততই উজায়। চুলটুর এ্যাক নাইশ চিন্তা হইল উনার বাপোক ধরি। চুলটুর বাপ হইল জন্মের ভোদাই, কমকুড়িয়া আর খাজাগারিয়া। এ্যাই বাপোক ধরি চুলটু কেঙকরি রাজার সভাত যাবে।

নানান চিন্তা ভাবনা করি চুলটু বাপোক পইপই করি শিখাইলেক যে, মানসি কোন্াখান পুছিলে যাতে উনায় খালি ভগবানের নাম নেয়। চুলটুর বাপ এ্যামুনে মানষি-ভগবানের নামটা যে মুখ দিয়া কবে সেটাও না পায়। চুলটুর বাপ 'ভগবান' কবার যায়া খালি কয় 'ভকর' ''ভকর'। বাপের মুখত ভগবানের বদল ভকর ভকর শুনিয়া—চুলটু কপাল থাপরায়। কি করিবে, কেঙকরি এই বাপটাক রাজার বাড়ি নিয়া যাবে—রাজার সভাত সগারেনগদ কেঙকরি কাথা কবে—এই চিন্তাতে চুলটু হাতাশ খাইল। এ্যাদিফির দিন যায়। তেঙও পইপই করি শিখিয়াও চুলটু বাপের মুখ দিয়া 'ভগবান' কাথাটা বাইর করির পাইলেক না।

সভারদিন আসিল। চুলটু সাতসাকালে বাপোক ফোটা-চিটকা মারিয়া সাজেয়া পাড়েয়া

রাজার বাড়ি ধরি গেইল। রাজার বাড়িত লোকে-লোক। এতলা মানষি, এতটা বাড়ি দেখিয়া চুলটুর বাপ দিশাহারা হইল—এ্যাকেবারে বুকগুলা খাইল। রাজার সভার ভাল ভাল মানষিলা নামেক্কারা পন্ডিত মানষিলা চুলটুর বাপের এ্যাটি আইসে কাথা কবার বাদে। সগায় ভাবে চুলটুতো নামেককারা কবি, পন্ডিত, তায় চুলটুর বাপ নিশ্চয় আরো বড় জ্ঞানি-পন্ডিত মানষি। সগায় আইসে আর চুলটুর বাপোক জোরহাত করি ভক্তি দেয়—হেটা-হোটা পোছে। কিন্তুক চুলটুর বাপের হেৎও নাই কেৎও নাই, খালি আকাশের ভিতি দেখে আর মুখ দিয়া কয়—'ভ-ক-র, ভ-ক-র'। কাঙোয় কোনো বুঝির পায় না। শেষত রাজা চুলটুক ডেকেয়া কয়—'কবি! তোমার বাপ কি কয় ?' চুলটু হইল কবি, পন্ডিত; সেলা চুলটু কয়—'রাজা মশাই; বাবা গোঁসাই মানসি। দুনিয়ার ভালমন্দ কোনখানোতে মন নাই। দেখেন না খালি আকাশের ভিতি চায়া আছে। আসলে বাবা স্বর্গের ভিতি চায়া আছে। আর ঐযে বাবা কবার ধরচে না 'ভ-ক-র ভ-ক-র,' তারমানে হইল 'ভগবান-কৃষ্ণ-রাধে, ভগবান-কৃষ্ণ-রাধে।'

এ্যাইকাথা শুনিয়া রাজা মনে মনে কয় বাপরে এ্যাইলায় হইল মানষি। সেলা চুলটুর বাপের কি খাতির। আসলে চুলটুর বাপ আকাশের ভিতিও না হয়, স্বর্গের ভিতিও না হয়, চায়া আছিল রাজবাড়ির মাথাত একজোড়া পারোর ভিতি; পারোজোড়া ঘোপাত সোন্দে বকর-বকর করির ধরচে দেখি চুলটুর বাপও কবার ধরচে ভকর-ভকর-ভকর ....।

এ্যাকেনা বুড়ি আর-শিয়াল

এ্যাকেনা বুড়ি আর বুড়ির বেটি। বুড়িখুনা এ্যাকেবারে থুরতুরি। ভালেখুনা দুরান্তরত বুড়ি উনার বেটিক বেঁচেয়া খাইছে। কানার নাটি-এ্যাকেনা বেটিই সার। ভালেদিন থাকি বেটির বাড়ি যায় না সেইবাদে বুড়ির মনখুনা উসখুসায়। বেটির ডাহাতে বুড়ি মন বান্দির না পায়া—বেটির বাড়ি যাবার বাদে বুড়ি টোপলা বান্দির ধরলেক। এ্যাকদিন সাত-সাকালে উটিয়া চুরা-মুড়ির টোপলাটা ফাকতানিত ধরিয়া এ্যাকেনা ভোতরা নাগা কাটাই হাতোত ধরি বেটির বাড়ির ভিতি ঘাটা কারাইলেক। ঘাটাত ভাইল্লা বন-বাদার, ঠাকুরের পাট; ভালেদুরিয়া ঘাটা-দুপোর-টেপোরের

ঘাটা, দাও-ভূত কত-নাকান বিপদ-আপদ। ভুত-পেত্তানী দিনোত লোহা আর নাত্তি জুঁইয়োক খুব ভয় খায়। তা বুড়ি টোপলা ধরি হাঁটতে হাঁটতে, ভাল করি হাঁটিবারো না পায় কেনেনা বুড়ির ঠ্যাঙোত ফির বয়রা; তা বুড়িখুনা যেলা বড় জঙলখানের দোয়ারোত আসিছে, এ্যামুন সময় এ্যাকটা বড় ভোকোন্দাচাটা শিয়াল বুড়ির ঘাটা আগলেয়া খাড়া হইল। সেলা শিয়ালটা বুড়ির বেটিক কয় ঃ 'ও আবো, তোর তো বেটির বাড়ি যাওয়া হবে না। আমরা সগায় মিলিয়া তোক খামু।' শিয়ালের কাথা শুনি বুড়ির বেটির পিলাই চর্মকি উটিল, কিন্তুক বুড়ি ভড়কি গেইলে কি হবে, তিন কালিয়া বুড়ি সাহসতো কম না হয়। সেলা বুড়িখুনা কয় - "মুই বুড়ি মানসি, দেহাত হাড়-হাড্ডিই সার। মোক ছাড়ি দেও। কয়টা দিন বেটির বাড়িত ভালমন্দ খায়া দেহাত খানিক মসঙ ধরুক, যেলা বেটির বাড়ি থাকি আসিম, সেলা সগায় মিলি মোক খাবেন এ্যালায়।" বুড়ির কাথা শুনি, শিয়ালটা ঘাটা ছাড়ি দিলেক। বুড়িও বেটির বাড়ি গেইলেক।

ভালেদিন বাদে বেটির বাড়ি গেইল। বেটির বাড়িত সগারে আমোদ। বুড়িরবেটি বুড়িক ভাল-ভাল এখেনা-ওখোনা আনিয়া খোয়ায়। ভাল মন্দ খায়া কয় দিনোতে বুড়িখুনা হোন্দোলাইচাটা হইল। আরো কয়টা দিন এঙকরিয়া বেশ আরামোত বুড়ি বেটির বাড়িত রইলেক। হাজার হউক জাঙই-হইল পরার বেটা, কয়দিন আর রওয়া যায়, তাছাড়া বুড়ির বাড়িও ঘুরি আইসা খায়, এ্যাকলা বাড়ি। বুড়ি বাড়ি আসিবার বাদে ছটফটের ধরলেক।

বুড়ি আজি বাড়ি যাবে। ঘাটা-পথের কাথা, কতয় বিপদ-আপদ। তাছাড়া বুড়ির দেহাত ভয়, আজি শিয়ালের ঘর তাক ধরিবে। আর বোধায় বেটির বাড়ি আইসা হবে না। নানান কাথাতে বুড়ির চখু দিয়া দরদরে জল বিরিরধরলেক। বুড়ির বেটিরও হোলাই-সোলাই কান্দোন। সউগ কাথা শুনিয়া বুড়ির নাতি সগাকে অভায় দিলেক।

বেটির বাড়িত আছিলো এ্যাকেনা নাউয়ের টোকরা-বস। নাতিটা করলেক কি ? -ঐ বসের ভিতিরা আবোক ভরে দিয়া, চুরা-মুড়ি চাইট্টা দিয়া-টোকরাটাক এ্যামুন জোরে ঠেলি দিল, টোকরাটা গড়গড়ে যাবার ধরলেক ঃ

হাত নাই ঠেঙ নাই গরগরেয়া যায়
টোকরাত বসিয়া বুড়ি চুরা-মুড়ি খায়।

এ্যাদিফির শিয়ালের দল বুড়ির বাদে ঘাটার মাথাত হা-পিত্যাশ করি বসিয়া আছে। শিয়ালের মনোত আমোদ-আজি উমরা বুড়িক খাবে। হির-বাচ্চায়, হুর-বাচ্চায় বুড়ির টিক্কির দেখা নাই। বাচ্চায় রইতে-রইতে শিয়ালের দলের কি রাগ-পাইলেই বুঝি বুড়িক খায়। এ্যামুন সময় শিয়ালের ঘর দেখে এ্যাকটা নাউয়ের বস-গরগরেয়া আসির ধরচে। শিয়ালের মন আর মানে না। বাপরে এ্যাটা কি এ্যামুন হামলুঙ-কুমলুঙ—বস আরো গরগরেয়া আইসে। এ্যাক

পাঙে, দুই পাঙে শিয়ালগুলা যায়া নাউসের বসটাক ঘিরি ধরিল। মোস্তান-দলপতি শিয়ালটা টোকরার ছেন্দা দিয়া দেখে--বুড়িটা ঠোকরার ভিতিরাত বসি বসি চুরা খাবার ধরচে। আর যায় কোটে--শালার বুড়ি! শিয়ালতো রাগোতে টং । বিরাইস তায় বিরাও, না বিরাইস তায় হের মজা দেখাং--শিয়ালেরঘর এ্যাকনাকান জোর করিয়ায় বুড়িটাক টোকরা থাকি টানি বির করিলেক।

বুড়ি দেখিল আর উপায় নাই। বাঁচিবার উপায় নাই। শিয়াললা উনাক খায়ায় ছাড়িবে। দাশদিশ না পায়া বুড়ি এ্যাকেনা বুদ্ধি পাকাইলেক। সেলা বুড়িটা শিয়ালের ঘরোক কয়ঃ 'তোমরাতো মোক খাবেনে, তা খাও, তায় মরিবার সময়ায় মোক যদি খানিক ভগবানোক ডেকেবার সুযোগ দেন, তা হইলে মোর আত্মাটা স্বর্গত ঠাঁই পাবে।' সেলা শিয়াললা রাজি হইলেক, বুড়িটা মরণ কালোত ভগবানোক ডেকাবে বুলি কাথা। ঐ গছটাত চড়িয়া বুড়ি ভগবানোক ডেকাবে। ভগবানোক ডেকা শেষ হইলে গছ থামি নাকি আসিলে শিয়াললা বুড়িক খাবে। শিয়ালের দল দেখিল-বুড়ি আরতো পালেবার না পাবে, তায় মরণের মুখোত খানিক ভগবানের নাম না হয় নিলেকে বুড়িটা। শিয়ালের দল বুদ্ধি-শলা করি বুড়িক ভগবানের নাম নিবার বাদে সময় দিলেক।

এ্যাইবার বুড়ি গছোত চড়িয়া ভগবানোক ডেকেবার ধরিল--
ভোটারে তু-উ, ভুটিরে তু
তোমার বুড়িক শিয়ালে খায়
তু-, আয়, আয়, আয়.....

আর যায় কোটে। বুড়ির ডেক শুনিয়া, বুড়িরবাড়ির ভোটা আর ভুটি কুকুরটা নেটু তুলি দৌড়। কুকুরের ঘেউ ঘেউ চ্যাচারি আর ছিল্লাফাটা দৌড় দেখিয়া--শিয়ালেরদল মরিহরি দৌড়। শিয়ালের দল কুকুরের ভয়োতে টিকা চিপিধরি পালাইতে কালে, বুড়ি গছ থাকি নামিয়া-ভোটা-ভুটির নগদ বাড়ি আসিলেক।

কপালের লেখন

এ্যাক সময়, এ্যাক গ্রামোত এ্যাকজন ধনিমানসি আছিলো। মানসিটার নাম আছিলো পেন্টু, তা সগায় কয় প্যান্টুধনি। আর এই ধনিমানসিটার ছাওয়া-ছোটো বলতে ঐ এ্যাকেখুনা কইনা-ছাওয়া। কইনা-ছাওয়াটার নাম হইল-চন্দরাবালি। ধনিটার ভাইল্লা জমি-জাগা, সয়-সম্পত্তি। গোয়ালি ভরা গরু, দিঘিত বড় বড় তিনপুরানী মাছ, গোলা ভরা ধান, টিনের ধমধমা

ঘর-বাড়ি। তা ধনির বেটি চন্দরাবালির খুব কিন্তুক ফুটানি। যেমনে-সেমনে জিনিস-পাতি-কোনোখানও উনার পছন্দ হয় না । ধনির বাড়িত কাজ-কামাই করে-কটিয়া নামের এ্যাকনা পাট-গাবুর চ্যাংড়াটা। চ্যাংড়া খুবে সাদাসিদা। সারাদিন বেশ মনদিয়া কাজ-কামাই করে।

এ্যাকদিন কটিয়া সাকালে ডাবরিত গোরু বান্দির যায়া দেখে দু'কুনা মানসি নদীরপাড়ত কাশিয়া বাড়িত-আউশকাউশ করি কাশিয়ার মাথাত গিটো দিবার ধরিচে। দুরান্তর থাকি কটিয়া চায়া রইতে রইতে আর রবার না পায়া-গরুগিলা আদবাদ করি বান্দি থুইয়া মানসি দুইটার নগলত গেইল। কটিয়া মানসি দুইটাক পোছে—তোমরা এঙকার কাশিয়ালা পাকান আর গিটো দেন কেনে তায়।' সেলা একটা মানসি কটিয়াক কয়—আমরা এ্যাটেখুনা ঝুঁটি পাকের ধরচি, কার নগদ কার বিয়াও হবে তারেবাদে ঝুঁটি। সাদা মনের কটিয়া সেলা মানসিটাক কইলেক—'বাহে মোর মারেয়ার বেটি চন্দবার কোটে খুনা বিয়াও হবে-খানিক দেখিয়া দয়াকরি ঝুঁটিটা বান্দো তো।' সেলায় সেলায় মানসিটা একমুটি কাশিয়ার আগাল ধরি পাকাইতে পাকাইতে গিটো দেয় আর কয়—চন্দরাবালির বিয়াও হবে উত্তরদিয়ার কটিয়ার নগদ।' এ্যাই কাথা শুনিয়া কটিয়ার দেহাটা ঝাম্মাউ করি উঠিল। কিসের গরু, কিসের বাছুর, কটিয়া ছিল্লাফাটা দৌড় এ্যাকেবারে বাড়ির ভিতি।

সাদামনে কটিয়া দৌড়ি বাড়ি আসিলে মাইলকানি মানে চন্দরার মাও কটিয়াক পোঁছে 'হারে কটিয়া আনসময় কেনে তুই বাড়ি আসিলো, গরু-বাছুর ডাবরিত, পাছে কারো আবাদবাড়ি যাবে।' সেলা কটিয়া আগপাছ না ভাবিয়া চন্দরার মাক নদীর পাড়ের মানসি দুইটার ঝুঁটি বান্দার কাথা কইলেক। ঝুঁটিবান্দার কাথা যেলা কটিয়া চন্দরারমাক কবার ধরচে ওদি ফির চন্দরাবালি ঝোকদুবোরের আওডাল থাকি কাথালা শুনির ধরচে। শোনতে শোনতে রাগোতে চন্দরার পেট ফুলি গেইল—'এ! যে না কালা কেটকেটা কটিয়া তাকে করাইম মুই বিয়াও!' —রাগোতে চন্দরাবালি হাতেকাছে পাইলেক হাগুরা বদনা, সেই বদনা দিয়া কটিয়াক দিলেক এক ঢ্যাল, এ্যামুন হাতের তাক-এ্যাক্কে ঢ্যালে কটিয়ার মাথা জলসই-বরমতালু ফাটিয়া দুই ফাঁক, দরদরেয়া রক্ত পড়ির ধরলেক।

ফাটা মাথা চিপি ধরি রইলেক কটিয়া। চন্দরার মাও কি হইল বা! কি হইল বা! করিয়া তুলসির পাত আর গেন্দাফুলের পাত হাতের তালাত কচলেয়া কটিয়ার মাথাত দিলেক। কটিয়াও মাথাচিপি ধরি রইতে রইতে খানিক স্বস্তিয়ায় ঐ যে বাড়ি থাকি বিরাইলেক—আর আসিলেক না।

এঙকরি ভালে দিন বিতি গেইল। চন্দরাবালি পাট-গাবুর থাকি গাবুর হইল। নানান জাগা থাকি বিয়ার কাথা চলির ধরচে। বিয়ার কাথা চলায় সার, বিয়াও আর ঝাকিত খায় না। নানান জাগা থাকি চ্যাংড়া আইসে; চ্যাংড়ার বাপ-কাকা আইসে কিন্তুক বিয়াও ঠিক হয়য়াও হয়

না। এ্যাদি ফির পেন্টুধনির অবস্থাও দিনে দিনে ভাটিত পড়ির ধরলেক। বয়স হইচে, আগের নাকান করি এ্যালা কাজ-কামাইয়ো করিবার না পায়। বেটা-পুত্তরও নাই যে সংসারের হাল ধরে। সয়-সম্পত্তি, জমি-জাগা কমতে কমতে তলানিত আসি ঠেকিল। নানান চিন্তা-ভাবনাত পেটুধনি নাজেহাল হইল। ঘরোত গাবুরবেটি, হাতোতও নাই টাকা-পাইসা; চিন্তা করতে করতে বুড়াটা এ্যাকদিন মরিযায় গেইল। বুড়া মরার নগেনগে সংসারও নান-বান-ছান-বান হইল। চন্দরার মাও, এ্যাকে বেটিছাওয়া মানসি, তায় বুড়ি উনায় আর কয় পাকে নজর-হাওয়াল দিবে। সংসার ভাসি যাবার ধরলেক।

তেঙও চন্দরার বিয়াও না হয়। এ্যাকদিন চন্দরার মাউসা উমার ওটিকার এ্যাকটা চ্যাংড়ার খবর ধরি আসিল। চ্যাংড়াটার কাঙোয় নাই। আধাহালের জমি আর এ্যাকহাল গরু—এ্যাকেলায় করে এ্যাকেলায় খায়। সেই চ্যাংড়াটার যেটি বিয়াও ঠিকঠাক হইচে, যেদিন বিয়াও তার কয়দিন আগোতে সেই কইনাটা কার নগদ পালাইচে। তা সেই বিয়াও ভাঙিযাওয়া চ্যাংড়াটা আবসারি তুলি কইনা চান্দের ধরচে, যদি কইনা পায় তায় আইসা নগনেতে বিয়াওখান করি ফেলাবে।

এইনাকান ঝলঝলা সংসারের পাত্র হাতছাড়া করা না যায়। চন্দরার মাউশা চন্দরার মারটে মত নিয়া, কাবধাপ করি দেখা দেখি করি বিয়ার কাথা পাকা করিল। নিরক্ষণ-শঙ্কবস্ত্র দানও হইল। বিয়াওখানও ভালে ভালে হয়া গেইল। পাক-পরশ, আটমঙলা-কুল্লায় হইল।

নয়া সংসার। চন্দরা করি কুলি খায়। মানসিটা গোটায় দিনমান জমিত খাটে। এ্যাকদিন হইল কি নাত্তি মানসিটার মাথার বিশ উটিল। চন্দরা ভাতারের মাথাত ত্যাল বসে দিবার বাদে ত্যালের বোতোল আনি পিড়াত বসেয়া ভাতারের মাথাডিকি দিবার ধরলেক। দুই থোবলা ত্যাল মাথাত বসাইতে বসাইতে চন্দরাবালি দেখিল—ভাতারের বরমতালুখানাত ভালেখান ফাটার দাগ। সেলা চন্দরাবালি পোছে—'তোমার মাথাত এ্যাতখান কাটার দাগ ক্যানে?' মানসিটা কয়—ভাল করিয়া মোর ফম নাই, আমাছামা ফম আছে, ছোটো বেলা এ্যাকটা ধনির বাড়িত কাজ-কামাই করিচুঙ। ধনির বেটি বদনা দিয়া ঢেলেয়া মোর মাথাটা ফাটে দিছে। ঐ দাগখান বদনার ঢেলের।

চন্দরাবালির আর বুঝিবার বাকি রইলেক না যে—ইনায় আসলে সেই কটিয়া, যার নগোদ মোর বিয়ার ঝুঁটি বান্দা আছিলো—

"যাহা যায় চন্দরাবালি
তাহা যায় কটিয়া
কপালের লেখন—

না যায় খড়িয়া।।"

সেলা চন্দরাবালি কিসের আর ত্যাল বসাবে, মনের দুখোতে ধরলেক কান্দিবার। এ্যাদিয়া নাত্তিও পোহাইলেক, আমার উককাথাও ফুরাইলেক।

ছলুয়া-পাইকার ছলত

ভালেদিনিয়া কাথা। এ্যাক গ্রামোত আছিলো দু'খুনা মাউরিয়া ছাওয়া বাপো নাই মাওয়ো নাই। মানসির ফেলানি-চেলানী খায়া মানসি হয়। ফেলানি-চেলানি খুদি-গুরা খায়া—ভাই আর বইনী মানসি হয়। চেংড়াটার নাম— খুদু আর কইনাখুনার নাম—ফেলানী। তা নেদাই-গুড়ি খায়া দোনো-ভাইবইনী এ্যালা ভালেখুনা করি হইচে।

ফেলানী মানসির বাড়িত কাজ-কামাই করে, মানসির আত্তি কুড়ায় আর খুদু মানসির গরু-বাছুর চড়েয়া খায়। ফেলানী মানসির ছাগল আদি নিয়া-এ্যাকেনা ছাগল ভাগ পাইছে। সেই ছাগল খুনাক খুব আদর যতন করিয়া বড় করে। ফেলানীর খুব হাউস-ছাগলটা বড় হইলে বেচেকেচে আর কিছু টাকা-পাইসা অরে-ভরে এ্যাকেনা দামড়ি গরু কিনিবে। ও হ্যাঁ, খুদু মানসির বাড়িত চাকর রইলে কি হবে-খুদু কিন্তুক খুব চাল্লাক আর খোটাইকুলা-খানিক এ্যাদি-ওদি হবার দেয় না।

তা একদিন ফেলানীর ছাগলটা বড় হইলেক। ফেলানী ছাগলটা বেচেবার বাদে ঠিক করিল। হাটের আগাদিন এ্যাকনা পাইকার ফেলানীর এ্যাটি আসিল ছাগলটা কিনি নিবার বাদে। দরাদরি-দরকশাকশি করি পাইকারটা ফেলানীক কইলেক—"ঠিক আছে ভালা ছাগলের দাম ঐ পাঁচকুঁড়িই দিম। কিন্তুক টাকাটা কালি সাঁজোত হাট থাকি ঘুরি আসিয়া দিম।' ফেলানীর সাদা মন,-পাইকারটা না পত্তিহাটে এ্যাদিয়ায় হাট যায়-পাইসাটা না হয় দিবে কালি এ্যালায়। এই নাকানে ভাবে ফেলানী।

পাছাদিন হির বাচ্চায়-হুর বাচ্চায়-পাইকার আর আইসে না। দেখতে দেখতে হাট ঘুরিল-এ হাটে পাইকারটা আর এ্যাদিয়া হাটে গেইলেক না, সেলা শোনে ফেলানীর ধরিল চিন্তা। এ্যাত

কষ্ট করি পাগলটা পুষিল-পালিল, শেষমেশ ছাগলের টাকাটা পাইকারটা হজম করিল তা হবার না হয়, যেলানী সেলা উনার ভাইয়োক--খুদুক ঐ ছাগলের পাইকারটার কাথা কইলেক। খুদু কয়-যেমুন তুই আগালাটপুনি তেমুন তোক লাগে, সেলায় কলুং আর কয়টা দিন বাচ্চাও মুইয়ে না হয় বেচে আনি পাইসা দিম, সেলা না শুনিলো। বোজেক এ্যালা তুই।

দিদিক শোনে রাগোতে খুদু নানান কাথা শুনাইলেক কিন্তুক পেটে পেটে পাইকারটার উপুরা খুদু ঝাল ঝারিবার বাদে বুদ্ধি পাকের ধরলেক। দিদিকো বুদ্ধি শিখি দিলেক যে, যাতে পাইকারটা আসিলে কোনোখান না কয়।

এ্যাদিসেলা হইলেক কি-খুদু ভালে কয়দিন পাইকারটার বাড়ি যাওয়া-আইসা নাগাইল। পাইকারটাক তেঙও কিন্তুক ছাগোলের পাইসার কাথা না কয় ছাগলের পাইকার কেঙকরি করা খাবে--পাইকারটারটে খুদু জানিবার চায়। তা এঙকরি দিন যায়-খুদুরও পাইকারের বাড়ি যাওয়া-আইসা বাড়ে। এঙকরতে করতে খুদু-পাইকারটার নগদ সখা পাতাইলেক। পাইকারটাও মনে মনে কয় ভালে হইল-সখা তো আর পাইসা চাবার পাবার না হয়।

এ্যাকদিন খুদু উনার 'সখা'-ক উমার বাড়ি খাবার বাদে নিমনতন করিল। খুব হাত জোর করি খুদু পাইকারটাক কইলেক--'সখা। আমরা গরীব মানসি। কালি কিন্তুক খমকায় করি আসিবেন, আর না আসিলে কিন্তুক সাকাই বেজার হবে।'

সখাক নিমনতন করিয়া খুদু বাড়ির ভিতি ঘাটা কারাইলেক। আর মনে মনে চিন্তা করে রইসরে শালার পাইকার এ্যাইবার পাইতোত পরিবো। বাড়ি আসিবার সময় খুদু দেখে-কয়টা বাজিকর ফান পাতিয়া বগা ধরির ধরছে। বাজিকরলাক কয়া মিলি দুইটা সাদা-ভল-ভলা বগা খুদু নিলেক। বগা ধরি বাড়ি যায়া বগা দুইটার ঠ্যাঙত দড়ি নাগেয়া এ্যাকটাক থুইলেক ঘরের চাংড়ার খুটিয়াত বান্দি, আর এ্যাকটাক থুইলেক নান্দোন ঘরের ছাইনচাত্ বান্দি।

নাত্তি খুনা গেইল। সাকালে হালুয়ালার খাবার বেলা যেলা হইল সেলা ঐ পাইকার সখাটা খুদুর বাড়ি আসিলেক। সখা বাড়ি আসিছে-খুদুর কি আমোদ, কি কইরবে আর কি কইরবে না। দুই সখায় বসি দই চুড়া খাইলেক। খায়া-দায়া খুদু কয়-হাটো সখা খানিক বেড়ে আসি, ততখন পাকসিক হউক। পাইকার কয় চল তায়।

এ্যাদি খুদু করচে কি সখাক দেখেয়া নান্দোন ঘরের ঢালকাইনচা থাকি বগাটাক নিলেক। পাইকারটা কয়--এ সখা ফির আরো বগাটা কেনে তায় ?' 'পড়ে বুঝিবেন তো।'-- কয়া সখাক ধরি বেড়েবার গেইল। বেড়াইতে বেড়াইতে বেলা হেলি গেইল। সেলা খুদু কয়--রে সখা বাড়িততো কলুংয়ে না-- কিকি বা নান্দে-বারে, তা কি? সেলা খুদু বগাটাক বির করি হাতোত ধরিয়া কয়--'রে

বগা বাড়ি যায়া কবু-পারোর মসোং ভোগধানের চাউলের ভাত আর আলুভাজা, শিদলের ছ্যাকা নান্দিবার কইস'--কয়া বগাটাক দিলেক উড়িয়া। বগা ছাড়া পায়া দিলেক উড়ান। পাইকারটা সখার কান্ডো দেখিয়া টাটকা খাইল। 'সখা এটা কি তোমার কাথা বোজে!' 'এটা আমার পোষা বগা, 'কুল্লায় বোজে।' --খুদু কইলেক।

ঘুরি-ফিরি আসতে আসতে বেলা ভাটি গেইছে। ঘরের মজিয়াত খুদুর দিদি দোনো সখাকে খাবার বাদে জাগা করি দিলেক। গাও-পাও ধুইয়া দোনোজনে আসি খাবার বসিল। খাবার বসিয়া পাইকার সখা টাটকা--বগাটাক যেটা-যেটা নান্দিবার বাদে খবর দিবার কইছে ঐটায় ঐটার হইচে-পারোর মসোং, ভোগধানের চাউলের ভাত, আলু ভাজা আর শিদলের আওটা। ফির দেখে চাংড়ার খুটিয়াত বগাটা বান্দা। সেলা পাইকারটা মনে মনে ধেন্দেলায় না-যেমুন করি হউক এই বগাটাক নেওয়ায় খাবে।

খাওয়া-দাওয়া হইল। আলসি-আরামও হইল, বেলাও ভাটি পড়িল। এবার সখা বাড়ি যাবে। সেলা পাইকারটা কয়--'রে সখা তোমারটে একটা জিনিস চাবার চাঙ, তোমরা বা এ্যালা কি কন?' খুদু কয়-'কে তায় মানা তোমরা এ্যামুন পরপর ভাবেন, কয়া ফেলান কেনে--কি করার চান।' পাইকারটা সেলা সেল্কেত্ করি কয়--''তোমার ঐ বগাটা মুই নিবার চাং-মোক দিবেন তায়।' খুদু সখার কাথা শুনিয়া খানিক থম ধরিয়া কইলেক যে, সখা বগাটা তো মুই ৮কুড়ি দিয়া বেচে ফেলাচুঙ, কালি আসি নিয়া যাবে, তোমাক এ্যালা মুই কেঙকরি দেঙ তায়।'' পাইকার, উনার মাথাত হইলেক ছলুয়া বুদ্ধি। নানান খান বুজিমাতি খুদুক ৮ কুড়ি টাকা দিয়া বগাটা কিনি নিলেক। নিয়া পাইকার বাড়ি বুলি ঘাটা কারাইলেক।

সেলা খুদু উনার দিদিক ডেকেয়া পাঁচকুড়ি টাকা দিলেক। আর তিনকুড়ি টাকা নিজে রাখিলেক। খুদু আসলে উনার দিদিক আগোতে বুদ্দি শিখি দিছে-ঐলাঐলা নান্দিবার, আর পাইকারটা ভাবিছে সচাংয়ে বুজি বগাটা খবর দিছে। যেমুন ঠক, তেমনে ঠকের-উপরা ঠক।

ছেইচকার ধন মেইচকায় খায়
হা করতে পরাণ যায়।

সাত সতিনীর উক্কাথা

এ্যাক সদাগরের সাত-সাতটা মাইয়া। ধন-সম্পত্তির কোন অভাব নাই। সদাগরের মনোত বড়য় দুঃখ। কোনো ছাওয়া-ছোটো নাই। আজি চখু দুইটা মুজিলে কায় খাবে, কায় দেখশোন করিবে এ্যাতলা জমিজোত, ঘর সংসার।

একে সাধু সদাগরের দুঃখ শুনিয়া কয় "যা অই যে ডালিম গছটা আছে, এ্যাক্কে ঢ্যালে সাতটা ডালিম পারিব, যাতে ডালিম মাটিত না পড়ে, ডালিমলা নিয়া যায়া সাত বৌয়োক সাতটা দিব, ঐ ডালিম গাও ধুইয়া খাইলে তুই ছাওয়ার মুখ দেখিব।" সদাগর সাধুটার কাথামত সাতটা ডালিম পাড়িয়া বৌয়ের হাতোত দিয়া সগাকে এ্যাকটা করি দিবার কইলেক। তা বড় বৌটার হইল প্যাটে প্যাটে হিংসা, উনায় করিলেক কি ছোট বৌয়োক গাও ধুবার প্যাঠেয়া দিয়া উমরা ছয়য়ো বৌয়ে ডালিমলা ভাগ বাটিয়া খায়া ফেলাইলেক।

ছোটবৌ গাও ধুইয়া ধোয়া কাপড় পিন্দিয়া বড় বৌয়েরটে আসি ডালিম চাইলেক। বড় বৌ কয়—'ডালিমলা পচা, ফ্যালে দিলাং, জাবুরার ঢিপিত কুল্লায় ফ্যালে দিচি, খমকায় করি যদি খাইসে তায় জাবুরার ঢিপিত দেখিনি যায়া।' কি আর করে, সেলা ছোট বৌ জাবুরার ঢিপি থাকি ডালিমের চোচা কুড়িয়া আনি শিল পাটাত বাটিয়া ধুইয়া-পাকিলি খাইলেক।

এঙকরি দিন যায়, দেখতে দেখতে ছোটবৌয়ের প্যাটোত ছাওয়া আসিল। বড় ছয়টা বৌয়ের প্যাটোত ছাওয়া কিন্তুক আসিলেক না, সেইবাদে উমরা হিংসাতে মরে। সদাগর ছোটবৌয়োক আরো বেশি করি আদোর করির ধরলেক।

এ্যাদিফির ছোটবৌয়ের যেলা সাতমাস হইল, সদাগর গেইল বাণিজোত। তা বাণিজোত যাবার সময়ায় দুইটা ঘন্টি দিলেক। ঘন্টি দিয়া কইলেক—'যদি কইন্যা ছাওয়া হয় সোনার ঘন্টি বাজাবেন আর চ্যাংড়া হইলে বাজাবেন রূপার ঘন্টি। ঘন্টির বাজি শুনিলে মুই যেটিখুনায় রঙনাকেনে বাড়ি ঘুরি আসিম।'

দিন যায়, মাস যায়—দশমাস দশ দিন গেইল ছোটবৌয়ের প্যাটের বিষ উটিল। ছোট বৌ এ্যাক এ্যাক করি ছয়টা ব্যাটা আর এ্যাকটা বেটির জন্ম দিয়ায় ঠরঠরা হয়া গেইল। ছোটবৌয়ের হোদোনাই বোদো নাই, নিশপ্তা, কেলেংলেং করি পড়ি রইলেক।

বড় বৌলা খুব বজ্জাত। উমরা করিল কি কাচুয়া ছাওয়ালাক সেলায় সেলায় ছানের ঢিপিত ঘুসি থুইয়া, ছাই-ঝাটা-বান্নি আনিয়া ছোট বৌয়ের বগলত থুইলেক। এ্যাদিফির সোনার ঘন্টি বাজাইল। ঘন্টির বাজি শুনিয়া সদাগর বাড়ি ঘুরি আসিল। বাড়ি আসিয়া সদাগর দেখিল ছোটবৌ ছাই-ঝাটা আর বান্নির জন্ম দিছে। সদাগরের মেজাজ টঙ্ হয়া গেইলেক। সেলায় সেলায় ছোটবৌয়োক অত্তি-জঙোলোত এ্যাকেনা খেড়েরঘর বনেয়া থুইয়া আসিল। মন-টন ভাল না হয় দেখিয়া সদাগর আরো বাণিজ করিবার বাদে সেইদিনোতে চলি গেইলেক।

নাত্তি যেলা দুইপহর হইল বৌলা করিলেক কি ছাওয়ালাক ছানের ঢিপি থাকি তুলিয়া কুমোরের চাকোত ফ্যালে দিয়া আসিল। উমরা ভাবিচে নাত্তিতে কাঁচুয়া ছাওয়ার গোন্দতে

শিয়াল-কুকুর আসিয়া খায়া ফেলাবে।

এ্যাদি হইল কি? সাত-সাকালে কাঁচুয়া ছাওয়ার কান্দোনেতে কুমোরের ঘর মাইয়া-ভাতারে বিছিনা থাকি ধরপরে উঠিয়া দেখে চাকোত সাতটা ছাওয়া। কুমোরের মাইয়ার না আছিল ছাওয়া, এ্যাতলা ছাওয়া পায়া কুমোরের মাইয়ার মনটা ডগোমগো। আউস-কাউস করি ছাওয়ালাক বাড়ি নিয়া যায়া দুধ-পানি খোয়াইলেক। আদরে-যতনে কুমোরের ঘরত সাত-ভাই-বইনী বড় হবার ধরলেক

ছাওয়ালা খানিক বড় হইল। তা এ্যাকদিন সাতোটা ছাওয়া এ্যাক্কেবারে গেইল দীঘিত গাও ধুবার বাদে। ছোটো ছাওয়া, জলত নামি ধাপিলি পাড়ির ধরলেক। উদিফির সদাগরের ছয়বৌও সেইদিন আসিচে দীঘিত গাও ধুবার বাদে। আসিয়া এ্যাকে জুলিয়া সাতটা ছাওয়া দেখিয়া উমরাতো চিন্তাতে বাঁচে না। উমরা বোদ পাইলেক আসল ঘটনাটা। সেলা ছয়োজনে বুদ্ধি পাঁকেয়া বেশ আদর করি ছাওয়ালাক ডেকেয়া বাড়ি নিয়া গেইলেক। বাড়ি নিয়াযায়া বিষ মাখিয়া খাবার দিলেক। ছাওয়া-মানসি উজনাই-বুজনাই সেই বিষমাখা খাবার খায়া মরি গেইলেক। সেলা মরাছাওয়া সাতটাক দীঘির পাড়ত খাল খুরিয়া পোতে থুইলেক। উমরা মনে মনে ভাবিল যাউক আপদ বালাই হইচে।

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরিল। যেটিখুনা ছাওয়ালাক পোতে থুইচে ওটিখুনা এ্যাকেনা গছ হইল; আর ঐ গছোত সাত রঙের সাতটা ফুল ফুটিল। এ্যাকগছোত সাতরঙের সাতটা ফুল আর সেই ফুলের কি গোন্দ—এই কাথা মানসির মুখোত শুনিয়া এ্যাকদিন সদাগর দীঘির পাড় আসিল-ফুল পাড়িবার বাদে। নালটিকটিকা ফুলখুনা আছিল সগারে নিচাত। যেই সদাগর নাল ফুলখুনাক ছেরোংবুলি হাত বাড়াইচে, অমনে নাল ফুলখুনা উপুরার ফুলগুলাক ডেকেয়া কয়—

"সদাগর ফুল চায়, দিম নাকি দাদা
বাপ আসিচে বেটিক নিবার—
দেই ধরা দাদা।"

অমনে উপুরার ছয়টা ফুল কয়—

"বন-তুলসী আমরা এ্যাক-বইনী সাত ভাই
বনবাসী মাক আনিলে ধরা দিবার পাই।"

সদাগর যতয় হাত বাড়ায় ফুলগুলা ততই নিলনিলা আগালোত যায়। এ্যাকে এ্যাকে সদাগরের ছয়োটা মাইয়া আসিল, উমরাও নাকাল হইল। সেলা ফুলগুলা কয়—

'মাও হয়া ছাওয়াক মারে শোনেক সদাগর
বনবাসী মাক আনি আমার নাগাল ধর।'

সদাগর বুঝির পাইলেক। সেলা ছোট বৌয়োক আনিল। ছোট বৌটা আসিয়া গছের গোড়োত আচল খান পাতি বসিল। আর গছের ফুল সাতোটায় টুপ্পুস করি আসি ছোট বৌয়ের কোলাত পড়িলেক। সদাগর দেখিল ফুল সাতোটা ছোট বৌয়ের, কোলাত পড়তে না পড়তে ছয়টা চ্যাংড়া আর এ্যাকেনা কইন্যা ছাওয়া হইল। সেলা ঐ ছাওয়ালা সদাগরক কুল্লায় কাথা কইলেক। সদাগর উনার ভুল বুজির পাইলেক। বড় ছয়টা মাইয়ার কুবুদ্ধিতে এ্যামুন দুর্গতি হইছে। সদাগর সেলায় সেলায় ছয়টা মাইয়াক বাড়ি থাকি বির করে দিলেক, আর ছোটবৌ, ছয় ব্যাটা, এ্যাক বেটিক ধরি সুখে-শান্তিতে রবার ধরলেক।

ঢকবালার উককাথা

এ্যাক বুড়ার সাত বেটা। বুড়াটা আছিল মস্তবড় ধনি। মাঁচা ভরা ধান, গোয়ালি ভরা গোরু। সেই বুড়ার আছিল সাতটা ব্যাটা। ধনি মানসির ব্যাটা , আদোরে আহ্লাদে মানষি। প্যাটের ভাতের নাই অভাব, পেন্দোনের কাপরের নাই অভাব। বুড়াটাও আছিল—নামেক্কারা কিষ্টিয়া। যেমনে বাপ তেমনে ব্যাটা। কাজে-কামাইয়ে খরখরা। তা বড় ব্যাটা ছয়টা কাজকামাইয়ে সরসরা হইলে কি হবে—শ্যাষুয়া ব্যাটাটা জম কুড়িয়া, খায় দায় আর ঢিসটিস করি থাকিয়া রয়। বড় ভাই ছয়জন সাত সাকালে উটিয়া গরু বাছুর বান্দিয়া হাল ধরি ডাবিরি যায় সারা দিন মন পাড়ি কামাই করে। আর ছোট ব্যাটার নিনে ভাঙে না। কাজ-কামাইয়োত খানিকো মন নাই। বুড়াবাপের গালি খায়া নিন থাকিয়া উটিয়া খায়াদায়া ঢুলডাং-ঢুলডাং করি সারাটা দিনমান বেড়ায়।

তা এই নাকান আলসিয়া দেখি কাঙোয় উনাক ভাল পায় না। সগায় ছেটোবেটো করে। সগারে হেচ্চুদ-বেচ্চুদ খাইতে খাইতে উনার মনটা তিতা হয়া গেইচে। একদিন সাত সাকালে বুড়া বাপ দিলেক আচ্ছামত ঠেলা—'ব্যাটা কুঁড়িয়া কাজ-কামাই দেখোন করিবই না, তা আজি বাড়ি থাকি বিরাও।' সাত-সাকালে বাসিয়া বিছিনাত বাপের গালি শোনতে শোনতে মনের দুঃখে চ্যাংড়টা বাড়ি থাকি বির হয়া গেইলেক।

মনের রাগোতে বাড়ি থাকি বিরিয়া এ্যালা শোনে ধরিল উনাক চিন্তা-কোটে যাবে। বাড়ি ঘুড়ি গেইলে আরো গালি, দাদাগুলার ছেটোবেটো। সেলা উনায় করিল কি—এ্যাখান কুড়াল নিয়া গেইলেক বনোত-গছ কাটিবার। সাতযুগ্গেও করে নাই কামাই, এ্যাখান কুটা যায় দুইখান করে নাই, উনায় গেইলেক গাছ কাটিবার। গছ কাটির যায়া পড়লেক মহা ফাপরোত-কেঙকরি কি

করিবে। বনোত বেরাইতে বেরাইতে একটা শ্যাওড়া গছ দেখিয়া ধরলেক কাটিবার। জাহানছাড়ি দিয়া আন্দাপাতালি গছোত দিলেক চোট। গছটা কাটে আর শোনে গছের ভিতিরা থাকি কায়বা কবার ধরছে–

"আন্দাপাতালি না দ্যান চোট
মধ্যত আছুং বসি
দোয়ারে দোয়ারে না কাটিলে
পড়িম পাছে খসি।"

গছের ভিতিরাত মানসির গালা শুনিয়া চ্যাংড়াটা আঙছাঙয়োত পড়িল। যেলায় চোটায় সেলায় গছের ভিতিরাত থাকি অঙকরি কাথা কয়। সেলা চ্যাঙড়াটা আস্তে আস্তে দোয়ারোত কাটির ধরলেক। কাটা হইতে না হইতে গছটা মারাত করি ভাঙি পড়িল। সেলা উনায় দেখে গছের ভিতিরাত একটা ফুল। গছের ভিতিরাত ফুল দেখিয়া টাটকা খাইল। মনটা বান্দির না পায়া আছাঙছাঙ করতে করতে ফুলটাক যেই না ধরচে, অদিযায় ফুলটা এ্যাকটা কইন্যা হইল। সেই কইন্যাটার কি ঢক, যেমনে গার বরণ, হাঁটু থাকি চুলি এ্যামুন ঢক দেখিয়া চ্যাংড়া আর মুখ ঘুড়িবার না পায়। ঢক কইন্যা বুলিয়া কইন্যাটার নাম হইল ঢক্‌বালা। সেলা চ্যাংড়াটা কি আর গছ কাটিবে–গছ কাটা বাদ দিয়া, কুড়াল ওটি গছের গোড়ত ফ্যালেয়া ঢকবালাক ধরি বাড়ি ঘুরি গেইলেক।

হাজার হউক বাপের মন। ব্যাটাক বাড়ি ঘুরি আইসা দেখি তাছাড়া এ্যামুন ঢকয়ালা বেটার বৌ পায়া বুড়ার রাগ-গোসা কুল্লায় জল হয়া গেইল। বেটার বৌয়ের সেইকি আদর। কাজ-কামাই করিবারে দেয় না, সেই হাইল্লাত অমুন ঢকয়ালা বৌ আর কারো ঘরত নাই। বৌয়োক আর বাড়ি থাকি বির হবার দেয় না।

ব্যাটা-বৌ-সুখে সংসার কারি খায়। বুড়ারও বয়স ভাইটায়। এ্যাকদিন বুড়া ছোটবেটাক ডেকেয়া কয় "বাবারে মোর তো তিনকাল শ্যাষ, এ্যালা যাবার পথত, তা এ্যালা তোর সংসার হইচে সংসারোত খানিক মনদেক। এ্যাক কাজ করেক মানসি না এ্যালা ব্যাবসাপাতিও করে, তুই যদি খমকায় হাল-গিরস্থি করির না পাইস–ব্যাবসায় করেক।' বাপের কাথাত বেটাও সায় দিল। মাইয়াক ঘরত থুইয়া বাপের কাথামতন বেটা গেইলেক ব্যাবসা করিবার বাদে দূরান্তর দ্যাশোত। ব্যাবসা করিবার যাবার সময় মাইয়া মানে ঐ ঢকবউটা ভাতারোক এ্যাক জোরা সুখ পাখি দিয়া কইলেক–'মোর যদি কোনদিন কোনখান হয় তা এ্যাই পখি দুইটায় তোমাক কবে।'

ঢকবালা বাড়ির বায়রা যায় না। বাড়ির ভিতিরাতে কাজ-কামাই করে। এ্যাকদিন হইল কি ঢকবালারতো হাটুহাতে চুলি, খুব মইলা হইচে। ইন্দিরার জলত চুলিধোয়া নানান খিটকাল। সেইবাদে ঢকবালা অন্যবউলার নগদ নদীত গেইলেক। নদীত গাও-মাথা ধুইতে কেঙকরি বা এ

কেনা চুলি মাথা থাকি নদীর জলত ভাসি গেইচে। ঢকবালা গাওতে নাগায় নাই।

সেদিন নদীর ভাটির ঘাটোত সেই দ্যাশের রাজা ধরচে গাও ধুবার। রাজাতো গাওয়ে ধোয়, কেংকরি বা ঢকবালার চুলিখান রাজার গামছাত পাক খাইচে। অতখান চুলি আর কালা-কচকচা রঙ দেখিয়া রাজা পড়িল চিন্তাত, বাপরে বাপ কার এ্যামুন চুলি? যার এ্যামুন চুলি তায় বা কোন নাকান ঢকয়ালা। ইনাকতো চান্দেয়া বাইর করিবারে নাগিবে। সেলা রাজা কিসের আর গাও ধুবে, সেলায় সেলায় ঘোড়াত চড়ি বিরাইলেক চান্দেবার।

চান্দাইতে চান্দাইতে ঢকবালাক পায়া, রাজা জোর করি ঢকবালাক নিয়া গেইল। রাজা ঢকবালাক বিয়াও করাঙবুলি পাগলা, কিন্তুক ঢকবালা আর বিয়াত মত দেয় না। শ্যাষোত ঢকবালা রাজাক কইলেক 'মোর ছয়মাসের ব্রত আছে, এ্যাই ছয়মাস মুই ব্রত পালিয়া, ব্রত শ্যাষ হইলে বিয়াও করাইম।'

এদিফির ঢকবালার ভাতার সুখ পখি দুইটারটে শুনিলেক যে ঢকাবালার কিবা বিপদ হইচে। সেলা কিসের আর ব্যবসা, সেলায় সেলায় বাড়ি ঘুরিয়া আসিল। বাড়ি আসিয়া কুল্লায় শুনিল। সেলা মাইয়ার শোকোতে ঘর-সংসার ছাড়িয়া উনায় সন্ন্যাসী হয়া গেইল। সন্ন্যাসী হয়া উনায় গেইল সেই রাজার দ্যাশোত। ভিক্ষা করির বাদে গেইল রাজার বাড়ি। 'কায় আছেন মাও মোক দুইমুটি ভিক্ষা দেও'—এই কাথা শুনিয়া ঢকবালার দেহাটা ছাঙয়াত করি উটিল। দেখে ভাতারের এই অবস্থা। ঢক্ ধরলেক কান্দিবার। রাজা ইনাক-উনাক পুছিয়া বুঝিল এ্যাইটায় ঢকোর ভাতার, ইনারে জন্যে ঢক বিয়াত মত না দেয়। সেলা রাজা সন্ন্যাসীক ফেলাইলেক মারিয়া। ঢক সেলা রাজাক কয় 'মোর ব্রত শ্যাষ না হইতে তোমরা সন্ন্যাসীক মারিয়া এ্যাতবড় পাপের কাজ করিলেন। তা এ্যাক কাজ কর, এ্যালা দাহ কর মুই ইনার মুখত জুই দেঙ।' রাজা চিতা সাজাইলেক, মরা চিতাত তুলি দিয়া ঢক্ সিন্নার উকা ধরি সাত পাক ঘুরিয়া দিল জুই নাগেয়া। চিতা দাউদাউ করি ধরিল। ঢক্বালা দিলেক চিতাত এক ঝাঁপ। ঢক্ যেইনা চিতাত ঝাপ্পে পড়িল, রাজাও ঢক'ক বাঁচাং বুলি দিলেক চিতাত এক ঝাঁপ। এ্যাকটা চিতাত তিনজন মরিল।

চিতার জুই নিভিলেক। সেলা ঐ সুখ পখিজোরা চিতা থাকি বাচি-বাচিয়া ঢকবালা আর উনার ভাতারের হাঁড়-হাড্ডিলা নিকিলিয়া এ্যাকেটে জরো করিল। সাতসমুদ্র থাকি জল আনিয়া ছিটিয়া দিলেক। দেখতে দেখতে হাড্ডিলা জোড়া নাগিল। দেহাত মসোং হইল, চামরা হইল। ঢক্বালা আর উনার ভাতার বত্তিল। সেলা উমরা দুই ভাতারে-মাইয়া চিতাটার চাইরো পাকে তিন পাক ঘুরিল। দেখতে দেখতে অটিখুনা একটা মস্তবড় বাড়ি হইল। সেই বাড়িটাত উমরা রয় আর সেই দ্যাশের মানসিলা উমাক নয়া রাজা-রানী করাব ধরলেক। এ্যালা আর উমার কোন সুখের অভাব নাই।

জোলার গণাপড়া

জোলা আর জুলি। মাইয়া-ভাতারের সংসার। ছাওয়া-ছোটো কাঙোয় নাই—নিপুতিরী-হাপুতিরীর সংসার। ঝলঝলা সংসার। কষ্টেমষ্টে দিন কাটে। গরু-বাচুর-ছাগল-হাঁস অবলা-ছবলা। জোলা আর জুলির মিলও খুউব। সেদিনকা জোলা-জুলির কেঙকরিবা হাউস চটকিল পিঠা খাবে। তা সাঁঝোর সময়, জোনাক নাগি তো—আইনাত বসিয়া জোলা উটকোনোত করিয়া দড়ি পাকায় আর খোলাভাজা ঘরত বসি-বসিয়া জুলি পিঠা ভাজে। যতবারে জুলি ভাসা তেলোত পিঠার জইন্যে জলোত গোলা-চাউলের গুরা দেয় ততবারে—'ঝেন্যেত' করি ওটে। আর জোলা 'ঝেন্যেত' করি ওটামাত্র-দড়িত এ্যাকটা করি গিঁটো দেয়। যয়খান পিঠা ভাজিল-জোলাও আইনাত বসিয়া তয়টা গিঁটো দিল। জুলির পিঠা ভাজা শেষ হইল—জোলা দঁড়িরগিটো গনিয়া দেখিল-জুলি তিন কুড়ি তিনখান পিঠা ভাজিছে। জুলি আওতা—সাওতা করিয়া জোলাক দিলেক পিঠা খাবার। খাবার বসিয়া জোলা দেখিলেক উনার পাতোত জুলি এ্যাক কুড়ি এ্যাকখান পিঠা দিছে। এবার জোলা কয় ঃ—

ঝেন্যেত-পেন্যেত শুনিলুং মুই—
তিন কুড়ি তিন খান ;
মোর পাতোত দিলোরে জুলি তুই—
মাত্র এ্যাক কুড়ি এ্যাকেখান।

জোলার ঠিকঠাক পিঠার হিসাব শুনিয়া জুলি এ্যাক্কেবারে আকাশ থাকি পড়িল। জোলার ভিতি গাঙগাঙ করি চায়া রইল। জুলি ভাবিয়া কুল না পায়-জোলা জানিলেক কেঙকরিয়া। আইনাত বসি মানসিটা দড়ি পাকায়,পিঠা ভাজাও দেখে নাই—তা হইলে কি জোলা গনাপড়া জানে ? বাপরেবাপ আধাভোদা মানসিটার এ্যাতোলা গুণ ; জোলার নাগি জুলির আর আদর ধরে না। বগলোত বসিয়া পিসপিসি জোলাক পিঠা দেয় আর জোলাও কোস্‌কোসেয়া এ্যাকনাইশ পিঠাগুলা খায়া ফেলাইল। পরের দিন সাকাল হইতে না হইতে জুলি বেলবেলেয়া সগাকে কয়াবেড়ের ধরলেক: আমার জোলা গণাপড়া জানে। মানসির মুখ, এ্যাকজন-দুইজন করতে করতে সগায় জানলেক জোলা মস্তবড় গণক, জোলা গণাপড়া জানে।

জোলার দেশের রাজার পাটরাণীর গালার মাতিহারখান হারেয়া গেইছে। রাণীর খুব সখের হার। হার হারেয়া রাণীর মনটা খুব আন্দার। কেঙকরিয়া বা জোলাগণকের কাথাটা

এবারের মতন মোক তোমরা বাঁচান।' –নিন্দবালি কয় আর ঝরঝরেয়া কান্দে।

জোলা মনে মনে হাসে। যাউকবোল, ভগবান ডেক শুনিছে। জোলা নিন্দবালিক কইলেক ঃ 'মতিহার দিঘির ঘাটের ডাইন পাক দিয়া ইটের তলোত ঘুসি থুবার। আর যাতে কোনোদিন চোর-চামার না করে।' নিন্দবালিক ঘর দিয়া পেটেয়া জোলা মনের সুখোত নিন পাড়ির ধরলেক।

মনের আনন্দোতে জোলা তার পাছা দিনটাও বেশ সুখোত রইলেক। তিনদিনের মাথাত জোলা সাক্কালে উঠিয়া গাও ধুইয়া তুলসিবাড়িত বসিল। মিচাঙখালি অং-বং-চং করিয়া-রাজাক হারখানের কাথা কইলেক যে, দীঘিরপাড়ত ডাইন পাকে ইটের তলত আছে। সেলায় সেলায় রাজার কামাইয়ের মানসিলা দৌড়ি যায়া হারখান বির করি আনিলেক। হারখান বিরামাত্র জোলার কি আদোর! রাজা নিজে জোলাক খাতির করির ধরলেক।

সেদিনটাও জোলা রাজার বাড়িত রইলেক। আর কিসের চিন্তা। সাকালে রাজা জোলাক ধরি নদীত গাও ধুবার গেইল। রাজা জোলাক আরও পীরক্ষা করিবে। জোলা কিন্তুক জানে না। তা রাজা আর জোলা এটা-ওটা কয় আর হাটে, রাজা আগোত আর জোলা পাছেপাছে হাটে। রাজা হাটতে হাটতে টাপ্পালাত করি হাতটা মুঠি পাকেয়া জোলাক কয়–'কন তো গণকঠাকুর মোর হাতোত কি ?' জোলা মনে মনে ঘটনাটার আঁচ পাইল। এ্যাইবার আর বাঁচন নাই। ধরা হিনা পরায়খায় আর ধরা পড়লে শূলোত মরণ। জোলার কলিজাটা ধক্‌ধকের ধরলেক। রাজাক কিন্তু কোনোয় বুজির দিলেক না। মধ্যঘাটাত খাড়া হয়া চখু দুইটা মুজিয়া শূলোত মরলে কেমুন বিষাবে চিন্তা করে আর মনে মনে জপে–"উৎরুংয়া এ্যাইবার বুঝিরো-কেমুন ঠ্যালা –'

রাজা তো তাজ্জ্যব। এ্যাক্কেবারে গাঙ্‌গাঙ্‌য়া। গণক ঠাকুর কয় কি ? রাজা হাতের মুঠি খোলেয়া দেখাইল–এ্যাকটা উৎরুংয়া পোকা। আসলে জোলাক বাচ্চাবেলা উনার-বাপমাও 'উৎরুংয়া' বুলি ডেকাইচেতো, সেইবাদে জোলা নিজের কপালের ফেরের কাথা চিন্তা করি নিজের নাম ধরি কইচে–'উৎরুংয়া এ্যাইবার বুঝিরো ঠ্যালা–'। জোলা কইচে নিজের কাথা। আর রাজা ভাবচে- জোলার গণনা ঠিকঠাকের কাথা।

যাউক, জোলা এবারও বাঁচিল। নদীর পাড়ত যায়া, কাপড়-চোপর সালেয়া রাজা আর জোলা দোনোজনে নদীত নামিল গাও ধুবার বাদে। রাজার মনোত সন্দেহ-জোলাক আর এ্যাকবার পরীক্ষা করা খাবে। তা রাজা করলেক কি–নদীর জলোত ভুচ্চুত করি এ্যাকটা ডুব দিয়া - হাত দুইটা এ্যাকেটে মুঠি পাক্কেয়া উটিয়া জোলাক কয়–গণকঠাকুর একবার, দুইবার, তিনবারের বার'.... সেলা জোলা কয়–"ও রাজা মশায় 'পত্তিডুবে কি শালুক।' সচাঙয়ে তো

এবারের মতন মোক তোমরা বাঁচান।' —নিন্দবালি কয় আর ঝরঝরেয়া কান্দে।

জোলা মনে মনে হাসে। ঠিকবোল, ভগবান ডেক শুনিছে। জোলা নিন্দবালিক কইলেক যে 'মতিহার দিঘির ঘাটের ডাইন পাক দিয়া ইটের তলোত ঘুসি থুবার আর যাতে কোনোদিন চোর-চামারি না করো' নিন্দবালিক ঘর দিয়া পেটেয়া জোলা মনের সুখোত নিন পাড়ির ধরলেক।

মনের আনন্দোতে জোলা আর পাছা দিনটাও বেশ সুখোত রইলেক। তিনদিনের মাথাত জোলা সাক্কালে উঠিয়া গাও ধুইয়া তুলসিবাড়িত বসিল। মিচাঙখালি অং-বং-চং করিয়া-রাজাক হারখানের কাথা কইলেক যে, দীঘিরপাড়ত ডাইন পাকে ইটের তলত আছে সেলায় সেলায় [illegible] আনিলেক। হারখান বিরামান জোলার কি আনেরা! রাজা নিজে জোলাক খাতির করির ধরলেক।

সেদিনটাও জোলা রাজার বাড়িত রইলেক। আর কিসের চিন্তা! সাকালে রাজা জোলাক ধরি নদীত গাও ধুবার গেইল। রাজা জোলাক আরও পরীক্ষা করিবে। জোলা কিন্তুক জানে না তা রাজা আর জোলা এটা-ওটা কয় আর হাটে, রাজা আগোত আর জোলা পাছেপাছে হাটে। রাজা হাটতে হাটতে টাপ্পালাত করি হাতটা মুঠ পাকেয়া জোলাক কয়—'কন তো গণকঠাকুর মোর হাতোত কি ?' জোলা মনে মনে ঘটনাটার আঁচ পাইল। এ্যাইবার আর বাঁচন নাই। ধরা হিনা পরায়খায় আর ধরা পড়লে শূলোত মরণ। জোলার কলিজাটা ধক্‌ধকের ধরলেক। রাজাক কিন্তু কোনোয় বুঝির দিলেক না। মদাঘাটাত [illegible] চখু দুইটা মুজিয়া শূলোত মরলে কেমুন বিষাবে চিন্তা করে আর মনে মনে জপে—''উৎরুংয়া এ্যাইবার বুঝিরো-কেমুন ঠ্যালা—'

রাজা তো তাজ্জব। এ্যাক্কেবারে গাঙপাড়্যা। গণক ঠাকুর কয় কি ? রাজা হাতের মুঠি খোলেয়া দেখাইল—এ্যাকটা উৎরুংয়া পোকা। আসলে জোলাক বাচ্চাবেলা উনার-বাপমাও 'উৎরুংয়া' বুলি ডেকাইচেতো, সেইবাদে জোলা নিজের কপালের ফেরের কাথা চিন্তা করি নিজের নাম ধরি কইচে—'উৎরুংয়া এ্যাইবার বুঝিরো ঠ্যালা—'। জোলা কইচে নিজের কাথা। আর রাজা ভাবচে- জোলার গণনা ঠিকঠাকের কাথা।

যাউক, জোলা এবারও বাঁচিল। নদীর পাড়ত যায়া, কাপড়-চোপর সালেয়া রাজা আর জোলা দোনোজনে নদীত নামিল গাও ধুবার বাদে। রাজার মনোত সন্দেহ-জোলাক আর এ্যাকবার পরীক্ষা করা খাবে। তা রাজা করলেক কি—নদীর জলোত ভুচ্চুত করি এ্যাকটা ডুব দিয়া - হাত দুইটা এ্যাকেটে মুঠি পাক্কেয়া উটিয়া জোলাক কয়—গণকঠাকুর একবার, দুইবার, তিনবারের বার'.... সেলা জোলা কয়—''ও রাজা মশায় 'পত্তিডুবে কি শালুক।' সচাঙয়ে তো

রাজার হাতোত শালুক! রাজা জলোত ডুবিয়া ভের থাকি শালুক তুলিছে। জোলার গণা-পড়া দেখিয়া তিনোবারে জোলার গাণা-পড়া ঠিকঠাক-রাজা হাতে-নাতে প্রমাণ পাইল।

আসল কাথা হইল। রাজা সেলা জলোত ডুবি শালুক কুড়িয়া হাতোত মুঠি পাকেয়া জোলাক কবার কইচে—'এটা কি' জোলা সেলা কবার চাইছে 'রাজা মশায় গণনাটা এ্যামুনে জিনিস-এ্যাকবার, দুইবার ঠিক হবার পায়, সেইবাদেবারে বারে-মানে পওিবারে, পত্তি ডুবে শালুক—নাও তো হবার পায়। জোলা কবার চাইচে এ্যাকটা আর রাজা বুঝিছে অন্যটা। যাইহোক আন্দাপাতালি হইলে হবে কি—জোলার গণা-পড়া তো ঠিকঠাক।

রাজা, জোলাক ভাল করি খোয়া-দো'য়া করিয়া ভাইল্লা টাকা-পাইসা দিয়া হাত্তির পিটিত বাড়ি দিয়া পেঠাইল। জোলার আর ভাত-কাপরের অভাব রইলেক না। মহাসুখোত জোলা-আর জুলি দিন কাটেবার ধরলেক।

কপালের ফ্যার

এ্যাক দ্যাশত এ্যাকনা অছিলো রাজা। সেই দ্যাশোত সুখ-শান্তির কোনোয় অভাব নাই। রাজা-প্ররজা, গরীব-দুখী সগায় বেশ সুখোতে রয়। রাজার রাজ্যত কোন চোর-ডাকাইত নাই। রাজা-প্ররজা—মনটা কয় বাপ-বেটার সংসার। তা সেই রাজার আছিল সাতটা বেটা আর এ্যাকেখুনা বেটি। রাজার বেটালাও এ্যাক-এ্যাকটা মানসিই, যেমনে রূপ তায় তেমনে বীর। আর রাজার বেটিখুনাও খুব নাম্যেককারা, রূপে-গুনে-রাজকুমারীর নাকান আর কইনায় হয় না। কত দ্যাশের কত বড় বড় রাজা রাজকুমারীক বিয়াও করাংবাদে চোকচোকেয়া আছে।

রাজার সাতোটা বেটার আছিল খুব শিকার করিবার নিশা। আর সাতো ভাইয়ে যদি শিকার করিবার যায়, তায় কোনোদিনও খালি হাতে বাড়ি ঘুরিয়া আইসে না—বাঘ, হাতি, গন্ডার, বড় বড় পখি-পয়াল শিকার করিয়ায় বাড়ি আইসে। তা এ্যাকদিন দিনক্ষণ দেখিয়া সাত-রাজকুমার শিকারোত গেইলেক। যায় যায়...গেইতে গেইতে এ্যাখান বড় ফরাস নাগাল পাইলেক। এ্যামুন ফরাস—দিনোতে আন্ধার, কালা ঘটুঘুটা। সাত-রাজকুমার বুদ্ধি করিয়া সাত-পাকে সাতজন গেইলেক। সগারে ছোট রাজকুমার গেইলেক উত্তর পাকে। ঠেং টিপি টিপি সাতো ভাই জঙ্গলের ভিতি ধায়া যায়; কিন্তুক উমরা হাতাশ খায়—বাপরে বাপ এ্যামুন জঙ্গলোত

এ্যাখোটাও পাখি-পয়াল নাই, এটা কেমুন তার! এ্যাকদিন যায়, দুইদিন যায় জঙ্গল আর শ্যাষ হয় না, সাতভাই কাঙো-কারো দেখাও পায় না। এঙকরিয়ায় তিনদিনের দিন ছোট রাজকুমার দ্যাখে সেই জঙ্গলের ভিতিরাত এ্যাকটা আমের গছ। এ্যাই অবতরত সেই আমের নিলনিলা আগালোত এ্যাকেখুনা আম-পাকিয়া টিলটিলা হয়া আছে। সেলা ছোট-রাজকুমার এ্যাকটা ঢ্যাল দিয়া-এ্যাক্কে ঢ্যালে আমটাক পাড়িলেক। আমটার যেমনে রঙ, তেমনে গোন্দ। আমটা হাতোত নিয়া রাজকুমার মনে মনে ধেন্দেলের ধরলেক - এ্যালা আমটা কি করিবে? কাক দিবে? অবতরি ফল কি করা যায়—রাজকুমার নানান চিন্তা কারে ধরলেক। শ্যাষোত রাজকুমার ঠিক করিলেক যে—এই আমটা উনায় কাঙোকে খাবার দিবে না, যায় এই আমটা খাবে, তাকেই রাজকুমার বিয়াও করাবে। যদি বিয়াও করের না পায়, তাহইলে এই জীবন আর রাখিবেকে না। এই কিড়া কাড়িয়া আমটা ধরিয়া রাজকুমার দ্যাশের ভিতি ঘাটা কারাইলেক। উদিফির বাকী ছয় রাজকুমারও শিকার না পায়া খালি হাতে বাড়ি বুলি ঘাটা কারাইছে। সাতো-ভাইয়ে শ্যাষোত বাড়ি ঘুরিয়া আসিলেক।

রাজকুমারঘর সাতো ভাইয়ে এ্যামুন পাকা শিকারী ত্যাঙো উমরা শিকার পায় নাই—রাজবাড়িত এই কাথাটা কাঙোরে বিশ্বাস হয় না। রাজকুমারী মনে মনে চিন্তা করে যে নিশ্চয় দাদাঘর কোন শিকার পাইছে কিন্তুক কাঙোকে কয় নাই। তাছাড়া পত্তিবারে শিকারোত যায়া রাজকুমারীর বাদে কোনখান না কোনোখান রাজকুমারের ঘর আনে-এই ছাকে কোনখান আনে নাই—এটা হবার না পায়। সেইবাদে রাজকুমারী উনার দাদাঘরের ঘর-দুবোর কুল্লায় ভিতভিতি চান্দেবার ধরলেক। রাজকুমারীর আশা নিশ্চয় কোনোখান আনিচে। এ্যাদিফির রাজকুমারের ঘরের ভাবরাদেহা, শিকারের আশাতে বন-জঙ্গলোত বেরাইতে রেরাইতে দেহা নাজেহাল, বাড়ি আসিয়া দেহা দিছে বিছিনাত ফেলেয়া, এ্যাকেবারে ডোডেয়া নিন। হোতবোদ-সারিসবত নাই।

রাজকুমারী কেঙকরি বা পস পাইছে যে ছোটদাদা কিবা একটা আনছে। একপাঙে, দুই পাঙে এ্যাকেসুলকিতে ছোট রাজকুমারের ঘর সোন্দেয়া আমটা পাইছে। আর যায় কোটে অবতরি আম, উনার আর মন মানিলেক না— এক্কেসোত্তায় আমটাক ফেলাইলেক খায়া।

ছোট রাজকুমার নিন থাকি উঠিয়া দেখে আম নাই। কি হইল আমটা ? আঙদুলিতুলি চায়া বেরায়। রাজবাড়িত সোরাও উঠিল যে 'ছোটরাজকুমার শিকারোত যায়া একটা আম আনিছে, রাজকুমার কিড়া কাটিছে যে আমটা যায় খাবে তাকে উনায় বিয়াও করাবে'। রাজকুমারী উনার দাদার কিড়াকাটার কাথা শুনিয়া এ্যাকেবারে বুকশুলা খাইলেক – এ্যালাফির কি হবে? রাজকুমারী নানান খান ভাবিয়া-চিন্তিয়া কোনোয় দিশাদুবোর না পায়। কি করিবে এ্যালা রাজকুমারী ' রাজকুমারী ভাবে যে এটা কপালের দোষ। এজীবন আর রাখিম না, এ্যাই মুখ

আর কাঙোকে দেখাইম না। শ্যাষোত রাজকুমারী মরিবার বাদে নদী বুলি ঘাটা কারাইলেক।

রাজবাড়ীত কাউরাহাট্টি-সোরাও উটিল যে রাজকুমারী মরির গেইছে নদীর জলোত ডুবিয়া। এইকাথা রাজা শোনামাত্র সাত কামাই ফ্যালে থুইয়া হুকুরদুকুর করি নদীর পাড় গেইল। রাজা সেলা রাজকুমারীক ডেকায় আর কয়–

'আয় মাও আয় নাজাইস ছাড়িয়া
খরখরা ভাত বাইগন ছোবা হবে বসিয়া।'

ভরা নদীত এ্যাকগালা জলত নামিয়া রাজকুমারী কয়–

''যাউক যাউক কুল্লায় যাউক, হউক বাসিয়া
বাপ হয়া শশুর হবে কেঙকরি রইম বাঁচিয়া।''

রাজকুমারী কয় আর নদীত নামে। বাপের ডেক শুনিলেক না। এ্যাকে এ্যাকে বড় ছয়ভাই আসিল। রানী আসিলেক। সগায় রাজকুমারীক ডেকায় আর কান্দে। রাজকুমারী আর কারো কাতা শোনে না। যায় ডেকায় তাকে ঐ সম্বন্দের কাতা কয়া ঘুরিয়া দেয়। সগারে শ্যাষত আসিল শ্যাষুয়া রাজকুমার। আসিয়া রাজকুমারীক ডেকায় আর কান্দে–

'আয় মাইনো আয়, না জাইস ছাড়িয়া
খরখরা ভাত বাইগন ছোবা হবে বাসিয়া।'

ততক্ষণে রাজকুমারী মধ্যনদীত। সোতাল নদীত ডোবোঙডোবোঙ। তেঙ রাজকুমারী কোনোমতে মুখখান তুলিয়া কয়–

'যাউক যাউক কুল্লায় যাউক হউক বাসিয়া
মারপেটের ভাই ভাতার হবে কেঙকরি রইম বাঁচিয়া।'

রাজকুমারী আর উঠিলেক না। নদীর জলত কাপলাঙ-ঢাপলাঙ করতে করতে গেইলেক ডুবিয়া। নদীর কাইন্টাত ছোট রাজকুমার ধইস্যখায়া খাড়া হয়া রইতে রইতে নদীত দিলেক এক ঝাঁপ।

সোতাল নদীর জলত রাজকুমার আর রাজকুমারী গেইলেক ডুবিয়া। না, রাজকুমার আর রাজকুমারী কিন্তুক মরিলেক না। ভাসিতে-ভাসিতে-ভাসিতে ভালে দুর গেইল–এ্যাক্কেবারে অন্য রাজার দ্যাশ। অটিখুনা উমাক কাঙোয় চেনে না। ভিন দ্যাশত সেলা রাজকুমার আর রাজকুমারী ঘর বান্দিয়া সংসার করি খায়।

বুড়ার বেটার শিক্ষা

এ্যাকনা আছিলো বুড়া। তিনকাল যায়া শ্যাষ কালোত পড়িছে, বয়সখুনা আন্দাজে ৮০ কি ৯০ বছর হবার পারে। চখু দিয়াও ভাল করি দেখির না পায়, কান দিয়াও ভাল করি শোনে না, ফির ভাল করি হাটিবারও পায় না। থুলথুলা নাগা বুড়া, এ্যাকেবারে অচল হয়া গেইচে। দিন নাতি ঘরোতে বিছিনাত থাকিয়া রয়। বুড়াখুনার এ্যাকেনা ব্যাটার ঘরে ছাওয়া—নাতি আছে। নাতিটার বয়স ৮/ ৯ বছর হবে। ঐ নাতিটা বুড়াটার ঘর মাঝে-মধ্যে যায়। ব্যাটার ঘরের ছাওয়া বুলি কাথা, বুড়াখুনা নাতিটাক খুব আদর করে। বুড়ার কিছু জমিজামা আছে। সংসার বেশ ভালে চলে। বুড়াতো আর কাজ-কামাই করির না পায়, সেইবাদে জমিজামা-হালকৃষি বুড়ার বেটায় দেখভাল করে। কিন্তুক বাপের বাদে বেটার কোন আদর নাই। বেটার বৌ খুনাও ঐ নাকান-ঠেন্ঠনা আদর। সাকালে এ্যাকমুটি শুকান চুরা আর দুপুরা এ্যাকমুটি ভাত দেয়। মাটির এ্যাখান ভাঙা ভারাত চাইরটা ভাত আর মাটির এ্যাকটা ভাঙা নোটাত এ্যাক নোটা জল দিয়ায় বেটার বৌ খালাস। বুড়া আধপেটি খায়য়া কোনো নাকান করি জিউ খুনা ধরি বাঁচি আছে।

এই নাকান করি দিন যায়। তা নাতিটা এ্যালা খানিক বড় হইচে। বুদ্ধিজ্ঞানও খানিক হইচে। বাপ-মার এই নাকান চলন-বলন আর বুড়াবাপুর কষ্ট দেখি চ্যাংড়াটার মনোত খুব দুঃখ। নাতিটা এ্যাকদিন বুড়াটাক কয়—'বুড়াবাপু! মোর এ্যাকেনা কাথা রাখিবু ?' বুড়া সেলা নাতিক পোছে—'কি কাথারে ? কইসনা কেনে তায়, খানিক শোনং।' সেলা নাতিটা কয়-'তোর ভাতখাওয়া ভাড়া-আর নোটাটা তুই ভাঙিয়া ফেলাও এ্যাইটায় মুই কবার চাং।' বুড়া এ্যাই কাথা শুনিয়া কয়—'হ্যারে, এ্যামনে মোক আধপেটা খাবার দেয়, আরও যদি মুই ভাড়াখান-নোটাটা ভাঙিয়া ফেলাং তা হইলে মোর বাদবাকি দিন কয়খুনা নসানাগি রয়া মরা খাবে।' নাতি কয়—'দ্যাখ বুড়াবাপু তুই যদি মোর কাথা না রাখিস, আর কোনো দিন কিন্তুক তোর এ্যাটি মুই আসিম না।'

বুড়া সেলা নিরূপায়, কি করিবে। ভাবিয়া দিশাদুবোর না পায়। কি আর করিবে—নানান কাথা ভাবিয়া-ইচ্ছা করিয়ায় নোটা আর ভারাখান ভাঙিয়া ফেলাইলেক। এ্যাদিফির দুপুরা হইচে-ভাতখাবার সময়। বুড়ার বেটার বৌ বুড়ারঘর যায়া চাঙড়ার তলোত দেখে ভাঙা ভাড়া-নোটা। এ্যালাফির ভাত দেয় কিসোত? বৌয়ের তো মেজাজটং, দুপুরি তালোত বৌয়ের ঝাঙঝাঙি উঠিল কি কবে আর কিনা কবে। হাল ছাড়ি দিয়া দুপুরি তালোত বুড়ার বেটা বাড়ি আসি শোনে এ্যামুন

কোস্তাল–বুড়া ভাতখাওয়া নোটা-ভাড়া ভাঙি ফেলাইচে। বেটাও শুনিয়া মহারাগ–বাপোক এ্যালা নসানাগে মারিবে। সেইসময় নাতিটাও ইস্কুল থাকি বাড়ি আসিলেক। নাতিটাও শুনিলেক ভাড়া-নোটা ভাঙার কাথা। নাতিটা সেলা গালাচাড়েয়া বাপ-মাক শোনেয়া কয়–'হারামজাদা বুড়া, তুই আমার সাত-পুরুষের ভাত-খাওয়া ভাড়া আর নোটাটা ভাঙিছিস। এ্যালা এ্যামুন ভাড়া-নোটা কোটে পাইস আনিদে। মোর বাপ যেলা তোর নাকান বুড়া হবে, সেলা মুইও ভাড়া-নোটাত ভাত আর জল দিলুং হয়। মুই এ্যালা কোটে পাইম। ব্যাটার বুড়া তোর মরনে ভাল, তুই মরেক। আমার আর কারোয় কোনো দুঃখ নাই। ভারা-নোটা না দিলে তুই বাড়ি থাকি বির হয়া যা, কোটে মরিস, মরেক যায়া।'

বুড়ারবেটা–বেটার কাতা শুনিয়া থতমত খাইলেক। সেলা মনে মনে বুড়ার বেটা ধেন্দেলায়–মুইও তো এ্যাককালে বুড়া হইম সেলা মোর দেখাদেখি মোরবেটাও শ্যাষ কালোত এই নাকান করি মোক ছেটোবেটো করিবে, মাটির ভাঙা ভাড়া-নোটাত ভাত-জল দিবে। দেখা দেখি শেখাশেখি, অদলের বদল। সেই দিন থাকি বুড়ার কি আদর খাতির। সেলা কাসার ভারাত ভাত দেয়, কাসার নোটাত জল দেয়। নাতির কাথা ধরিয়া বুড়ার দুঃখ ঘুচি গেইলেক।

দেওয়ানীর-বেটার শ্বশুরবাড়ির ঘাটা

এ্যাকনা আছিলো দেওয়ানী মানসি। খুব চাল্লাক। ভাত-কাপরের টানাটানি হইলে কি হবে, টাড়ি-বাড়ির কাজিয়া-কেচাল, ঝগরা-ঝাটিত দেওয়ানীক সগায় ডেকায়। তা সেই দেওয়ানীর তিনটা বেটা। দুই বেটার বিয়াও দিলেও ছোটো বেটার বিয়াও দিবার পায় নাই – হাতোত টাকা-পাইসা নাই, টাকার অভাব ছাড়াও, ছোটোবেটা বুদ্ধিতে খানিক খাটো, জলদাসাটি–যাঙ তায় যাঙ, খাঙ তায় খাঙ।

পত্তিবারে সেই দেওয়ানীর বাড়ির বগ'লত চৈতমাসে অষ্টমী মেলা হয়। সেই মেলাত সগারে বাড়িত সাগাই- সোদোর, জাঙোই-ঝিউ, বেটি-ভাস্তি আইসে। জাঙোই-বেটি-শ্বশুরবাড়ি আসিয়া ধুসতুলি মাছে-মসোংয়ে খায়, শ্বশুরের পাইসা-কড়িতে মেলা দেখে, আমোদ-ফূর্তি করে। তা সেই দেওয়ানীর বেটা দুইটাও মাইয়া, ছাওয়া ধরি বগলের টাড়িত-শ্বশুরবাড়ি গেইলেক। দুইদাদাক শ্বশুরবাড়ি যাওয়া দেখি ছোটো বেটাও মার নগদ ফেকনা ধরিল শ্বশুরবাড়ি যাবে। বিয়াওয়ে হইল না-তায় শ্বশুরবাড়ি কোটে পাবে, সেলা দেওয়ানী আর দেওয়ানীর মাইয়া বুদ্ধি করি

ছোটোবেটার হাতোত এ্যাকটা টাকা দিয়া মেলা বাড়ি দিয়া পেটাইলেক।

চেঙড়াটা হাটতে হাটতে মেলা বাড়ি পাঙপাঙ হইল। সেলা চেঙড়াটার মনোত পড়িল শ্বশুরবাড়ির কাথা। কিন্তুক শ্বশুরবাড়িটায় তো জানা নাই। কি করিবে, ভাবতে ভাবতে এ্যাকনা মানসির নাগাল পায়া মানসিটাক পোছে– "হা বাহে মুই শ্বশুরবাড়ি যাইম, মোকখানেক শ্বশুরবাড়ির ঘাটাটা দেখে দেও তো।" মানসিটা আছিলো খুব চাল্লাক, মানসিটা বুঝির পাইলেক – এ শালা সারুয়াভোদাই আদাং না হইলে কাঙো কি নিজের শ্বশুরবাড়ি না চেনে। এ্যাককথায়, দুইকাথায় চেঙড়াটার নগদ মানসিটা নাই ফাউকশালি নাগে দিলেক ঝগরা। এ্যামুনে কুমখাতাখাতি ঝগরা, আগনাই পাছনাই দেওয়ানীর ছোটোবেটা মানে ঐ চেঙড়াটা মানসিটাক দিলেক কসিয়া এ্যাক চাপড়।

ঘাটার মানসিক নাই দোষোতে বোলাইচে। তার বাদে বিচার বসিল। বিচারত দেওয়ানীর বেটার আট আনা দন্ড হইল। দেওয়ানীর বেটাও এ্যাকটাকা দিয়া আট আনা ঘুরি দিবার কইলেক। ঐ মানসিটাও এ্যামুনে চাল্লাক টাকার লালসোতে ফুসফুসিয়া মানসিটা দেওয়ানীর বেটাক কয় –'আট আনা পাইসা তো মোরটে নাই, তায় এ্যাক কাজ, –এই আট আনার বদলোত মোক আর এ্যাক চাপর-চাপরান।" দেওয়ানীর বেটাও উজ নাই বুঝ নাই দিলেক আর এ্যাক চাপর। এ্যামুনে চাপর-চাপরাইল-মানসিটা এ্যাকে বারে ঠরঠরা নাগিল। সেলা বিচার করাইয়ালা কুল্লায় শুনিয়া দেখিল চেঙড়াটার কোনোয় দোষ নাই। উল্টা সেলা মানসিটা পাঁচ টাকা দন্ড চেঙড়াটাক দিয়া হাতে-ঠ্যাঙে ধরি রেহাই পাইলেক।

উল্টা পাঁচ টাকা পায়া কিসের আর মেলাবাড়ি যাবে, শ্বশুরবাড়ির বাদে দেওয়ানীর বেটা হাটতে হাটতে ভোমাসাজতে এ্যাখান মস্তবড় জঙ্গলোত সোন্দাইল। এ্যামুনে জঙ্গোল, কিছুই দেখা যায় না। এ্যাদি ওদি খানিক হাঁটতে হাঁটতে দেওয়ানীর বেটা দেখে এ্যাখান বিছিনাপাতা। মধ্যজঙ্গোলত বিছিনাপাতা দেখিয়া, সারা দিনিয়া হাউপসা দেহা দিলেক বিছিনাত ফেলেয়া। আর কিসের কি–বিছিনাত দেহা ফেলাও শ্যাষ-এ্যাক্কে ডোডারি নিন; কোনো দিশায় নাই।

ঐ বিছিনাখানা আছিলো সেই দেশের রাজকুমারীর। পত্তিনাত্তি রাজকুমারী ঐ বিছিনাখানোত সেই দেশের মন্ত্রীর বেটার নগদ চুপচুপিয়া থাকে। মন্ত্রীর বেটার নগদ আছিলো রাজকুমারীর পিরিত। মন্ত্রীর বেটার ঘরত মাইয়া আছে, সেইবাদে রাজা বিয়াও দিবে না বুলিয়া রাজকুমারীর নগদ নিশানাত্তি ঘুসিঘুসি এ্যামুন পিরিত করে।

ঘুটঘুটা আন্দাররাতি রাজকুমারী আন্দারে-ধান্দারে আসি মন্ত্রীর বেটাক বুলি ঐ দেওয়ানীর বেটার নগদে বিছিনাত থাকে। খানিক বাদে মন্ত্রীরবেটা আসিয়া দেখে – এই কান্ড! সেলা

মন্ত্রীর বেটা দেওয়ানীর-বেটাক দুই-চাইরটা উত্তম-মধ্যম দিয়া বাড়ি নিয়া যায়া নিজের ঘরত বন্দি করি থুইয়া আরো ঐ জঙ্গলোত রাজকুমারীর ওটি গেইলেক।

এ্যাদিফির নাত্তিত মন্ত্রীর বেটার-মাইয়া, নিজের ভাতার মনে করিয়া দেওয়ানীর বেটাক আন্দারোতে ধরি বিছিনাত নিয়া গেইল। চোপোনাত্তি বিছিনাত থাকি রইল। ভোরবেলা যেলা পইলা মুরগা ডাকিল মন্ত্রীর বেটার বৌয়ের নিন ভাঙিল। নিন ভাঙিয়া দেখে – ছ্যাঃ ছ্যাঃ এ্যাটা কোন মানসি! মানসি দেখিলে কবে কি ? ভাতার বাড়ি আসিলে কি হবে? ভয়ে-নইজ্জায় দলদলে কাঁপির ধরলেক। কাপধাপ করি বিছিনার মানসিটাক দিলেক এ্যাক ঢেক্কা। দেওয়ানীর-বেটার উঠিবার নাম নাই, ঢেক্কা খায়া দেওয়ানীর বেটা আরো মুখ ঘুরিয়া বেশ যুতে-পাতে থাকিয়া নিন্দোতে ঘোরঘোরের ধরলেক। সেলা মন্ত্রীর-বেটার বৌ কোনো উপায় -আপায় না পায়া পাঁচশো টাকা দেওয়ানীর-বেটার হাতোত দিয়া–ঠ্যাং ধরি পড়িল। তোমরা পালান, না হইলে বাড়ির মানসিটা আসিলে তোমরাও মরিবেন, মুইয়ো মরিম। মরনের কাথা শুনিয়া দেওয়ানীর বেটা ধইস-নইস ধরিয়া বিছিনা থাকি উঠিয়া টাকা পাঁচশো নিয়া বাড়ি বুলি ভাগাট্টু।

সেই টাকা আনিয়া দেওয়ানীর বেটা, ভাল কইন্যা দেখিয়া ভাইল্লা পন দিয়া জাকজমকে বিয়াও করাইলেক।

হাসিলচনের হাসি

খুব গরীব ছাওয়া। বাপ-মাও কাঙোয় নাই। পরার বাড়ির ফেলানি-চেলানি খায়া মানসি। বাচ্চা থাকি সেক্‌পাওয়া। তা চ্যাঙরাটার এ্যাকনা ভাল গুন আছিল, হাসিলে উনার মুখ দিয়া ফুল বিরায়। মুখ দিয়া ফুল পরে সেইবাদে চেঙরাটার নাম-হাসিলচন। সগায় উনাক আদর করি ডেকায় হাসিলচন বুলি। তা এই গুনের কাথা খুনা মানসির মুখে মুখে কেঙকরিয়া বা সেই রাজ্যের রাজার কানোত গেইলেক।

রাজা উনার রাজ্যত এ্যাই নাকান এ্যাকেনা প্রজার কাথা শুনিয়া হাসিলচনক্ রাজবাড়িত ডেকে আনলেক। রাজার মানসি হাসিলচনক যেলা রাজবাড়িত আনিল, হাসিলচন সাতজম্মেও এ্যামুন বাড়ি দেখে নাই, এ্যামুন আদোরও পায় নাই। হাসিলচন অকচকোত পড়ি গেইল। কি করিবে থেয়ায় না পায়, হাসিলচনের ফাপরা শুকি গেইচে। এ্যামুন রাজ-আদর, রাজ-সুখোত পরি হাসিলচনের মনের সুখ গেইল হারেয়া, কিসের হাসি, কিসের কি? হাসিলচনের মুখ থাকি

হাসিই গেইলেক হারেয়া। রাজা হাসিলচনক হাসেবার বাদে কত কি করিবার ধরলেক- গানবাজনার আসর বসাইলেক, তেঙও হাসিলচন হাসে না। রাজা দোয়ারিক ডেকে আনিলেক হাসিলচনক হাসেবার বাদে, তেঙও হাসিলচনের মুখোত হাসি নাই। রাজা এ্যাকনাইস মানসির আগোত অপদস্ত হইল। সেলা রাজা রাগোতে হাসিলচনক শাস্তি দিল যে, যদ্দিন হাসিলচন না হাসিবে, মুখ দিয়া ফুল না পড়িবে তদ্দিন হাসিলচনের ঠাঁই হবে রাজার ঘোড়ার ঘরত– ঘোড়াশালোত। ঘোড়াশালোত হাসিলচন জাগা পায়া হাসিলচনের মনটা বেদ্‌রি গেইল। মনত নাই শান্তি, কোটে থাকি আইসে হাসি!

এ্যাদিফির হইচে কি! - রাজার ঘোড়ালা যায় দেখশোন করে মানে রাজার ঘোড়া দেখার চাকরটার নগদ আছিল ছোটোরানীর পিরিতি। তা সেই চাকরটা যেটি রয়, তার দোয়ারের ঘরতে আছি'ল হাসিলচন।

রাজাতো! ভাইল্লা চাকর-বাকর। রাজার গরু-বাচুর দেখারও এ্যাকটা রাখোয়াল আছি'ল। তা সেদিন সদায়দিনের নাকান করি রাখোয়াল গেইছে গরু-ধরি। কেঙকরি বা দুধাল গাইটা পাল আংদে-হারে গেইচে। রাখোয়ালটা গোটায় বেলাভর চান্দেয়া হয়রান, কিন্তুক গরুটা আর পায় না। দেখতে দেখতে সাজ নাগিল। গরুটাক কিন্তুক রাখোয়াল পাইলেক না। গরু না পায়া রাখোয়ালোক ধরলেক ভয়, যদি না পায়, আর গরু হারার কাথাখুনা যদি রাজার কানোত যায়, তা হইলে আর রক্ষা নাই। জাহানের ভয়োত রাখোয়ালটা করলেক কি আন্দারে-ধান্দারে যায়া ঐ ঘোড়া দেখা চাকরটার চাঙরার তলোত ঘুসাইলেক। জাহানের ভয়, রাখোয়ালটা চাংড়ার তল সোন্দেয়া এ্যাককানিত খোকসোত ঝিত্ করি বসি রইলেক। রাত্তি হইলে ঘোড়ার রাখোয়াল থাকিবার বাদে আসিল। ঘোড়া-ঠোড়া দেখিশুনি বিছিনাত চড়িল, রাতি বারে তেঙও কিন্তুক গছা নিবায় না। থাকি থাকি খালি গাও মোরায়, একদাবার থাকি রয়, ফির উঠিয়া বায়রা যায়, এ্যাই নাকান করি ভালে কয়বার ঘর আর বায়রা, ঘর-আর বায়রা। আসল কাথা হইল সেই রাত্তি ছোটোরানী আসিবে ঘোড়ার-রাখোয়ালের ঘর। ছোটোরানীর বাদে চেঙড়াটার আর তরসয়না, খালি ছটফটায়। এলাকাথা তো আর গরুর-রাখোয়াল না জানে। গরুর-রাখোয়াল খালি তরপে-তরপে আছে-কতখনে শালা গছা নিবায়, নিন্দোত পরে, সেই সুযোগেতে উনার ঘর-থাকি বিরিয়া পালাবে। কিন্তুক উনায় গছাও নিবায় না, নিনো যায় না।

এ্যাইনাকান করি মধ্যরাত্তিত গরুর-রাখোয়াল দেখে এ্যাকটা বেটিছাওয়া ঘরের দুবোরখান আস্তে করি ঠেলিয়া ঘর সোন্দাইলেক। আর যায় কোটে, ঘোড়াররাখোয়াল কাথা নাই, বাত্তা নাই, বিছিনা থাকি চাট্টাউ করি উঠিয়া বেটি ছাওয়াটার গালোত দিলেক একটা চর। এ্যামুন চড় চওরাইলেক বেটি ছাওয়াটা এ্যাক্কেবারে তিন ঘুমনি পাকখায়া মাটিতে থেবলে বসিল। সেলা

ঘোড়ার রাখোয়ালটা কয় – "শালি এ্যালাশোনে তোর সমায় হইলেক।" খানিক স্বস্তিয়া বেটিছাওয়াটা কয় – "বাপরে বাপ এ্যামুন চর-চওরাইলেন মুই পৃথিবীটার তিনকোনা দেখি আসিলুং।"

বেটিছাওয়াটা-মানে ঐ ছোটো রানীর মুখের কাথাটা ফুরাইচে কি–ফুরাইনাই এ্যামুন সময় গরুর-রাখোয়ালটা এ্যাক্কেঝাপে বিছিনার তল থাকি বিরিয়া কয়–"তোমরা যদি পৃথিবীর তিন কোনা দেখিছেন, তা নিশ্চয় মোর গরুটাও দেখিছেন, পছকরি কন মোর গরুটা কোটে। 'এই কাথা কয়ায় যেই রাখোয়াল বেটিছাওয়াটার মুখের ভিতি দেখিছে। দেখে–ছোটরানী !' ধরাপড়িল এই ভয়োতে সগায় বুকশুলা খাওয়া হইছে। আর ওদি ঐ দোয়ারের ঘরটা থাকি হাসিলচন এই নাকান বারকিত্তি দেখি হাসি ফেলাইচে, হাসতেকালে হাসিলচনের মুখ দিয়া ফুল পড়ির ধরলেক।

তারপাছা দিন রাজারটে খবর গেইল যে হাসিলচন হাসিচে আর হাসিলচনের মুখ দিয়া ফুল পড়িছে। সেলা রাজা হাসিলচনোক ডেকে নিয়াযায়া কয়–"এত হাসেবার চায়াও তোর মুখোত হাসিফোটে নাই, আর ঐ গোয়ালি ঘর'ত কি দেখি এ্যামুন হাসিলো, যার জন্যে তোর মুখ দিয়া ফুল পড়িল!" সেলা হাসিলচন কালিকার রাত্তির কুল্লায় কাথা মানে 'পৃথিবীর তিন কোনা দেখা'র কাথা কইলেক।

রাজা কুল্লায় কাথা শুনিয়া ঘোড়ার রাখোয়ালটাক জল্লাদের হাতোত তুলি দিলেক। রানীক দিয়া পেটাইলেক বনবাসত। আর হাসিলচন চাকরি পাইলেক রাজার সভাত। আর ঐ গরুরাখা-রাখোয়ালটাও রাজার হাত্তিশালত হাত্তি দেখার চাকরি পাইলেক।

ভগবানের দেখা

হাওরিয়া, মাওরিয়া ছাওয়া। সিয়ানি ভেল্টা থাকতে বাপমাও মরিচে। পড়ার বাড়িত ফেলানি চেলানি খায়া মানসি। টারি-বাড়ির গরু-ছাগল নড়েয়া-চড়েয়া, ফেলানি-চেলানি খায়া মানসি হইচে বুলি সগায় উনাক ফেলানি বুলি ডেকায়। বাড়ি নাই, ঘর নাই, কায় কুন্‌দিন কামাইয়োত ডেকায়, অটি খায়া, ওটি রয়–'যেটি নাতি ওটি কাতি'–এঙ করিয়ায় দিন যায়। খুব গরীব, বাপ, জ্যেঠো, কাকা-খুড়া-তিন কুলোতও কাঙো নাই, ফেলানির মনোত খুব দুঃখ। সারাদিনমান কাজ-কামাই করে আর পত্তিদিন নাতিত থাকিবার সময় ভগবানোক এ্যাকমনে

ডেকায়। এঙকরিয়ায় দিন যায়। ফেলানির বয়স উজায়। দেখতে দেখতে বিয়ারও বয়স হয়। ঘর নাই, বাড়ি নাই, তিনকুলোত কাঙো নাই—কাঙোয় ফেলানিক কইন্যা না দেয়। বিয়াও করাং বুলি ফেলানির মন খলবলায়, ঠাঁই নাই, পাঁই নাই কায় দেয় উনাক কইন্যা ?

মনের দুঃখতে ফেলানি এ্যাকদিন ঠিক করিলেক যে-উনায় ভগবানের ওটি যাবে; ভগবানের দেখা করিয়া ভগবানোক পুছিবে কেনে উনার দুঃখ ঘোচে না, উনায় কেনে এমুন গরীব? সেই বাদে ফেলানি কাঙোকো না কয়া, ভগবানের, দেখা করোং বুলি যেদি চখু যায় সেদিয়ায় হাটা দিলেক। দিন নাই, নাত্তি নাই-ফেলানি খালি হাটে, হাটতে হাটতে ফেলানি ভালে দূর গেইলেক। ভগবানের দেখাও পায় না, ফেলানির হাটিনিও ফুরায় না। ফেলানি খালি হাটে আর হাটে...।

ফেলানি হাটতে হাটতে এ্যাকদিন এ্যাখান গুনডাবরীও গেইল, বেলাও ডুবিল। সেলা ফেলানির ভাবনা চড়িল : এ্যাই দুশাশনি নাত্তিটা কোটে যায়। তেঙ্ ফেলানি হাটে। খানিক গেইতে কালে, আমাছামা আন্ধারোত ফেলানি দেখিল—এ্যাকটা বাড়ি। ভালেটা এ্যাকটা বাড়ি, তিন পুরানি বাড়ি, ইট-ঠিট গুলা মনটা কয় খেসেংসেং করি দাঁত বিরকরি আছে। ফেলানি এ্যাকপাঙে, দুইপাঙে বাড়ির ভিতিরা সোন্দাইলেক। ভালেলাঘর, মানসি-দুনসি কেনেবা কাঙোয় নাই। আছাং-ছাং করি ফেলানি এ্যাকটা ঘরত সোন্দাইলেক। সেলা ফেলানি দেখে একটা মানসি গালোত হাতদিয়া ঝিৎ করিয়া বসিয়া আছে। ফেলানিক দেখিয়া মানসিটা মাথা তুলিয়া কয় – "বাপোরে মুই এ্যাই ঠাকার রাজা, এ্যাক্কে নাত্তিতে জুই নাগিয়া মোর যা কিছু আছিলো কুল্লায় ছোবা গেইচে।" তা বাপো তুই কোটে থাকি বা আসিলো, আর কোটে বা যাবো ?" সেলা ফেলানি কয়—"মুই ভগবানের ওটি যাইম, মুই এ্যামুন গরীব কেনে ভগবানের নাগাল পাইলে পুছিম।" সেলা রাজা কয়—"তুই যদি ভগবানের দেখা পাইস তায় খমকায় করি ভগবানোক পুছিস—কতদিনে মোর রাজ্য পাট আরো ঘুরিয়া পাইম।"

সেইনাত্তিটা ফেলানি কোনোমতে রাজার ছোবা যাওয়া বাড়িত রয়া, সাতসাকালে পইলা মুরগা নাই ডেকাইতে উটিয়া আরো হাঁটা কারাইলেক উত্তর পাঁকে। হাঁটতে হাঁটতে সাঁঝ নাগিল। এ্যাকটা মস্তবড় বটগছের নিচাত ফেলানি বসিল। খানিক পাছোত ফেলানি দেখিল এ্যাতবড় গছ, গোড়খানও ঝলঝলা, এ্যাকটাও মানসি-দুনসি তো থাউক, পকিপয়ালো নাই। ফেলানি খালি চিন্তা করে আর মনে মনে ধেন্দেলায় – 'এ্যাটা কেমুন জাগা ! ইচিলা ছোবার নাকান বাড়ি-এ্যাকেখুনা মানসি তাও বোলে রাজা, হোর ফির এ্যাতটা এ্যাকটা গছ-পকিপয়ালও নাই !'

ইদিফির বটগছটা ফেলানিক চিন্তা করা দেখতে দেখতে সেলা বটগছটা ফেলানিক পোছে—

"বাপই তুই যাবো কোটে ? কোটেথাকি বা আসিলো ?' ফেলানি কয়–'মুই ভগবানের দেখা করিবার বাদে বাড়ি থাকি বিরাছুং, আজি কয়দিন থাকি খালি হাটিবারে ধরচুং'। 'তা বাপোরে তুই যদি ভগবানের ওটি যাইস তায়, খমকায় করি ভগবানোক পুছিসতো মোর তলত কেনে কাঙোয় আইসে না।' – বটগছটা আব্দার করিল। বটগছটার কাথা শুনিয়া এ্যাবার ফেলানি সোজা উত্তরপাকে আরো হাঁটা কারাইলেক।

হাঁটিতে আছে, হাঁটতে আছে, হাঁটতে হাঁটতে ফেলানি এ্যাকটা বাড়ি দেখির পায়া, বাড়িটাত সোন্দাইলেক। বাড়ির ভিতিরা, বাড়ির মারেয়া আর মারেয়ার বেটি ছারা কাঙোয় নাই। ফেলানিক খুব আদর যতন করিল। ফেলানি ভগবানের নগদ দেখা করিবে শুনিয়া বাড়ির মারেয়া ফেলানিক আব্দার করিল যে, যদি ভগবানের দেখা হয় ভগবানোক যাতে পোছে যে মারেয়ার বেটি কেংকরি কাথা কবে আর কতদিনে বিয়াও হবে। সেলাশোনে ফেলানি দিশা পাইল যে মারেয়ার বেটি কাথায় কবার না পায়।

যাউক। তার পাছোত ফেলানি আরো উত্তর পাকে হাঁটা কারাইলেক। খালি হাঁটে আর হাঁটে–দিন নাই, নাত্তি নাই, খালি হাটে। ভগবানের দেখা নাই। কিন্তুক ফেলানি নাছোর-বান্দা ভগবানের দেখাও নাই, ফেলানির হাঁটিনিও থামে না। ভগবানের টনক নড়িল। ভগবান দেখিল মুস্কিল! ইনাকতো দেখা না দিলে হবার না হয়; সেলা ভগবান এ্যাকেনা থুলথুলা বুড়ার ব্যাশ ধরিয়া ফেলানির মুখের আগোত খাড়া হইল। সেলা বুড়াটা ফেলানিক পোছে – "বাপোরে তুই কোটে যাইস!" ফেলানী সেলা কইলেক যে 'ভগবানের দেখা করিবার বাদে এতদ্দুর আসিছুং।'

থুলথুলা বুড়াটা সেলা কয়–"বাপোই মুই-ইয়ে ভগবান !" ফেলানির বিশ্বাস হয় না। ফেলানি মনে মনে ভাবে এই থুলথুলা-নেত্রাইনাগা মানসিটা কেঙকরি ভগবান হয় ! ভগবান ফেলানির মনের কাথা জানির পাইল–আসলে উনায় হইল ভগবান, কার মনোত কি আছে কুল্লায় উনায় জানে।' শ্যাষত বুড়াটা আসলে যে ভগবান উনার আসল রূপ দেখাইলে, ফেলানির বিশ্বাস হইল। সেলা ফেলানি ভগবানোক জোরহাত করিয়া কয়–"ঠাকুর মুই এ্যামুন গরীব ক্যানে, কেঙকরিয়া কি করলে মোর দুঃখ ঘুচিবে-মোক এ্যাকটা পথ দেখেয়া দেও।" ভগবান উনাক বাড়ি ঘুরি যাবার কইলেক। সেলা ফেলানি এ্যাকে এ্যাকে বটগছ, রাজা, আর ঐ মানসিটার দুঃখ দুর্দশার কারণও জানি নিলেক। আর ফেলানি যাতে পছকরি বাড়ি ঘুরি যাবার পায় সেইবাদে ভগবান ফেলানিক এ্যাকটা ঘোড়াও দিলেক। ফেলানি ভগবানোক শল্লে পড়িয়া ভক্তি দিয়া বাড়ির ঘাটা ধরিলেক।

ফেলানি এবার বাড়ির ভিতি ঘাটা কারাইলেক। কিন্তুক ফেলানি কল্লেককি ভগবানের

দেওয়া ঘোড়াটার পিঠত না চড়িয়া ঘোড়াটাকে পিটি করি হাটিবার ধরিলেক। হাঁটতে হাঁটতে ফেলানি ঐ মানসিটার বাড়ি আসিলেক। ঘোড় পিটিত ধরি মানসিটার বাড়ি আসতে কালে, ঐ মানসিটার বোকা-বেটিটা খটখটে হাসিবার ধরিল, হাসতে হাসতে চেঙড়িটা মাটিত গইড় দিবার ধরালেক। চেঙড়িটার মুখত কাথা ফুটিলেক। বেটির মুখোত রাও শুনিয়া সেলা মানসিটা উনার বেটির নগদ ফেলানির বিয়াও দিলেক। নয়া শ্বশুরবাড়িত দিন দু'য়েক রয়া মাইয়া ধরি ফেলানি এবার বাড়ির ভিতি হাটিবার ধরলেক।

হাটতে হাটতে সেই বটগছটার দোয়ারোত আসিলেক। ফেলানিক পায়া, বটগছটাও পুচ্ছিল যে, "ফেলানি ভগবানেরটে কি শুনি আসিল।" সেলা ফেলানি বটগছটাক কইলেক যে, বটগছটার নিছাত মাটির তলত মেলা কাঁচা টাকা আছে, ঐলা টাকা মানসিক দিলে, গছের গোরোত ছিল্লি দিলে মানসিও আসিবে, পখিপয়ালো গছত ভাসা বান্দিবে। সেলা বটগছটা মাটির তল থাকি এ্যাকনাইশ কাঁচাটাকা ফেলানিক দিলেক, আর ফাইকগুলা গছের গোরোত ছিল্লি দিলেক। ফেলানিও কাঁচা টাকার টোপলা ঘোড়ার পিঠিত ধরি বাড়ি বুলি ঘাটা কারাইলেক। আর টাকার লালসোতে দুনিয়ার মানসিও বটের গোরোত ধুরা কারাইলেক। পখিপয়ালও বটের গছোত ভাসা বান্দিলেক; বটের ফল-পাকড় খাবার ধরলেক।

এ্যাইবার ফেলানি হাঁটতে হাঁটতে আসিলেক সেই আধা ছোবা যাওয়া রাজার বাড়ি। ফেলানি আসতে কালে রাজা হুকুর-দুকুর করি ঘর থাকি বিরাইলেক। ফেলানিরটে জানির চাইলেক ভগবান কি কইছে ?' সেলা ফেলানি কয়–"রাজামশায় তোমার ঘরত গাবুর বেটি আছে, সেই বেটিক যদি বিয়াও দেন তাহইলে তোমরা কুল্লায়–সয়সম্পত্তি ঘুরি পাবেন।"

সেলা রাজা ফেলানির নগদ বেটির বিয়াও দিলেক। ফেলানিক সিংহাসনোত বসাইলেক। ফেলানি রাজাও হইল আর রাজার রাজত্ব সেই আগের নাকান ধনে-জনে ঝকমকা হয়া উটিল। আর ফেলানি এ্যালা রাজা, দুইটা রানীর নগদ সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করি খায়। আমারলার খালি বেদের বেদের করিয়ায় দিন যায়।

জোলার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া

এ্যাক আছিল জোলা। জোলা তায় জোলায়-বুদ্ধি-সুদ্ধিতে খুউব খাটো। জোলা আর জোলার মাও-ব্যাটার টানাটানির সংসার। জোলাক ধরি জোলার মাওয়ের এ্যাকনাইশ চিন্তা, চখু দুইটা মুজিলে জোলার গতি কি হবে? সাতচিন্তা করিয়া, জোলা খানিক বড় হইতে কালে জোলাক

দিলেক বিয়াও। যেমনে জোলা ত্যামনে হইল জোলার মাইয়া। সগায় কয় জোলার মাইয় জুলি।

ভালেদিন বাদত জোলার সেদিন ক্যানেবা শ্বশুরবাড়ি যাবার কাথা মনত পড়িলেক জোলা উনার মনের কাথাখুনা মাইয়াক কইলেক। জুলি কয়–'ভালেকাথা, মোর বাপের বাড়ি যাবেন তায় খালি হাতে আর কেংকরি যাবেন, যাবার সমায় হাট থাকি কোনখান কিনি নিয়া যান।' জোলার মাও-ও জোলাক পইপই করি বুঝাইলেক–'বাপোরে খালিহাতে শ্বশুরবাড়ি যাবার নাপাই, কোনখান ধরি শ্বশুরবাড়ি যাইস।'

জোলা টেরাং থাকি ভাল কাপড়-চোপর পিন্দি সাজি-পারি বিরাইলেক। হাটিতে হাটিতে ঘাটাত একটা হাট পড়িল। জোলা ভাবিলেক এ্যাই হাট থাকিযায় কোনখান কিনিয়া শ্বশুরবাড়ি যাবে। জোলা তামান হাটটা ঘুড়ি বেরাইলেক কিন্তুক 'কোনখান' আর চকুত পরে না। জোলা দোকানদারক কয়–'বাহে তোমার দোকানোত কি কোনখান আছে?' দোকানীলা কয়–'আমার দোকানোত 'কোনখান' নাই। তামান হাটের দোকানোত আর জোলা 'কোনখান' উটকি পায় না। জোলা শ্যাষত নালকাল হয়া এ্যাকটা আলু-পোটলের দোকানীক কয়–"ও বাহে! তোমার এটা ক্যামুন হাট ?' বাপরেবাপ হাটটাত 'কোনখান' আর পালুং না।" দোকানীটা কয়-'কি চান তায় তোমরা ?' জোলা:–"কোনখান'। তায় তোমার দোকানোত কি 'কোনখান' আছে নাকি ? মাওমোক শ্বশুরবাড়ি কোনখান ধরি যাবার কইচে।" দোকানীটা আছিল খুব চাল্লাক। কইলেক–"আছে তো, মোরটে 'কোনখান' আছে। কন, কন তায় তোমাক কতলা নাগিবে। সেলাশোনে জোলার মুখত হাসি বিরাইলেক। দোকানী জোলাক 'সজিকচু' দিলেক। আর জোলাও 'সজিকচু'ক 'কোনখান' বুলি মনে করি কমরের গামছা খোলেয়া টোপলা বান্দি নিলেক।

ভালেদিন বাদত জোলা শ্বশুরবাড়ি আইসাতে জোলার শশুড়ির আর আনন্দ ধরে না। জাঙইয়ের টোপলাত কচু দেখিয়া শশুড়ি মনে করিল-কচুলা কতায় জাঙইয়ের খ্যাতের। নাত্তি শশুড়ি শাটি মাছ দিয়া কচু ঝোলেয়া করি, আদর করি জোলাক খাবার দিলেক। কচু ঝোলেয়া জোলার টুটিত খাওবাউ করি ধরিলেক। জোলা কয়–'গালা চুলকায়'। সেলা জোলার শশুড়ি জোলাক দই-চুড়া আর দানা মিটাই খাবার দিলেক। দই-চুড়া পায়া জোলা জলে-পানি টিসটিস করি খাইলেক। দানা মিটাই খুনা কিন্তুক জোলার খুউব মনত ধরিচে, নইজ্জাতে জোলা শশুড়িরটে আর খানিক চাবার পায় নাই। দানা মিটাই ক্যাংকরি আরো খানিক খাওয়া যায় সেই বাদে জোলার মনটা খুলবুলি রইল।

নাত্তি জোলাক বড় ঘরত বিছিনা করি দিল। জোলা থাকির গেইল। জোলার মনটা

কিন্তুক খুদবুদির ধরলেক, ক্যাংকরি মিটাই খাওয়া যায়। গচা নিবিয়াও আর জোলার চকুত নিন আইসে না। জোলা থাকি থাকি শিকিয়াত তোলা মিটাইয়ের হাড়িটার কাথায় চিন্তা করে।

নাত্তি এ্যাকপহর যায়, ত্যাঙো জোলাক নিন ধরে না, মনত খালি ঘুনঘুনায়। দুবোরের গোড়ত পইয়ের খোকসোত আছিল নাটি। জোলা আগ-পাচ না ভাবিয়া নাটিটা দিয়া মিটাইয়ের হাঁড়িত দিল এ্যাকগুতা। হাড়ি ফোরং হইলেক। ঝ্যালঝ্যালা মিটাই সেই ফোরং দিয়া গ্যালগ্যাল করি পড়ির ধরিলেক। জোলা থাকি-থাকিয়ায় হা মেলিয়া মনের সুখোত মিটাই খাবার ধরিলেক। খাইতে খাইতে জোলার প্যাট গেইল ভরি। ত্যাঙও মিটাই পড়া শ্যাষ আর হয় না। সেলা জোলা দিল প্যাট আগেয়া প্যাট গেইল ভিজিয়া। উল্টিয়া দিল পিটি আগেয়া, পিটি গেইল ভিজিয়া। মিটাইয়োতে যেলা জোলার তামান দেহাটা ভিজিয়া আটামাটা হইল, বিছিনাখান নেটপ্যাটা হইল, সেলা সোনে হাড়ির মিটাই শ্যাষ হইল। জোলার হইল আর এ্যাক জ্বালা। সারায় দেহাটাত মিটাই। এ্যাক ভিতি পিঁকরা; ফির অন্যভিতি সাকালে খেউলানির নইজ্জা। জোলার নিন টংয়োত উঠিল।

ঘরের কোনাত আছিল বাঙার বোস্তা। জোলা মিটাই মুছিবার বাদে বিছিনা থাকি ধরপরেয়া উঠি খাবলায়-খাবলায় বাঙা নেয় আর মিটাই মোচে। এ্যাকেতো চিটকাবান্দা মিটাই ফির আরো শুকান বাঙা। জোলার গোটায় দেহাটা বাঙাতে ভলভলা হইল।

ঘরের পাটাইয়ের তলত্ আছিল ছাগলের খোপরা। জোলা ভাবিল, 'ছাগল মিটাইয়ের গোন্দোতে গাও চাটিলে মিটাইও যাবে, বাঙাও যাবে। যেমনে ভাবা তেমনে কাজ, জোলা ঘর থাকি বিড়িয়া সুল্লুত করি ছাগলের খোপরাত সোন্দাইলেক। কিন্তুক ছাগল কি আর বাঙা চাটে ! উল্টা ছাগল ভয়োতে এ্যাক কানিত চাপিল।

এ্যাদিফির চোর আসিচে ছাগল চোর করির। ছাগল চোর করিবার বাদে চোর শোন্দায় ছাগলের খোপরা। জোলার কলিজাখানা ধাকাউ-ধাকাউ করে। সেলা জোলা হাংকুড় পাড়িয়া ছাগলের দোয়ারোত ঝিৎ করি রইলেক। চোর মনে করিল—বেশ বড়সড় একটা ধওলা খাসি। খপাত করি চোরটা বোস্তা দিয়া পল্টে ধরি দৌড়। আর জোলা মরণের ভয়োতে সেতাম হয়া বোস্তার ভিতিরাত রইলেক।

নদীর কাইনটাত আসি চোর থামিল। মনের আনান্দোতে চোর বোস্তার ভিতি চায়া কয়—'রইসরে ধওলা খাসি, গদ্গদা দেখন হছিস, তোক হ্যার এটি কাটিয়া, মসং সাকালি হাঁটতে ব্যাচাইম। 'কাটিয়া-ব্যাচাবে'—শুনিয়া জোলার দেহাটা বোস্তার ভিতিরাত গলগলে ঘামির ধরলেক। যেই না চোরটা দাও দিয়া বোস্তার মুখের দড়ি কাটিবে, জোলা বোস্তার ভিতিরা থাকি চিকড়ি উঠি কয়—'মোক কাটিলে জুলি কি তোক ছাড়িবে'। আর যায় কোটে বোস্তার ভিতিরা

মানষির চেকরণ শুনি হাতের দাও ফেলেয়া চোর টিকা চিঁপি ধরি দিল দৌড়। জোলা কিন্তুক বোস্তার ভিতিরাতে রইল।

সাকাল হইল। জোলা সেলাং বোস্তার ভিতিরাত রয়া চ্যাঁচায় - 'মোক কাটিলে জুলি তোক ছাড়িবে না।' এ্যাদিফির জুলি গেইছে সাকালে নদীর পাড় জল আনিবার। বোস্তার ভিতিরা জোলার চেকরণ শুনি জুলি কাখের কলসি ফ্যালেয়া বোস্তা থাকি জোলাক বির করিলেক। জোলা হ্যাসেরপ্যাসের করি কুল্লায় কাথা জুলিক কইলেক। সেলা জোলা আর জুলি দোনোজনে বাড়ি আসিলেক। জোলা আর কোনদিন শ্বশুর বাড়ি যায় নাই।

আলসিয়া জাঙোই

জন্মের আলসিয়া জাঙোই। এ্যাকান কুটা-দুইখান করে না। খালি থুমথুম করি বসি রয়, কাজ-কামাইয়ের ধারধারে না। যেলায় খানিক প্যাটের ভাতের টান পরে সেলায় তুরবুড়িয়া শশুরবাড়ি বুলি ঘাটা কারায়। নয়া-নয়া এ্যাকদিন-দুইদিন শশুরো জাঙোইয়োক দিছে, কিন্তুক জাঙোইয়ের চলন-বলন দেখিয়া শশুরো এ্যালা দিবার নাচায়। ত্যাঙো হাজার হউক—জাঙোইতো। ফ্যালেবার না পায়।

আলসিয়া হইলে কি হবে। প্যাটোত কিন্তুক খুব বুদ্ধি। 'বুদ্ধি রইলে শশুরবাড়িত খাওয়া যায়'। ছাকে ছাকে আলসিয়া শশুরবাড়ি যায় আর ঢিসঢিস করি থাকি রয় আর খায়। তা সেবার হইলেক কি—আলসিয়া শশুরবাড়ি গেইলতায় গেইল। খায়-দায় আর থাকি-বসি রয়। শশুর মনে মনে ভাবে—ভালে জুতের কাথা; জাঙোই হইল হাউসের সাকাই, এ ব্যাটার দেখোং বাড়িযাবার নাম মুখোতে তোলে না। ব্যাটাক নব্বই শিক্ষা না দিলে তো হবে না। আলসিয়ার শশুর মনে মনে বুদ্ধি পাকায়—জাঙোইয়োক কেঙকরিয়া কামাই করিবার কয়। ভাবতে ভাবতে বুদ্ধি বিরাইল। ঘরোত তো একোকাঠি খড়ি নাই, বাড়ির মানসিটা কয়দিন থাকি খালি খড়ি-খড়ি করি আপসারি নাগাইছে। এইটায় মস্তবড় সুযোগ। এ্যামুন মোকা হাতছাড়া করা না যায়।

সেলা সাত-পাঁচ বুঝিয়া শশুর জাঙোইয়োকে দিয়া পেটাইলেক খড়ি কাটিবার বাদে। আলসিয়া-জাঙোই কুড়ালখান হাতোত ধরি মনটা ব্যাজার করি জঙোলোত গেইলেক খড়ি কাটিবার বাদে। জাঙোল যায়া কিসের খড়ি কাটিবে, এদি-সেদি বেড়াইতে বেড়াইতে বেলাটা মাথার উপুরা যেলা উটিল, উনাক ধরিল আলসি, প্যাটোত ফির খাউখাউয়া ভোগ। বারি থাকি আনা গামছার মাথাত বান্দা চুড়ার টোপলাটা খোলেয়া খায়া-দায়া, এ্যাকেনা গছোত হেলানি দিয়া

বসিল। বসিয়া, আলসিয়া উনার চখু দুইটাক কইলেক–"রে চখু গছের আগালোত চড়িয়া চাইরোপাকে নজর রাখিবো, মুই খানিক নিন পাড়োং, সাঁঝ নাগিলে ডেকে দিব।" চখু দুইটাক গছের আগালোত দিয়া পেটেয়া আপনসুখে নিন্দোত পড়িল।

আলসিয়া গছের ছেঙাত নিন্দোত পড়লেক। হোতবোদ কোনোয় নাই। এ্যাদি হইছে কি? –এ্যাকেনা ঢাল-কাউয়া গছের আগালোত বসিয়া দেখে আলসিয়া নিন্দোতে বিভোর হইছে, আর আলসিয়ার চখু দুইটা গছের আগালোত বসিয়া আলসিয়ার পহরা দিবার ধরচে। ঢাল-কাউয়া দেখিল-এইটায় মওকা। সেলা ঢাল-কাউয়াটা গছের আগালোত যায়া ঘাক্কালাউ করি আলসিয়ার চখু দুইটা গিলি ফেলাইলেক।

এদি ফির বেলা ভাটি পড়িল। মুখ আন্দারিও হইল। সেলাসোনে আলসিয়ার নিন ফুরাইলেক। নিন থাকি উঠিয়া আলসিয়া গাও মোরায় আর চখু দুইটাক ডেকায়–"হারে চখু বেলা গেইল না আছে? আয় পছকরি বাড়ি যাওয়া খাবে।" সেলা ঢাল-কাউয়াটা কয়–"আলসিয়া তুই নিনে পারেক, এইছাকে বুঝিবো কেমুন ঠ্যালা, তোর চখু দুইটাক মুই খায়া ফেলাছুং"। কওয়াও শ্যাষ, কাউয়াও উড়ান দিলেক।

আলসিয়ার চখু নাই, এ্যামুন জঙোল-ঘাটায় চান্দে না পাইলেক। মধ্য জঙোলোত ঘাটা-হারেয়া আলসিয়া দিশা না পায়। না খায়া, না দায়া জঙোলোত রইতে রইতে আলসিয়া শুকিয়া যাবার ধরলেক। শুকাইতে শুকাইতে আলসিয়া চোমটা নাগিয়া চিনা জোক হইলেক। জঙোলোত এ্যালাঙ আলসিয়া চিনা জোক হয়া নাটাউ-নাটাউ করিয়া ঘাটা চায়া বেড়ায়।

রাইক্ষস আর খাইক্ষস

বুড়া-বুড়ির সংসার। ছাওয়া-ছোটো নাই, মানে নিপুত্তিরি-হাপুত্তিরি, মরিলে বংশোত বাতি দিবার বাদে কাঙো নাই । এঙনাই, ঝেঙনাই-টিপটিপ-টাপটাপ সংসার। বুড়াবুড়িরও খুব মিল। তা এ্যাক সংসারোত রইলে কার না ঝগরা-ঝাটি নাগে ! ঐ এ্যাকদিন নাই কথাতে বুড়া আর বুড়ির নাগিল ঝগরা। এ্যামুন ঝগরা-দুই তিন দিন বুড়া-বুড়ির রাওয়া-রাওয়িই নাই। মনের

রাগোতে বুড়া এ্যাকদিন সাত-সাকালে বাড়ি থাকি বিরি গেইলেক। কুত্তি গেইল বুড়ি জানিবার পাইলেক না। বুড়ি ভাবিছে 'বুড়ার রাগ কমিলে আপেনে বাড়ি ঘুরি আসিবে, কোটে আর যাবে !'

এ্যাদিফির বুড়া বাড়ি থাকি বিরিয়া যেদি দুই চখু যায় সেদিয়ায় হাটা কারাইলেক। বুড়া খালি হাটে। প্যাটোত ভোগ কত আর হাটিবে, হাটতে হাটতে প্রায় সাঁঝ নাগে, মুখ আন্দারি হইল। সেলাসোনে বুড়াক ধরিল ভয়। কিলকিলা আন্দার রাতি, বুড়া যাবে কোটে ? এ্যাই দাইন্যো রাতিটা কোটে রবে, বাড়িও ঘুরি যাওয়া—এ্যাতোখান ঘাটা মুখের কাতা না হয়। কি করে, কোটে রবে নানান ভাবনাত বুড়ার দেহা নেংসি গেইল।

বুড়া হাটে আর মনে মনে ভগবানোক ডেকায়। হাটতে হাটতে বুড়া মুখের আগোত যেটায় পায় সেইটায় কুড়ায় আর সাথোত নেয়। তা বুড়া ঘাটাত এ্যাখান নেংড়া পায়া, নেংড়াখান কোসেয়া বগলত নিলেক। খানিক আগেয়া পাইলেক এ্যাখান হাচকিনি, ডারি-ডান্টা নাই, ভাঙাচিঙা হাচাকিনি খানও বুড়া নিলেক। হাটতে হাটতে বুড়া দেখে এ্যাকটা কাটুয়া দুরা, হালাবাড়ি দিয়া যবার ধরচে। বুড়াটা সেলা টাপেলাং করি দুরাটাক উল্টি দিয়া ধরিলেক। দুরাটাকো নিলেক। আর খানিক আগেয়া পাইলেক এ্যাকটা ভাঙা ঢোল। ভাঙা-ফাটা ঢোলটাও বগলোত নিলেক। এই নাকান করি যেটায় পায় সেটায় বুড়াটা ন্যায় আর হাটতে থাকে। এ্যাদি সইন্দা উত্তুরি যায়। বুড়া আর রবার জাগা পায় না। হাংহাট্টি এ্যাতলা ধরি, প্যাটোত ভোগ, চখু দিয়াও আর নজর খেলে না, —বুড়া আর হাটিবার না পায়।

সেলা বুড়া এদি-ওদি চান্দাইতে চান্দাইতে একটা বাড়ি পাইলেক। কার না কার বাড়ি। হোলোক-পোচোক করতে করতে বাড়িটা সোন্দাইলেক। বাতি নাই, গছা নাই আন্দার কিল কিলা বাড়িটাত এ্যাকটা মানসিও নাই। বুড়া মনে মনে ভাবে—এটা কেমুন কাতা, এ্যাতটা এ্যাকটা বাড়ি জনকুক্তিও নাই। ভয়-ডরে বুড়ার দেহাটা ছমছমের ধরলেক। কি বা হয় ? কোনোটে যাবারও উপায় নাই। মরনসাহস করি বুড়া ছাইনচাতে সেত্তে বসিল। নানান চিন্তা ভাবনা, চখুতো নিন আইসে না। ভোগে-শোকে নিসপ্তা হয়া বুড়া নিঢাল।

কতখন বা হইল বুড়ার কিন্তুক দিশায় নাই। ধরপরেয়া উঠি বুড়া শোনে কায়বা এ্যাকটা হাড়িয়া গালায় আগদোর বাড়িত আপসারি নাগাইচে, পুছির ধরচে—কার এ্যামুন সাহস মোর বাড়িত আসিছে, কপালোত আজি দুরগতি আছে, খায়া ফেলাইম।'

আসলে ঐ বাড়িটা হইল একটা রাইক্ষসের। রাইক্ষসটা সাঁঝ নাগতে কালে গেইছে খাবার চান্দেবার । আর বুড়াটা না বুঝি-শুনি সোন্দাইছে রাইক্ষসের বাড়ি। রাইক্ষসটা বাড়ি আসি টের পাইছে কায়বা উনার বাড়ি সোন্দাইছে। কিন্তুক রাইক্ষসটারও মনোত চিন্তা—যায় উনার বাড়ি

রাগোতে বুড়া এ্যাকদিন সাত-সাকালে বাড়ি থাকি বিরি গেইলেক। কুত্তি গেইল বুড়ি জানিবার পাইলেক না। বুড়ি ভাবিছে 'বুড়ার রাগ কমিলে আপেনে বাড়ি ঘুরি আসিবে, কোটে আর যাবে !'

এ্যাদিফির বুড়া বাড়ি থাকি বিরিয়া যেদি দুই চখু যায় সেদিয়ায় হাটা কারাইলেক। বুড়া খালি হাটে। প্যাটোত ভোগ কত আর হাটিবে, হাটতে হাটতে প্রায় সাঁঝ নাগে, মুখ আন্দারি হইল। সেলাসোনে বুড়াক ধরিল ভয়। কিলকিলা আন্দার রাতি, বুড়া যাবে কোটে ? এ্যাই দাইন্যো রাতিটা কোটে রবে, বাড়িও ঘুরি যাওয়া—এ্যাতোখান ঘাটা মুখের কাতা না হয়। কি করে, কোটে রবে নানান ভাবনাত বুড়ার দেহা নেংসি গেইল।

বুড়া হাটে আর মনে মনে ভগবানোক ডেকায়। হাটতে হাটতে বুড়া মুখের আগোত যেটায় পায় সেইটায় কুড়ায় আর সাথোত নেয়। তা বুড়া ঘাটাত এ্যাখান নেংড়া পায়া, নেংড়াখান কোসেয়া বগলত নিলেক। খানিক আগেয়া পাইলেক এ্যাখান হাচকিনি, ডারি-ডান্টা নাই, ভাঙাচিঙা হাচাকিনি খানও বুড়া নিলেক। হাটতে হাটতে বুড়া দেখে এ্যাকটা কাটুয়া দুরা, হালাবাড়ি দিয়া যবার ধরচে। বুড়াটা সেলা টাপেলাং করি দুরাটাক উল্টি দিয়া ধরিলেক। দুরাটাকো নিলেক। আর খানিক আগেয়া পাইলেক এ্যাকটা ভাঙা ঢোল। ভাঙা-ফাটা ঢোলটাও বগলোত নিলেক। এই নাকান করি যেটায় পায় সেটায় বুড়াটা ন্যায় আর হাটতে থাকে। এ্যাদি সইন্দা উত্তুরি যায়। বুড়া আর রবার জাগা পায় না। হাংহাট্টি এ্যাতলা ধরি, প্যাটোত ভোগ, চখু দিয়াও আর নজর খেলে না, —বুড়া আর হাটিবার না পায়।

সেলা বুড়া এদি-ওদি চান্দাইতে চান্দাইতে একটা বাড়ি পাইলেক। কার না কার বাড়ি। হোলোক-পোচোক করতে করতে বাড়িটা সোন্দাইলেক। বাতি নাই, গছা নাই আন্দার কিল কিলা বাড়িটাত এ্যাকটা মানসিও নাই। বুড়া মনে মনে ভাবে—এটা কেমুন কাতা, এ্যাতটা এ্যাকটা বাড়ি জনকুক্তিও নাই। ভয়-ডরে বুড়ার দেহাটা ছমছমের ধরলেক। কি বা হয় ? কোনোটে যাবারও উপায় নাই। মরনসাহস করি বুড়া ছাইনচাতে সেত্তে বসিল। নানান চিন্তা ভাবনা, চখুতো নিন আইসে না। ভোগে-শোকে নিসপ্তা হয়া বুড়া নিঢাল।

কতখন বা হইল বুড়ার কিন্তুক দিশায় নাই। ধরপরেয়া উঠি বুড়া শোনে কায়বা এ্যাকটা হাড়িয়া গালায় আগদোর বাড়িত আপসারি নাগাইচে, পুছির ধরচে—কার এ্যামুন সাহস মোর বাড়িত আসিছে, কপালোত আজি দুরগতি আছে, খায়া ফেলাইম।'

আসলে ঐ বাড়িটা হইল একটা রাইক্ষসের। রাইক্ষসটা সাঁঝ নাগতে কালে গেইছে খাবার চান্দেবার । আর বুড়াটা না বুঝি-শুনি সোন্দাইছে রাইক্ষসের বাড়ি। রাইক্ষসটা বাড়ি আসি টের পাইছে কায়বা উনার বাড়ি সোন্দাইছে। কিন্তুক রাইক্ষসটারও মনোত চিন্তা—যায় উনার বাড়ি

সোন্দাইচে নিশ্চয় উনায়ও কম না হয়, না হইলে এ্যামুন সাহস কোটে পায়। তেঙও রাইক্ষসটা ভরকি না যায়, বাড়ির বায়রা থাকি চিকরি চিকরি কয়—'কায় ওটা? কার এ্যামুন মরণসাহস, মুই রাইক্ষস, মোরে বাড়ি সোন্দাইছে !'

বুড়া তো রাইক্ষসের হম্বিতম্বি শুনিয়া দলদলে কাঁপিবার ধরচে। কিন্তুক খানিক বাদে বুড়া মরন সাহস করিল তেনা না মরণ, তেন না মরণ কি হয় হবে। সেলা বুড়াটি গালাটা ভাঙা ঢোলটাত ভরে দিয়া কয় —'রে রাইক্ষস তোর খুব সাহস হইচে। তোর আজি বাঁচন নাই। মুই তোর দাদা খাইক্ষস; ভাগিস তায় ভাগ, না হইলে মুই বিরাইলে তোর বাঁচন নাই।' ভাঙা ঢোলত মুখ দিয়া চিকিরি কাতা কইলে কেমুন শোনা যাবার পায় ! এ্যামুন চেকেরণ শুনি রাইক্ষসটাও ভরকি গেইলেক, কিন্তুক পালাইলেক না। সেলা রাইক্ষসটা বাড়ির বায়রা থাকিয়ায় কয়—'তুই যদি খাইক্ষস হইস তা বিরাও দেখি এ্যাকবার, দেখোং তুই কেমুন।' সেলা বুড়াটা ঐ ঢোলটাত মুখ দিয়ায় কয়—'কি তুই মোক বিবিবার কইস, বিরাইলে টান সবার পাবো না, ভাল চাইসতো ভাগেক।' রাইক্ষসটা কয়—'তুই এ্যাতোয় বড়মোস্তান বিরাও তায় !' 'কি এ্যাতবড় কাতা, তুই মোক দেখির চাইস, মোর এ্যাখান চুলির জোখায় না হইস।' —বুড়াটা কয়ায় করিল কি-ঐ ঘাটা থাকি কুরি আনা নেংড়াখান দিলেক আগদোরোত পাল্টেয়া। নেংড়াখান দেখিয়া-রাইক্ষসটা চমকি গেইল—'বাপরে বাপ খাইক্ষসের এ্যাখান চুলিই এ্যামুন মোটা!' রাইক্ষস চুলিখান দেখি চিন্তাত পড়িল। বুড়াটা মনে মনে ঠাওরিল—রাইক্ষস ভরকিছে! সেলা বুড়াটা ঐ ভাঙা ঢোলটা মুখোত দিয়ায় কয়—"এলাং তোর বিশ্বাস হয় না, ভাগ নাহইলে তোর কপালোত দুর্গতি আছে। এই দেখিস উঁকুন দিয়ায় ঢেলে মারিম।' বুড়া করিল কি—কাটুয়া দুরাটা দিয়ায় রাইক্ষসোক দিলেক এ্যাক ঢ্যাল। রাইক্ষস দুরাটা হাতোত নিয়া দেখে আর মনে মনে ধেন্দেলায়—ইস্ ! এ্যাতটা যার উঁকুন তার মাথাটা বা কতোটা!' সেলা রাইক্ষসটা কয়—তা খাইক্ষসদা তুই মাথা কেকাইস কি দিয়া।' বুড়া দেখিল রাইক্ষস ভয় খাইচে, সেলা বুড়া আরো চিকিরি কয়—'তেঙ তোর বিশ্বাস হয় না, এ্যালাও আছিস, মোক দেখিলে কিন্তুক টানসবারে পাবো না, দেখিলেই ঠর্ঠরা হয়া মরিবো। এই দেখিস মোর কাকই।' —বুড়া ঐ ভাঙা হাচকিনিখান ধেরেত করি দিলেক রাইক্ষসোক পাল্টেয়া। হাচকিনি মানে ঐ খাইক্ষসের কাঁকই দেখি রাইক্ষস ভয়োতে দলদলে কাঁপিবার ধরলেক। দাঁতের ঠকঠকি উটিল। বুড়া ঘর থাকি কয়, কিরে গেছিস, না এ্যালাং ওটি খারা হয়া আছিস, ভাগ-ভাগ-ভাগ, এ্যালা মুই পাদিম, পাদিলে রবারে পারো না, কানের হাড়িয়া ফাটি যাবে, হাওয়াতে উড়ি যাবো। গেলু, না, না-গেলো মুই কিন্তুক আর পাদা আটকের না পাঙ, দৌড়াও দৌড়াও কম করি দুই যোজন যা না হইলে ...পাদিলুং বোল!'

রাইক্ষসোক ধরিচে ভয়। ভয়োত রাইক্ষস পাছাইতে, পাছাইতে, পাছাইতে-উল্টা পাকে ঘুরি দিলেক মরন দৌড়। বুড়া দিলেক ঢোলোত ডাং—ডু-ং-য়ু-স, ডু-ং-য়ু-ঢু-ং-ফুস। খাইক্ষস মানে বুড়াটা যতোয় ভাঙা ঢোলোত ডাঙায়, রাইক্ষস দুরান্তর হাতে ঢোলের বাইজ শোনে আর পরিমরি দৌড়ায় আর ভাবে খাইক্ষস পাদির ধরচে, এ্যাইবুঝি পাদার হাওয়াতে রাইক্ষস উড়ি যায়।

রাইক্ষস ভাগতে কালে বুড়া কাপধাপ করি ঘর থাকি বিরিয়া আন্দারে-ধান্দারে বাড়ি বুলি ঘাটা কারাইলেক। রাতিও প্রায় শ্যাষ, পূব পাকে আকাশখান নাল-সেন্দুর গাবার নাকান হইচে, আর খানিক বাদে সাকাল হবে। বুড়াও বাড়ি ঘুরি আসিল। বুড়িরও ভাবনা ঘুচিল বুড়া-বুড়ি আরো এ্যাকেটে হইল।

নাউয়া-বামোনের উককাথা

ভালেদিন আগের কাথা। এ্যাক দ্যাশত আছিলো এ্যাকনা নাউয়া। নাউয়ার মুখো যেমুন চলে, তেমনে আছিলো চাল্লাক। প্যাটোত খুব বুদ্ধি। গোটায় টাড়িত মাথা কামেয়া উনার দিন ভালে চলে। ছাওয়া-ছোটো নাই, নাউয়া আর নাউয়ার মাইয়া—নাউয়ানী, দুইজনের সংসার। নাউয়া যেমুন চাল্লাক, নাউয়ানীর তেমুন বুদ্ধি নাই, সারুয়া ভোদাই। মাইয়াক ধরি নাউয়ার নানান ধাতাল-ক্যাচাল।

এ্যাকদিন নাউয়া খানিক দুরান্তরত চুলি কাটিবার যাবে। জঙলের মধ্য দিয়া এ্যাকেনা ঠ্যাঙে হাটা-এ্যাকপাঙা ঘাটা। এ্যামুন জঙল, কোনো কোনোটে দিন দুপুরাতো ঘুটঘুটা আন্দারের নাকান। দিন্‌তো গেইলে দেহাটা ছমছমায়। ব্যাগল কোনো ঘাটাও নাই যে নাউয়া যাবে। কি আর করা যাবে। নাউয়া মরোন-সাহস করি সেই ঘাটা দিয়ায় যাবার ধরলেক। ভালেদুর গেইছে, আর অল্প খানিক গেইলে, জঙলখুনা পার হইলে তেই টাড়িটার নাগাল পাওয়া যায়। এ্যামুন সমায় নাউয়া দ্যাখে ঘাটাটার মধ্যত একটা বাঘ টিসটিস করি থাকি আছে। চখুর

আগোত বাঘ দেখিয়া নাউয়ার কইলজা উড়ি গেইল, বুকখান ধাকাউ-ধাকাউ করির ধরলেক। পালেবারো উপায় নাই। দৌড়াইলেই এ্যাকেবারে বাঘের মুখত—"সাপ মারে লেখনে / বাঘ মারে দেখনে"। বাঘটা সলসল করি থাকিয়া, আগিলা ঠ্যাঙ দুইটা আগবারেয়া, ঠ্যাঙের উপরা মাথা দিয়া নাউয়ার ভিতি চায়া আছে। নাউয়া মনে মনে কয়, মরণ !

বাঘ দ্যাখে নাউয়ার ভিতি, নাউয়া দ্যাখে বাঘের ভিতি। বাঘ-মানষি কারোয় নড়ন-চড়ন নাই। এঙ করিয়ায় ভালেক্ষণ সময় বিতি যায়। রইতে রইতে রইতে...আচমকা গাওঝারা দিয়া বাঘটা খাড়া হইলেক। নাউয়ার চখু চড়কগছ। দ্যাখে বাঘটা নাচতে নাচতে উনার বগল আসির ধরচে। নাউয়া কয়-বাপরে ! দেহাটাও দলদলেয়া কাঁপে। নাউয়া ঘামিয়া নালকাল, কাপড়ে-চোপরে মোতে মোতে অবস্থা। বাঁচার আশাতে মরণ সাহস করিয়া চখু দুইটা মুডিয়ায় খোলা থাকি ক্ষুরখান বাইর করিল। বিপদেরকালোত বুদ্ধি হারের না পাই; নাউয়া সেলা করিল কি—ক্ষুরখান ডাইন হাতোত নিয়া হাতের তালাত সোত্তাইতে সোত্তাইতে এ্যাকপাঙ, দুইপাঙ, করি বাঘের ভিতি আগেবার ধরলেক। আগাইতে আগাইতে নাউয়াও নাচন জুড়ি দিল, যাক কয় এ্যাকেবারে মরণ নাচন। নাচিবার কিসিম দেখি বাঘ গেইল ভড়কি। বাঘটা, নাউয়ার নাচনের কারণ আর ঠাওর করির না পায় ! নাউয়া নাচে ক্যানে ? বাঘটা নাচিয়া প্রায় বগলত আসিয়া নাউয়াক পোছে—'হ্যারে নাউয়া আজি ক্যানে তোর নাচন ? কিসের এ্যামুন মজা পালো?' সেলা নাউয়া কয়—'রে বাঘ ভালেদিন থাকি তোক মুই চান্দে বেরাং, আজি সোনে তোর দেখা পালুং, আজি আর তোক ছাড়া-ছাড়ি নাই।" বাঘ কয়—'ক্যা তায়, ক্যানে চান্দাইস?' 'ক্যানে কইস আরো ! তোর চামরা লাগে, চামরা! তোর চামরা দিয়া জুতা হবে, জুতা! তোর চামরা মুই রাজাক দিলে, রাজা মোক ভাইল্লা টাকা দিবে, মুই সেলা ধনি হইম।' —নাউয়া খানিক জোর দিয়া বাঘক কইল। নাউয়ার কাথা শুনি বাঘ গেইল ভড়কি। বাপরে বাপ, নাউয়া কয় কি ? মোর ছাল বেচেয়া নাউয়া ধনি হবে। সেলা বাঘ জোর হাত করিয়া নাউয়াক কয়—'ও ভাই নাউয়া, তুই মোক না মারিস ভাইরে ! কালি মোর বাপের কাম, মুই ভাবিচুং তোক দিয়ায় মুই মোর বাপের কামের ভোজখুনা দিম, তা আর হবে না—কায় জানে তায় তুই-ই মোক চান্দের ধরছিস আগোত যদি জানিলুং হয় ... নাউয়া মনে মনে কয় বাঘ ব্যাটা দানোচমকা উনাক ভয় ধরিচে, এ্যামুন সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। সেলা নাউয়া কয়— 'পালালো হয়! ওটা হবার না হয়। তোর চামরা মোক নাগিবে, রাজাক তোর চামরাখান দিলে মুই টাকা পাইম।' "মোরটে ভাইল্লা টাকা আছে, মোর ছালের বদল তোক টাকা দিম তেঙও মোক ছাড়িয়া দে।" —বাঘ নাউয়াক কইলেক। নাউয়া দেখিল মন্দের ভাল। টাকা পাইলে ছাড়ে কায়! ক্ষুরখান আরো বেশি করি হাতের তালাত সোত্তায় আর কয়— 'ঠিক আছে আজি তোক ছাড়ি দিম কিন্তুক টাকায়

যদি দিস তায় পছকরি দে, না হয় তায় তোর মজা দেখাং হ্যার।' বাঘটা সেলা গছোত চর্চড়য়া এ্যাকটা টোপলা আনি নাউয়ার হাতোত দিলেক, আর নাউয়াও টাকার টোপলাখুনা ফাকতানিত ধরি বাড়ি বুলি ঘাটা কারাইল।

বাড়ি আসিতে আসিতে নাউয়ার সইন্ধ্যা উত্তুরিয়া গেইল। নাউয়ানী ভাত-শাক নান্দি-বাড়ি সাজেয়া বসি আছে। নাউয়া ঘর সোন্দেয়ায় টাকার টোপলাটা ধুপ্পুস করি ঘরের মজিয়াত থুইয়া নাউয়ানীক কয়--"যাতোরে নাউয়ানী বামোনের বাড়ি থাকি পাল্লাখান আনেক। টাকালা জুকিম, দ্যাখোং কয় ডারি হয়।" আগোতে কচুঙ নাউয়ানীটার খানিক বুদ্ধি খাটো। নাউয়ানী বামোনের বাড়ি যায়া বামোনের মাইয়াক কইলেক যে উমরা টাকা জুকিবে, সেইবাদে পাল্লাখান চাইছে। বামোন আছিলো থাকিয়া, টাকা-জোকার কাথা শুনিয়া ধরপরে বিছিনা থাকি উটিলেক। নাউয়ানী পাল্লা ধরি আগে আগে বাড়ি যায় আর বামোন পাছে পাছে ঠ্যাং চিপি ধরি সুরসরি যায়। বাড়ি যায়া নাউয়া-নাউয়ানীর আউস-কাউস করি টাকা জোকা দেখি বামোনের আর মন সামাল না দিলেক। নাউয়াক কয়--'নাউয়ারে তুই এ্যাতলা কাঁচা টাকা কোটে পালো, মোক তোর কওয়ায় খাবে, না কইলে মুই সগাকে কয়া বেড়াইম। নাউয়া সেলা বাঘের কাথা কইল, কিন্তুক বামোনের বিশ্বাস হইলেক না। নাউযায়-বামোনে নানা বাদুরবাদ। নাউয়ার কাথা বিশ্বাস করে না দেখিয়া নাউয়া সেলা বামোনোক কইলেক যে কালি সাকালে বামোনোক ধরি বাঘের অটি যাবে। এক পাল্লা টাকা দিয়া আজিকারমতে বামোনোক বিদায় করলেক। বামোন হইলেক লুভি। উনার চখুত নিন নাই। কতখোনে নাত্তি পোয়ায়, নাত্তি পোয়াইলেই উনায় নাউয়াক ধরি-বাঘের বাড়ি টাকা আনির যাবে।

পইলা মুরগা নাই ডাকতে বামোনের নিন ভাঙছে। আসলে টাকার চিন্তাতে বামোন নাত্তিত নিন পাড়ে নাই। কাউয়া-চিলার নিন না ফুরাইতে বামোন নাউয়ার বাড়ি আসি ডেকাইতে ডেকাইতে নাউয়াক নিন থাকি তুলিল। মুখ-হাত-পাও ধুইয়া এ্যাক মুটি বাসিয়া ফুটা মুখোত দিয়া, এ্যাক নোটা জল খায়া নাউয়া-বামোনোক ধরি বাঘের বাড়ি বুলি হাটা কারাইল। নাউয়ারো মনত লোভ। ক্যানেনা নাউয়া কালি দেখিছে বাঘেরটে আরো ভাইল্লা টাকা আছিলো। এই সুযোগেতে বামোন-আর নাউয়া গছোত চড়িল। বামোন টাকার টোপলা ধরোঙ বুলি আগে আগে গছোত চড়ে আর নাউয়া পাছে পাছে।

এ্যাদিফির সেদিনোতে অছিলো বাঘের বাপের কাম। কামের নিমনতন খাবার বাদে এ্যাকেনা দুকানা করি ভালে গুটিক বাঘ আসিয়া গছেরতলত গোটো হবার ধরলেক। কিন্তু যেটা বাঘের বাপের কাম সেই বাঘটায় সেলাং আইসে নাই। গছের গোড়োত বাঘের পাল, আর গছের উপরাত বামোন-নাউয়া। এ্যাতলা বাঘ দেখিয়া নাউয়া-বামোনের কইলজা ধকাউ-ধাকাউ করির

ধরছে, হাত-ঠ্যাং দেহা দলদলে কাঁপে। মুখ শুকিয়া বাইগন বেচা। বামোনতো প্রায় চখু উল্টায়।

দুনিয়ার সউগ বাঘ গোটো হইল কিন্তুক যার বাপের কাম তারে দ্যাখা নাই। বাঘের দলের দলপতিটা খুব রাগি। দলপতিটার যেমনে দেহা, তেমনে মোস্তান; খালি কাটোং-মারোং স্বভাব। ভালেখন বাদোত যেটা বাঘের বাপের কাম, মানে যে বাঘটা নাউয়াক টাকা দিছে, সেই বাঘটা কাঁপতে কাঁপতে আসি এ্যাকেবারে বাঘের দলের মধ্যত সোন্দাইল। সেলা মোস্তান বাঘটা কয়—'হারে তোর বাপের কাম, তোরে নাই পাত্তা কোটে গেছিস 'ক?' মোস্তান বাঘটার দাবরানি খায়া বাঘটা কালিকার নাউয়াক টাকা দেওয়ার ঘটনাটা আগা-গোড়া গোটায় খান পইসবান্দি কইলেক। এই কাথা শুনিয়া মোস্তান রাগোতে গড়-গড়াইতে-গড়াইতে কসিয়া কান পাটিত মারিল এ্যাক চাপড়। "হারামজাদা তুই বাঘের নাম ডুবাছিস। ক্যানে এ্যাক্কে ঝাপে নাপিতের মাথাটা গাসে ধরলে কি হইলেক হয়"—মোস্তান-বাঘটা বাপ মরা বাঘটাক কয় আর গিজিরি-গিজিরি ওটে।

বাঘের এ্যামুন গেজেরণ শুনি নাউয়া-আর বামোনের অবস্থা ডাইল। ভয়োতে বামোন ধরপরেয়া গছের টিংটিংয়া আগালোত চড়ির ধরলেক। ভয়ের চোটোতে হরফরাইতে-হরফরাইতে নিলনিলা আগালোত চড়ির যায়া বামোন মারাত করি গছের ঠাইল ভাঙি, ঠাইলে-ঠুইলে ধাপ্পাত করি এ্যাক্কেবারে বাঘের দলের মধ্যত পড়িল। নাউয়া দেখিল কাথা খারাপ—এবার আর রক্ষা নাই, বামোনোক হ্যার চ্যারাব্যারা করি বাঘের দল খায়। অচমকা নাউয়াও গছের উপুরা থাকি দিলেক এক ঝাপ। বাঘের দলের মধ্যত পড়িয়ায় নাউয়া পুটকি ফাটিচ্যাচায় আর কয়—'ধররে বামোন ধর, ঐ মোস্তানটাকে ধর, ধর-ধর-ধর ছাড়ি দিস না।' আর যায় কোটে। আকাশ থাকি দুই-দুইটা মানসি পড়া দেখি এ্যামনেতে বাঘের দলের পিলাই গেইছে চমকি ফির আরো কয়—'মোস্তানটাক ধর...,' বাঘের দল ভড়কি যায়া দিল ছিল্লা ফাটা দৌড়, কায়কুদি দৌড়ায় সীমাসট্টি নাই।

এ্যাদিফির আর এক কান্ড। গছ থাকি পড়ি বামোন নাগিছে ঠরঠরা, এ্যাকেবারে দাঁতে-দাঁত নাগি গেইছে। নাউয়া মুখের ছেপ্ দিয়া বামোনের বুকখান আউস-কাউসি ডল্লায়। ডল্লাইতে-ডল্লাইতে বামোনের হুঁশ আসিলে নাউয়া কয়—"দেখিলেন তো মোর বুদ্ধি। এবার পছকরি উঠিয়া টাকার টোপলাটা ধর,-ভাগি। না হইলে বাঘের দল আসিলে আর উপায় নাই, মাথা দুইটা মোলার নাকান করি করমরে চোবে খাবে।"

কাউয়া-প্যাঁচার কাজিয়া

এ্যাকেনা আছিল তিন পুরানী গছ। সই গছত হোংসা আর হুংসীর-মাইয়া-ভাতারের সুখের সংসার। উমার সুখের শ্যাষ আছিল না। আশ-পড়শির থাকি উমরা খুব সুখে আছিল। এঙনাই-ব্যাঙনাই, এ্যাকেবারে ঝলঝলা সংসার। জোরাবান্দি বেড়ায়, খায়-দায় আর নাত্তি হইলে টনটনা বাড়িত ঠনঠনা বিছিনাত থাকি রয়। কারো সাতোতও নাই পাচোতও নাই।

দিন যায়, নাত্তি আইসে; নাত্তি যায় দিন আইসে। এ্যাক নাগারি এই নাকান করি রবার আর ভালে না লাগে। এ্যাকদিন হোংসা ঠিক করিল যে উনায় এইবার তীর্থত যাবে, গয়া-কাশী ঘুরি বেড়াবে। হোংসার তীর্থত যাবার কাথা খুনা শোনা মাত্র হুংসীও ফ্যাকেনা জুড়িল-উনাকো তীর্থ দেখির নিয়া যাওয়া খাবে। কিন্তুক এই ঘর-সংসার এ্যাকেলা ফ্যালেয়া কি আর দোনোজনে কোনোটে যাওয়া যায়! তাছাড়া বেটি-ছাওয়া মানসি, উচ নাই বুজ নাই যাবার চাইলে তো আর নিয়া যাওয়া যায় না; নানান ফ্যাকেনা। নাত্তি থাকি থ কি হোংসা সেইবাদে হুংসীক পই পই করি বুঝাইলেক যে—মোর নগদ না যাইস, ঘর-বাড়ি দেখিস'। শ্যাষকালে হোংসার আব্দার হুংসী মানিলেক। ঠিক হইল- হোংসা তিনমাস তীর্থ দেখি বেড়েয়া ঘুরি আসিবে, আর ততদিন সংসার দেখিবে হংসী। আর যদি তিনমাসের মধ্যতে হোংসা বাড়ি ঘুরিয়া না আইসে, তাহইলে হুংসী যাতে ধরি নেয় যে হোংসা তীর্থ'ত মরি গেইছে। 'বারো বছর বাচ্চায় রয়া ভোতা ছুবিয়া হুংসী যাতে কাম-কিড়া করি হোংসার নামত পিণ্ড দ্যায়'—হোংসার কাথাত হুংসী কান্দে। হোংসা ত্যাঙ হুংসীক বুঝায়—'তীর্থ'ত মরে যায় / স্বর্গত যায় তায়': হুংসীর দুঃখ পাবার কোনোয় কারণ নাই।

শ্যাষকালে সেইদিনটা আসিল। হোংসা বোচকা-বুচকি বান্দি বিরাইলেক। হুংসীর মন আর মানে না। হোলাই-সোলাই করি হুংসী কান্দে, নাকের জলত-চখুর জলত হুংসীর বুক ভাসি যায়। হোংসাও হুংসীর বাদে খুব কান্দিল। কান্দি-কাটি হোংসা তীর্থ'ত বিরাইলেক। হুংসী এ্যাকেলায় টুটুর-মুটুর হয়া হোংসার চিন্তাতে নিঢাল হয়া পড়ি রইল।

এ্যাক দিন যায়, দুইদিন যায়...যায় যায়...গেইতে গেইতে তিনমাস গেইল। হোংসা আর আইসে না। হোংসার চিন্তাতে হুংসীর বুকখান নদীর দইন্যার নাকান করি ভাঙি পড়ির চায়। হুংসীর দীঘল নিকাষ পড়ে—'হোংসা কী আর আসিবে না'! কাথাটা মনত পড়িলে হুংসীর মন আর রয় না। চখু ফাটি কান্দোন বিরায়। কি করিবে, কোটে যাবে, কাঙোকে দুইটা দুখের কাথা কবার নাই। হোংসার বাদে আর কদ্দিন বাচ্চে রবে। শোকে-দুখে হুংসী কয়দিনতে শুকিয়া

ছোবা খুটার নাকান হইল। হোংসার কাথা ভাবে আর ডুকরি-ডুকরি কান্দে।

নিদান কালত কাঙোয় না পইতায়। এ্যাকেনা ঢাল-কাউয়া হুংসীর এই ভাতারের জন্যে আটকুরান দেখি মজা পায়। হুংসীর আগিলায়-পাছিলায় ঘুরঘুরি বেড়ায় আর ঘুনঘুনায় 'এ্যাইবার হুংসী তুই যাবো কোটে ! তোর বাড়িয়া ফুটানি দেখি সোনে ছাড়িম।', আসলে ঢাল-কাউয়াটার মনটা খালি খুলপালায়-যদি হোংসা না আইসে তা হইলে হুংসীক উনায় বিদুয়া নিবে। কাউয়া দেখিল হোংসার পাত্তা নাই এইটায় একটা মস্তবড় সুযোগ, এ্যামুন সুযোগ বারে বারে আসিবে না—'আজি খানিক, কালি খানিক / চাঙড়া ভাঙি পড়িম পানিত'। এ্যাক পাঙ-দুই পাঙে ঢাল-কাউয়া কয়, যে দিনকাল পড়ছে তায় হোর শোনেক—তুই মোর ঘর সোন্দাও।" নারী-দুখাতি হুংসী কি আর করিবে, শ্যাষ কালত ঢাল-কাউয়ার নানান বাবিনাত, আলনছলাত ভুলিয়া হোংসার আশা ত্যাগ করিয়া কাউয়ার নগদ সংসার পাতিল।

এ্যাদিফির নানান তীর্থ ক্ষেত্র ঘুরিয়া প্রায় চাইর মাসের মাথাত হোংসা বাড়ি আসিলেক। বাড়িত আসিয়া দ্যাখে হুংসী নাই। বাড়িটাও ক্যাবা পেসকানি হয়া আছে। হুংসী গেইল কোটে ? হির বাচ্চায়, হুর বাচ্চায় তেঙও হুংসীর পাত্তা নাই। হোংসার মন আর সবুর সয় না। এটে-ওটে চান্দেয়াও হুংসীক না পায়া, হোংসা গেইল ঠিক করিয়া ঐ ঢাল-কাউয়াটার ওটি। হুংসীক কাউয়ার ঘরত দেখিয়া হোংসার বুকখান হাক্কাত করি উঠিলেক। 'শালা কাউয়া, মোর বিয়ার মাইয়াটাক ছলে ছলে আনিয়া বিদুয়া নিছিস!' —এ্যাককাথায়, দুইকাথায় হোংসা আর কাউয়ায় লাগি গেইল কাউরাহাট্টি, ধুম ক্যাচাল। কারো কাথা কাঙো না শোনে। হোংসা, হুংসীক আনিবে, কাউয়া ছাড়ি দিবে না। বেলা ডোবে-তেঙও উমার ঝগড়া থামে না। শ্যাষকালে আশ-পড়শি দুই-চাইর জন আসিয়া ঠিক করিলেক যে বিচার বসিবে। ঐ বিচারত সগায় মিলি বসিয়া ঠিক করা হবে—হুংসী কার নগদ সংসার করিবে—হোংসা না ঢাল-কাউয়া।

কাউয়া হইল খুব চাল্লাক। সাত-সাকালে উঠিয়া কাউয়া আশ-পড়শি যত দুনিয়ার জ্ঞাতি-গুষ্টি, পকি-পয়াল আছে সগাকে কয়া বেরাইল যে তোমরা সগায় বিচারত আসিবেন। কাউয়ার কাতকাতিতে সউগ পখিলা কাউয়ার হয়া বিচারত যাবে বুলিয়া কাথা দিলেক।

হোংসার তীর্থ ঘোরা হাউপসা দেহা। ঘরত নাই মাইয়া। শোকে-তাপে হোংসা বুকশুলা খাইছে। কি করিবে কোটে যাবে ভাবিয়া কুল না পায়। নিমুঝুল্লা হয়া হোংসা বিচারত ডেকাং বুলি যারে ওটি যায়, তায়ে কয়-আমাক কাউয়া কয়া গেইছে, হোংসা এ্যালা কি করিবে ! গছত ঝিম ধরি বসি নানান কাথা ভাবির ধরিলেক। হোংসার এ্যামুন ঝেমর ধরা এ্যাকেনা প্যাঁচা গছের ধোন থাকি ঢুলকিমারি দেখতে দেখতে হোংসাক কয়—'হ্যারে হোংসা এ্যামুন ঝোলটোঙা নাগছিস ক্যানে মানা ?' প্যাঁচার কাথা শুনিয়া দীঘল নিকাশ ফ্যালেয়া হোংসা কুল্লায় কাথা প্যাঁচাক

কইলেক। প্যাঁচা সেলা হোংসাক কয়, "ভাইরে দুঃখ না করিস, কাথাত আছে না—'ভাগ্যেনারী, ভাগ্যে দাড়ি ভাগ্যে আম কাটলের বাড়ি।' ঠিক আছে মুই তোর হয়া বিচারত যাইম।" হোংসার হয়া বিচারত আসিবে এই নাকান আর কাঙোয় নাই, সেইবাদে প্যাঁচায় হইলেক হোংসার দেওয়ানি।

দিন-ক্ষণ ঠিক করা আছিল। বিচার বসিলেক। ঢাল-কাউয়ার হয়া কুল্লায় পখি আসিলেক। কাউয়ার দেওয়ানি হইলেক ঝেচু। ঝেচু ফারাত-ফারাত করি বেরায় আর বুদ্ধি পাকায়। শারোটার খানিক বাড়িয়া ফুটানি, কাথা বেশি কয়, ঝেচু দিলেক একটা টালা। কাউয়ার তো সগায় আসিলেক, কিন্তুক হোংসার দেওয়ানির পাত্তা নাই। আর কতক্ষণ বাচ্চায় রয়—সগায় যেয়া হোংসাক কয়—'হ্যারে হোংসা তোর দেওয়ানি কায়, কতক্ষণে আসিবে ?' হোংসা আর কি কবে,! ঝিম ধরি বসি রইলেক। বেলা প্রায় ভাটিত পড়িল। বিচার সভাত নানান কাথা, বলাবলানি উঠিল। কাউয়া মনে মনে খুসখুসিয়া হাসে, হুংসী উনারে নগদ সংসার করিবে। কাউয়ার দেওয়ানি—ঝেচু হোংসাক ডেকেয়া কয়—'হোংসা আমরা আর নবার না পাই, হুংসী কিন্তুক কাউয়ারে নগদ সংসার করিবে—ঝেচুর মুখের কাথাটা ফুরিয়াও ফুরাইলেক না এ্যামুন সমায় প্যাঁচা আসিয়া সভার মধ্যত ধুপ্পস করি পড়িয়া পুটকি উবুত হয়া নিঢাল হয়া রইল।

হোংসার দেওয়ানি আসিচে দেখিয়া সগায় খানিক নড়িচড়ি বসিল, বিচারের কাউরাহাট্টি থামিলেক কিন্তুক প্যাঁচা কেনে এঙকরি পড়িয়ায় পুটকি উবুত হয়া রইল ? প্যাঁচা রয়-রয় চখু দিয়া পিটপিটি দ্যাখে, মুখোত কোনো কাথা নাই। ব্যাপারটা কি ? এই নাকান করি বেলাটায় যায়—সেলা ঝেচু হোংসাক কয়, হ্যারে হোংসা তোর দেওয়ানির কি হইল, আসিয়ায় উবুরি খায়া বসিল, পছকরি ডেকাও; না হয় তায় আমরা গেইলাঙ।' এ্যাত কাউরাহাট্টি-কেচের-মেচের তেঙও প্যাঁচার হুশ নাই, প্যাঁচা আর ওঠে না, কাথাও কয়না। রইতে রইতে, রইতে ... ঝেচু আর সবুর সবার না পায়া প্যাঁচাক দিলেক এ্যাক টালা। ঝেচুর টালা খায়া প্যাঁচা উল্টি পড়িয়া, ধরপরে উঠিয়া কয়—"হ্যাঁ তোমরা কেমুন, বাপরে বাপ মুই ইন্দ্রপুরীর কইন্যাটাক খালি বিয়াওখান করালুং মাত্র, লগ্নন খাটি মারিয়া বাসর ঘরত যাবার ধরচুং....ইস তোমরা মোর বিয়াওখান দিলেন ভাঙিয়া।" "এ! যেনা প্যাঁচা, তায় করাবে ইন্দ্রপুরীর কইন্যাক বিয়াও। দিনদুপুরি স্বপন দেখা...." —কাউয়ার দেওয়ানিলা প্যাঁচাক এই কাথা কওয়া মাত্র, প্যাঁচাটা মাথা ঝটকে কয়—"এ! যে না ঢাল-কাউয়া, সারাটা দিন কাও-কাও করে, দুনিয়ার জাবুরা-ঘাটে, তায় নিবে আরো হুংসীক বিদুয়া ছ্যা, ছ্যা,ছ্যা..." আর যায় কোটে! বিচার-সভাত লাগি গেইল তর্কাতর্কি-। প্যাঁচাতো ঠিক কাথায় কইছে-'প্যাঁচা যদি ইন্দ্রপুরীর কইন্যাক বিয়াও করিবার না পায়, তাইলে তো কাউয়ার নগদ হুংসীরও বিয়াও হবার কাথা না হয়।' ঢাল-কাউয়াটা এ্যাতক্ষণ ঝিৎ করিয়া

বসি আছিল, আর নবার না পাইল–'শালা প্যাঁচা ! তুই মোর মুখের গাস কাড়ি নিল, হুংসীক তোরে জন্যে মোর বিদুয়া নেওয়া না হইল। আজি তোরে এ্যাকদিন, কি মোরে এ্যাকদিন।' কাউয়া দিলেক প্যাঁচাক পিট্টান। আর প্যাঁচাও মরিহরি দিলেক দৌড়। সভা গেইলেক ভাঙি। হোংসাও-হুংসীক ধরি বাড়িত আসিল। সেই দিন থাকিয়া কাউয়া-প্যাঁচার ক্যাচাল। কাউয়া এ্যালাং প্যাঁচার নাগাল পাইলেই, পিট্টায়। কাউয়া-প্যাঁচার কাজিয়া এ্যালাও থামে নাই।